

صحيح أشرط الساعة  
কিয়ামতের ছহীহ আলামত

المؤلف: عصام موسى هادي  
মূল: শাইখ 'ইছাম মুসা হাদী

ترجمة: مظفر بن مقسط  
অনুবাদ: মোজাফ্ফার বিন মুকসেদ

مراجعة: عبد العليم بن كوثر  
সম্পাদনা: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة  
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر: مكتبة السنة

كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.

Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ  
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদ্রাসা মোড়),  
রাজশাহী, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৮ ঈসায়ী

বিনিময় মূল্য: ১২০ (একশত বিশ) টাকা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	০৯

ক্বিয়ামতের আলামত

১. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন	১১
২. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুবরণ	১২
৩. এমন ফিতনা, যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় তরবারী-অস্ত্রের ব্যবহার	১৩
৪. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার প্রকাশ পাওয়া	১৭
৫. উমার ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ফিতনা প্রকাশ পাওয়া	১৮
৬. অন্যায়ভাবে খলীফা উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা	১৯
৭. উম্মতের মাঝে তরবারী-অস্ত্রের ব্যবহার (হানাহানি) শুরু হলে তা উঠিয়ে না নেয়া	২২
৮. উস্ত্রের যুদ্ধ	২২
৯. সিফফীনের যুদ্ধ	২৪
১০. খারেজীদের আবির্ভাব	২৫
১১. মু'মিনদের মাঝে হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মীমাংসা করণ	২৯
১২. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কিছু কাল খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা	৩০
১৩. শী'আ ও নাওয়াছেব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব	৩০
১৪. হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিহত হওয়া	৩১
১৫. কাদারিয়াহ ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব	৩২
১৬. 'হাররাহ'-এর যুদ্ধ সজ্জাটিত হওয়া	৩৪
১৭. ৭৩ দলে উম্মতের বিভক্ত হওয়া	৩৫

১৮. ছাক্বীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও নির্বিচার হত্যাকারীর আবির্ভাব	৩৭
১৯. মদীনার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া	৩৭
২০. পারস্য বিজয়	৩৮
২১. মিশর বিজয়	৩৮
২২. হিজায় অঞ্চল থেকে আগুন বের হওয়া	৪০
২৩. আমানত উঠে যাওয়া	৪০
২৪. মুসলিমদের নিকট দুনিয়া উন্মুক্ত হওয়া	৪১
২৫. আবুল 'আছ-এর সন্তানাদি (বেশি হওয়া)	৪৬
২৬. কুরাইশ যুবকদের হাতে উম্মতের ধ্বংস হওয়া	৪৬
২৭. ষাট বছর পর ভ্রষ্টদলের উদ্ভব	৪৭
২৮. সত্তর বছর পর ফিতনাবাজ দলের আবির্ভাব	৪৭
২৯. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া	৪৮
৩০. বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করা	৪৯
৩১. মুর্থতা প্রকাশ পাওয়া	৫১
৩২. অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্বের ভার অর্পণ	৫২
৩৩. ভাল-মন্দের মানদণ্ড উল্টে যাওয়া	৫২
৩৪. বেশি বেশি ভূমিকম্প হওয়া	৫৩
৩৫. সময় দ্রুত চলে যাওয়া	৫৪
৩৬. আরব ভূখণ্ডে বাগ-বাগিচা ও নদী-নালা ফিরে আসা	৫৪
৩৭. ফোরাত নদীর ভূগর্ভ হতে স্বর্ণের খনি বের হওয়া	৫৫
৩৮. অধিক বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা	৫৬
৩৯. নিকৃষ্টদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া	৫৭
৪০. যমীন থেকে খনিজ সম্পদ বের হওয়া	৫৭
৪১. মানুষের সাথে প্রাণী ও জড় পদার্থের কথোপকথন	৫৯
৪২. নেকলোকদের উপর ফাসিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া	৬০
৪৩. পাহাড়ের স্থানচ্যুত হওয়া	৬১
৪৪. হাট-বাজার কাছাকাছি হওয়া	৬১
৪৫. অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে হালাল-হারামের পরোয়া না করা	৬২
৪৬. সূদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি	৬২

৪৭. ছলাত আদায় করা সত্ত্বেও দীন না থাকা	৬২
৪৮. ব্যভিচার প্রকাশিত হওয়া	৬৩
৪৯. রাস্তা-ঘাট তথা যত্রতত্র ব্যভিচার হওয়া	৬৪
৫০. অতি বৃষ্টি হওয়া ও তাতে বরকত কমে যাওয়া	৬৫
৫১. নতুন চাঁদ মোটা হওয়া	৬৫
৫২. ব্যবসায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর অংশগ্রহণ	৬৬
৫৩. মসজিদে প্রবেশ করে (দু'রাকা'আত) ছলাত আদায় না করা	৬৬
৫৪. হারামকে হালাল মনে করা	৬৭
৫৫. গানকে হালাল মনে করা	৬৭
৫৬. গায়ক-গায়িকার ব্যাপক প্রকাশ	৬৮
৫৭. অঙ্গিকার-প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হওয়া	৬৯
৬৮. পুলিশ বাহিনীর বিস্তার লাভ	৭০
৬৯. অনারবীয় অঞ্চল হতে আরবদের বিদূরিত হওয়া	৭১
৭০. মসজিদ সজ্জিতকরণ ও মুছহাফ (আল্লাহর কিতাব) শোভিতকরণ	৭২
৭১. তাবুক অঞ্চল বাগবাগিচায় রূপান্তরিত হওয়া	৭৩
৭২. পূর্ব দিগন্ত হতে ফিতনা প্রকাশ পাওয়া	৭৩
৭৩. দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও বড় ফিতনা	৭৩
৭৪. একের পর এক বড় ফিতনার উদ্ভব হওয়া	৭৪
৭৫. ফিতনায় মানুষের বিবেক লোপ পাওয়া	৭৫
৭৬. ফিতনার নিদর্শন	৭৭
৭৭. ফিতনার ধারাবাহিকতা, যা দাজ্জাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে	৭৮
৭৮. ফিতনার বিরতিকাল থাকা	৭৮
৭৯. এমন ফিতনার আবির্ভাব হওয়া, যার পরে তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হবে না	৭৯
৮০. উম্মতের মাঝে ব্যাপক ফিতনার বিস্তার	৭৯
৮১. ধন-সম্পদ উম্মতের ফিতনা	৮০
৮২. 'আদ-দুহাইমা' বা ভয়ানক ফিতনা	৮১
৮৩. অন্ধ ও বধির ফিতনা	৮২

৮৪. ফিতনাকালে একাকিত্ব বরণ	৮২
৮৫. ফিতনার সময় ইবাদতের মাহাত্ম্য	৮৫
৮৬. ফিতনার সময় একনিষ্ঠভাবে দু'আ করা	৮৫
৮৭. ফিতনা সংঘটিত হওয়ার সময় সিরিয়ায় হিজরত করা	৮৬
৮৮. নিফাকী (মুনাফিকী) প্রকাশ পাওয়া	৮৭
৮৯. বিনা কারণে হত্যা করা	৮৮
৯০. পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত খারাপ বছরের আগমন	৮৮
৯১. অহঙ্কারের সময় উম্মতের প্রতিদান	৮৯
৯২. সমাজে সৎলোকের চলে যাওয়া	৯০
৯৩. মুসলিমদের পাপচারিতার কারণে তাদের উপর মুশরিকদের কর্তৃত্ব লাভ করা	৯০
৯৪. পশমি জুতা পরিধানকারী সম্প্রদায়ের যুদ্ধ করা	৯৪
৯৫. তুর্কীজাতির সাথে যুদ্ধ	৯৪
৯৬. হাবশীদের সাথে যুদ্ধ	৯৬
৯৭. (আরবের প্রাচীন গোত্র) 'মুয়ার' কর্তৃক ফাসাদ সৃষ্টি	৯৭
৯৮. 'আদন' গোত্র হতে সৈন্য বের হওয়া	৯৭
৯৯. বাসরা শহরে ভূমিধ্বস হওয়া	৯৮
১০০. কুরআনের অপব্যখ্যা করা	৯৯
১০১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ছেড়ে দেয়া	৯৯
১০২. গাড়ির প্রচলন হওয়া	১০০
১০৩. ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ করা	১০১
১০৪. সমকামিতা প্রকাশ পাওয়া	১০২
১০৫. কালো রং (খেযাব) ব্যবহার করা	১০৩
১০৬. গর্ভপাত ঘটানো	১০৩
১০৭. নির্বোধদের শাসন বহাল থাকা	১০৪
১০৮. উম্মতের কতক কতকের বিরোধী হওয়া	১০৮
১০৯. বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর কাফেরদের কর্তৃত্ব	১০৯
১১০. উম্মতের কর্তৃত্ব পূর্ণতা পাবে যেমন রাত-দিন পূর্ণ হয়	১১০
১১১. সিরিয়াবাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া	১১১

১১২. খেয়ানতকারী ও মিথ্যা সাক্ষী প্রকাশ পাওয়া	১১১
১১৩. ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টির সময় দ্বীনের উপর টিকে থাকা ব্যক্তির অবস্থা	১১২
১১৪. ফিতনাসমূহের ধারাবাহিকতা	১১২
১১৫. মদীনা ত্যাগ করা	১১৩
১১৬. গানের সুরে কুরআন পাঠ করা/কুরআনকে গান বানিয়ে নেওয়া	১৫
১১৭. পার্থিব উদ্দেশ্যে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসা	১১৬
১১৮. বক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এবং আলিমদের সংখ্যা কম হওয়া	১১৭
১১৯. ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ সৃষ্টি হওয়া	১১৭
১২০. যা ইচ্ছা তাই বলে মু'মিনের সাথে মুশরিকের তর্ক-বিতর্ক করা	১১৮
১২১. কুরআনের মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াতের অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হওয়া	১১৮
১২২. রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মিথ্যারোপ প্রকাশ পাওয়া	১১৯
১২৩. আগুন বের হওয়া, যা মানুষকে একত্রিত করবে	১২০
১২৪. আমলবিহীন বক্তব্য পেশ	১২০
১২৫. অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রকাশ পাওয়া	১২১
১২৬. খারাপ চরিত্র প্রকাশ পাওয়া	১২১
১২৭. গোলাম অধিপতি হবে	১২২
১২৮. পানি পান করার মত কুরআনকে (না বুঝেই) মুখস্থ করা	১২২
১২৯. শাসকশ্রেণীর অত্যাচার	১২৩
১৩০. পূর্ববর্তী জাতির ব্যাধি প্রকাশ পাওয়া	১২৩
১৩১. একের পর এক দ্বীন বিনষ্ট হওয়া	১২৪
১৩২. ভূগর্ভে পানি শোষিত হওয়া	১২৪
১৩৩. এই উম্মতের শেষের লোকেরা কিভাবে ধ্বংস হবে	১২৫
১৩৪. কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির জবরদস্তি	১২৫
১৩৫. ইসলাম অপরিচিত হওয়া	১২৫
১৩৬. মদীনার দিকে ইসলামের প্রত্যাবর্তন	১২৬
১৩৭. সংস্কারকগণের আবির্ভাব	১২৭

১৩৮. খিলাফত ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন	১২৭
১৩৯. একটি সৈন্যবাহিনীকে যমীনে ধরিয়ে দেয়া	১২৮
১৪০. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব	১৩০
১৪১. বাইতুল মুকাদ্দাসে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া	১৩৪
১৪২. শেষ যুগে (বিভিন্ন এলাকায়) সৈন্যদলের আবির্ভাব	১৩৪
১৪৩. রোমক এবং তাদের সঙ্গে অঙ্গিকারাবদ্ধদের সাথে সন্ধি হওয়া	১৩৫
১৪৪. বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া	১৩৬
১৪৫. দাজ্জালের আবির্ভাব	১৪০
১৪৬. ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ	১৭০
১৪৭. ইয়া'জুজ-মা'জুজের আবির্ভাব	১৭৫
১৪৮. জনপদের উপর অতিবৃষ্টি হওয়া	১৭৯
১৪৯. জম্বু বের হওয়া	১৮০
১৫০. পৃথিবী থেকে কুরআন উঠিয়ে নেওয়া	১৮১
১৫১. ধোঁয়া বের হওয়া	১৮৩
১৫২. কুরাইশদের ধ্বংস হওয়া	১৮৪
১৫৩. (ঠাণ্ডা) বাতাসের মাধ্যমে মু'মিনের প্রাণ হরণ করা	১৮৫
১৫৪. বাইতুল্লাহ শরীফে হাজ্জ না হওয়া	১৮৬
১৫৫. শেষ যুগে কা'বা ঘরে আক্রমণ হওয়া	১৮৬
১৫৬. পৃথিবীতে শিরকের বিস্তার লাভ হওয়া	১৮৭



## ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য। আমরা তার প্রশংসা করি, তার নিকটে সাহায্য চাই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের আত্মা ও কর্মের খারাবি হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তার কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন হিদায়াত দানকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না (সূরা আলে ইমরান ৩: ১০২)।

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নিকট চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক’ (সূরা আন-নিসা ৪:১)।

অতঃপর, জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়, এমন কল্যাণকর যা কিছু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের নিকটকর্তী করে দেয়, এমন যা কিছু তিনি জেনেছেন, তা থেকেও আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার

আলামত, তার নিদর্শনসমূহ এবং ক্বিয়ামতের পূর্বের ফিতনা ও ধ্বংসাত্মক বিষয়াবলি অন্যতম।

মুসলিমদের উপর বেশী বেশী ফিতনা ও পরীক্ষা নেমে আসার কারণে আমাদের যুগে মানুষ এসব বিষয় খুব বেশী আলোচনা করে। ফলে, কতিপয় মানুষ অনাধিকার চর্চা করে এ বিষয়ে মিথ্যা হাদীছ রচনা করেছে, যার কোন ভিত্তিই নেই। তাদের কেউ কেউ এমন প্রাচীন বই-পুস্তকের আশ্রয় নিয়েছে, যা ভাল-মন্দ সবই সংকলন করেছে। এমন একটি কিতাব হচ্ছে, নু'আইম ইবনে হাম্মাদ বিরচিত 'আল-ফিতান'। কিতাবটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে মুনকার, জাল হাদীছ ও বাতিল আছার দ্বারা পরিপূর্ণ। এজন্য আমার বক্তব্য হলো, ক্বিয়ামতের নিদর্শন এবং এর আলামত বিষয়ক ছহীহ হাদীছসমূহ, বিশেষত আমাদের শাইখ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাল্লাহু যেসব হাদীছকে ছহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন তা সংকলন করতে ইচ্ছা করেছি।

**ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ তিনভাগে বিভক্ত: ১. ছোট, ২. মধ্যম ও ৩. বড়।**

১. ছোট আলামত সেগুলো, যেগুলো সম্পর্কে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো ঘটে গেছে ও সম্পন্ন হয়েছে।

২. মধ্যম আলামত হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন এবং যেগুলো ঘটে গেছে ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে।

৩. আর ক্বিয়ামতের বড় আলামত হচ্ছে, ইমাম মাহদী, দাজ্জালের আগমন এবং অনুরূপ কিছু সংঘটিত হওয়া।

আর আমি ক্বিয়ামতের আলামতগুলোকে জনগণের সামনে বোধগম্য ও সহজ করে উপস্থাপনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে হাদীছের 'তাখরীজ' লম্বা করা থেকে এবং পাঠকের জন্য যত্নবশী প্রয়োজন নয়- এমন বিষয় থেকে দূরে থেকেছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কর্মকে তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কবুল করেন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন।

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবারবর্গ এবং সকল সাহাবীর উপর দরদ বর্ষণ করো।

শাইখ 'ইছাম মুসা হাদী

## ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ

### ১. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন।

(مبعثه صلى الله عليه وسلم)

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بعثت أنا والساعة كهاتين

‘আমার এবং ক্বিয়ামতের মধ্যে এ দু’য়ের’ ন্যায় ব্যবধান’।<sup>২</sup>

আবু জুবাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আনহার শায়খদের থেকে বর্ণনা করেন, তারা সকলেই বলেন,

سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول -بعثت في كسم الساعة

‘আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ক্বিয়ামতের সূচনায়’ প্রেরিত হয়েছি’।<sup>৪</sup>

সাহল ইবনে সা’দ আস সাঈদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ,

مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان، مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قوم طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم، أنا ذاك، أنا ذاك

১. হাবলতে তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যবর্তী দূরত্ব বুঝানো হয়েছে, যা ক্বিয়ামতের নিকটতম সময় নির্দেশ করে।

২. ছহীহ বুখারী হা/৬৫০৪, ছহীহ মুসলিম হা/৮৬৭, ২৯৫১, ইবনে মাজাহ হা/৪৫।

৩. হালকা বায়ু প্রবাহের প্রারম্ভিক অবস্থা হচ্ছে ‘নাসাম’। এ শব্দটি নাসিম থেকে উদ্ভূত। নেহায়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ক্বিয়ামতের লক্ষণ প্রকাশের সূচনায় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হন।

৪. ছহীহুল জামে’উ ৫১৪৩, ৮০৮। দুলাবীর বর্ণনা: ‘কেনা’ নামক গ্রন্থ (১/৩২), আল-আসকারীর বর্ণনা: তাছহীফাতুল মুহাদ্দিছীন (২/২১৩)। দেখুন, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর ছহীহাহ (৮০৮)।

‘আমি এবং ক্বিয়ামতের উদাহরণ হচ্ছে বন্ধকের দু’টি ঘোড়ার মত। আমি এবং ক্বিয়ামতের উদাহরণ হচ্ছে একজন ব্যক্তির মত যাকে তার সম্প্রদায় নেতৃত্বের জন্য পাঠিয়েছে, যখন সে এগিয়ে যেতে আশঙ্কাবোধ করলো তখন সে তার পোশাকের উজ্জলতা প্রকাশ করে বলতে লাগলো তোমরা এসেছো, তোমরা এসেছো, আমিতো তোমাদের কাছেই, আমিতো তোমাদের কাছেই’<sup>৫</sup>

## ২. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুবরণ।

(মوته صلى الله عليه وسلم)

আউফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمَ ، فَقَالَ: اغْدُذْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتَحْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيُظِلُّ سَاحِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هَدَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا .

আমি তাবুক যুদ্ধে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে ছিলেন।<sup>৬</sup> রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ক্বিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখো। আমার মৃত্যু, অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, অতঃপর তোমাদের মাঝে মহামারী ঘটবে,<sup>৭</sup> বকরীর পালের মহামারীর মত,<sup>৮</sup> সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশত দিনার দেয়ার পরও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর এমন এক ফিতনা আসবে যা

৫. শুআ'বুল ইমান ৩৪৭। ইমাম তাবারী রহিমাল্লাহু তার ‘তারিখ’ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেন, (১/১৭)। এ হাদীছ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এটিতো আমাদের শাইখ দ্বইফ জামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর আপনিতো ছহীহ সনদের উপর নির্ভর করেছেন। জবাবে তিনি বলেন, এটি দ্বইফ জামে হতে ছহীহ জামেতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

৬. হাদীছে আদাম বলতে, ‘চামড়া’ বুঝানো হয়েছে।

৭. কাযযাজ বলেন, হাদীছে مُوتَانٌ বলতে মৃত্যু উদ্দেশ্যে, কারো অধিকহারে মৃত্যু ঘটে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। ফাতহুল বারী ৬/২৭৮।

৮. আর فُعَاصٍ হলো ছাগলের এক প্রকার রোগ যার কারণে ছাগলের মৃত্যু ঘটে।

আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি- যা তোমাদের ও বনী আসফার বা রোমকদের (ইউরোপ-আমেরিকা) মধ্যে সম্পাদিত হবে। অতঃপর তারা বিশ্বাস ঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা<sup>৯</sup> উড়িয়ে তোমাদের বিপক্ষে আসবে; প্রত্যেক পতাকার নিচে থাকবে বার হাজার সৈন্য।<sup>১০</sup>

### ৩. এমন ফিতনা, যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় তরবারী-অস্ত্রের ব্যবহার

(فتنة العصمة منها بالسيف)

হুয়াইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير [فنحن فيه] [وجاء بك] فهل بعد هذا الخير من شر [كما كان قبله]؟ [قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، (ثلاث مرات)] قال: قلت: يا رسول الله! أبعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، [قلت: فما العصمة منه؟ قال: السيف] [قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟] (وفي رواية: وهل بعد السيف من بقية؟) قال: نعم، (وفي رواية: تكون إمارة - جماعة على أقداء وهدنة على دخن - وفي لفظ قلت: وما دخنه؟ قال: قوم وفي رواية: [يكون بعدي أئمة يستنون بغير سنتي] ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر، [وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس]، وفي رواية: الهدنة على دخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، [فتنة عمياء صماء عليها] دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: يا رسول الله فما تأمري إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؛ [تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال:

৯. গইয়াতুন-বান্দা

১০. ছহীহ বুখারী হা/৩১৭৬, সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৪০৪২।

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك، وفي رواية: فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم، وفي رواية: فإن رأيت يومئذٍ الله عز وجل في الأرض خليفة، فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة؛ فاهرب في الأرض حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال، قال: قلت: فبم يجيء؟ قال: بنهر - أو قال: ماء ونار -، فمن دخل نهره حطَّ أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره ووجب أجره وحط وزره، قلت: يا رسول الله! فما بعد الدجال؟ قال: عيسى بن مريم، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: لو أنتجت فرساً لم تركب فلؤها حتى تقوم الساعة. خَرَجَهُ شَيْخُنَا الْأَلْبَانِي - رحمه الله - في الصحيحة (2739) جامعاً زياداته وطرقه وألفاظه

লোকজন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে এ আশঙ্কায় যে, ঐ সবের মধ্যে যেন আমি পড়ে না যাই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহিলীয়াতে অকল্যাণকর<sup>১১</sup> অবস্থায় জীবন যাপন করতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাকে এ কল্যাণ<sup>১২</sup> দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর আবার কোন অকল্যাণের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হে হুয়াইফা! তুমি আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করো এবং তাতে যা আছে তার অনুসরণ করো। তিনি কথাটি তিনবার বললেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম, কিসের মাধ্যমে সংঘাত<sup>১৩</sup> হবে? তিনি বললেন, তরবারী।<sup>১৪</sup> আমি আবারও বললাম, এ অকল্যাণের পর কি কোন কল্যাণ আছে? অন্য বর্ণনায় আছে এ তরবারী দ্বারা সংঘাতের পর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ থাকবে। অন্য বর্ণনায় আছে ইমারত- নেতৃত্ব নিয়ে সংঘাত হবে। অন্য শব্দের

১১. جاهلية وشر - ইসলামের পূর্বে কুফরী, পরস্পরে হত্যা কাড, লুটতরাজ এবং অশ্লিলতায় লিপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১২. الخير - কল্যাণ বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

১৩. العصمة - রসূল এর মৃত্যুর পর প্রথম অকল্যাণ হচ্ছে কতিপয় গোত্রের দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করা।

১৪. السيف - আবু বকর রাডিয়াল্লাহু আনহু তরবারীর মাধ্যমে যে ফিতনা দমন করেছিলেন ঐ ভাল কাজের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্ণনায় আছে, وَهَدَنَ عَلَى دَخْنٍ তারা হবে কপট একটি দল।<sup>১৫</sup> থিয়ানত ও কপটতার সাথে সন্ধি করা হবে।<sup>১৬</sup> অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, মন্দ মিশ্রিত বিষয় কী? তিনি বললেন, একটি দল, অন্য রেওয়ায়েতে আছে আমার পরে দলটি আমার সুন্নাহ ত্যাগ করে অন্য কিছুকে সুন্নাহ মনে করবে, আমার পথ নির্দেশনা বাদ দিয়ে তারা অন্যপথে পরিচালিত হবে। তুমি তাদেরকে চিনবে ও অস্বীকার করবে। তাদের মাঝে এমন লোক থাকবে যাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তরের মতই। অন্য রেওয়ায়েতে আছে وَهَدَنَ عَلَى دَخْنٍ مَا هِيَ তথা থিয়ানতের সাথে সন্ধি বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, মানুষের অন্তর যে রূপ ছিল, সে অবস্থায় আর ফিরে যাবে না। রাবী বলেন, আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা সৃষ্টি হবে। আর ঐ সময় ভ্রান্ত আক্বিদাহ-বিশ্বাসের উপর জাহান্নামের দিকে একদল লোক আহ্বান করবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে, তাদেরকেই তারা জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের নিকট তাদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পড়ে যাই তাহলে আপনি আমাকে কি করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের দল ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। তুমি আমীর-শাসকের কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে, যদিও সে তোমাকে প্রহার করে, তোমার সম্পদ হরণ করে তবুও শুনবে, অনুগত থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের (মুসলিমদের) কোন দল ও ইমাম-শাসক না থাকে? তিনি বললেন, তুমি তাদের সকল দল উপদলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল<sup>১৭</sup> দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমার দীনের উপর থাকবে।

---

১৫. وَهَدَنَ عَلَى دَخْنٍ-এখানে أَفْدَاء শব্দটি فَدَى শব্দের বহুবচন। আর মাটি, খড়কুটা ও ময়লা যা কিছু চোখ, পানি ও শরবতে মিশে যায় তা হচ্ছে, فَدَى। এখানে উদ্দেশ্যে হচ্ছে, ঐ অন্ধবিশ্বাসী দল ফাসাদের উপরই একতাবদ্ধ থাকার মানসিকতায় ডুবে থাকবে। নেহায়া-৪/৩০

১৬. আর وَهَدَنَ عَلَى دَخْنٍ (মন্দ মিশ্রিত বিষয়ের উপর তুষ্ট থাকবে) একথার অর্থ হচ্ছে, ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা ও মতানৈক্যকে সিক্ত কাঠের ধোঁয়ার সাথে যার তুলনা করা হয়েছে। স্পষ্ট সঠিক পথ থাকার পরও তাদের মাঝে ফাসাদ বিদ্যমান থাকবে। নেহায়া ২/১০৯

১৭. যায়যাতী রহিমাল্লাহ বলেন, যখন জমিনে খলীফা-শাসক থাকবে না এ কথার অর্থ হচ্ছে, ঐ সময় সকল দলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং যুগের ঐ কঠিন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা তোমার উপর আবশ্যিক। আর বৃক্ষমূল আঁকড়ে ধরা বলতে কষ্ট ভোগ করা বুঝায়। ফাতহুল বারী ১৩/৩৬

অন্য রেওয়াজেতে আছে, হে হুযাইফাহ! তখন তুমি যদি বৃক্ষমূল আঁকড়ে ধরে মরে যেতে পারো তবে তা তোমার জন্য তাদের কাউকে অনুসরণ করার চাইতে উত্তম হবে। অন্য রেওয়াজেতে আছে, ঐ সময় যদি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর জন্যই শাসকের নেতৃত্ব দেখো, তাহলে তাকেই তুমি আঁকড়ে ধরো, যদিও সে তোমাকে প্রহার করে, তোমার সম্পদ হরণ করে, আর যদি শাসক না থাকে, তাহলে তুমি জমিনের (ফিতনা থেকে) দূরে সরে থাকবে। যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু হয়, তুমি বৃক্ষমূল আঁকড়ে ধরে থাকবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, এরপর কি হবে? তিনি বললেন, দাজ্জালের আগমন ঘটবে। রাবী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে কি নিয়ে আসবে? তিনি বললেন, নদী অথবা বললেন, পানি ও আগুন নিয়ে আসবে। যে নদীতে নামবে, তার প্রতিদান নষ্ট হবে এবং দাজ্জালের কাছে তার আশ্রয় নিশ্চিত হবে। আর যে তার আগুনে ঝাপ দিবে, তার জন্য প্রতিদান<sup>১৮</sup> ওয়াজীব হবে এবং (জান্নাতে) আশ্রয় অবধারিত হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাজ্জালের পর কি হবে? তিনি বললেন, মারইয়ামের পুত্র ঈসা আ. এর আগমন ঘটবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, অতঃপর কি হবে? তিনি বললেন, বাচ্চা প্রসব করেছে এমন ঘোড়া<sup>১৯</sup> যদি তুমি পাও, তাহলে কম বয়সী<sup>২০</sup> ঐ বাচ্চার উপর তুমি আরোহণ করবে না যতক্ষণ ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ সিলসিলাতিল আহাদিছিছ ছহীহাহ হা/২৭৩৯ নং এ হাদীছটি তাখরিজ করেছেন।<sup>২১</sup>

১৮. সৎ আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং পাপে লিপ্ত হবে।

১৯. (ঐ সময়) ঘোড়া বাচ্চা প্রসব করবে।

২০. ছোট অশ্বশাবক।

২১. সিলসিলাতিল আহাদিছিছ ছহীহাহ হা/২৭৩৯, হীহছ বুখারী হা/৩৬০৬, ছহীহ মুসলিম হা/১৮৪৭। হাদীছ বর্ণনার পর শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীছটি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের নির্দশন ও উম্মতের জন্য তার উপদেশ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। যে দল ও সংঘ মুসলিমদের জোট বিনষ্ট করে, ঐক্যবদ্ধতা ছিন্ন করে এবং শক্তি খর্ব করে তা থেকে তাদের নিকৃতি লাভ করা জরুরী। এসবের কারণে তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}

তোমরা পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে (সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬)।



## ৪. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার প্রকাশ পাওয়া।

(ظهور قوم يدعون النبوة بعده - صلى الله عليه وسلم)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بين يدي الساعة قريب من ثلاثين دجالين كذابين، كلهم يقول: أنا نبي، أنا نبي

ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তাদের প্রত্যেকেই বলবে, আমি নাবী; আমি নাবী।<sup>২২</sup>

হুয়াইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল বলেছেন,

في أمي كذابون، ودجالون، سبعة وعشرون، منهم أربعة نسوة، وإني خاتم النبيين، لا نبي بعدي

আমার উম্মতের মাঝে সাতাশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, তার মধ্যে চারজন মহিলা, আর আমিই শেষ নাবী, আমার পরে আর কোন নাবী নেই।<sup>২৩</sup>

## ৫. উমার ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর পর বিভিন্ন ফিতনা প্রকাশ পাওয়া।

(ظهور الفتن بموت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه)

হুয়াইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بينما نحن جلوس عند عمر - رضي الله عنه - إذ قال: - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قال:

فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن

২২. ঐ সব মিথ্যুক ভন্ড নাবীদের প্রথম হচ্ছে, ইয়ামানের আল-আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামার মুসাইলামাতুল কায্যাব। আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি ২/৪২৯ বর্ণনা করেছেন।

২৩. শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটিতে স্পষ্টভাবে কাদিয়ানীদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাদের পূর্বে ইবনুল আরাবী বলতো, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরও নবুওয়াত অবশিষ্ট থাকবে। আর তাদের নাবী হবে, মিজা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যিনি মিথ্যুক এবং এসব দাজ্জালদের অন্তর্ভুক্ত। আহমাদ ৫/৩৯৬, আলবানী রহিমাহুল্লাহ الصحيح আহ-ছহীহায় ১৯৯৯ নং হাদীছটি ছহীহ সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

المنكر، قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر، قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باباً مغلقاً، قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا بل يكسر، قال عمر: إذا لا يغلق أبداً، قلت: أجل، قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أي حديثه حديثاً ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب؟ فأمرنا مسروقاً فسأله، فقال: من الباب؟ قال: عمر

আমরা একবার উমার ইবনে খাত্তাব রা. এর কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ফিতনা সম্পর্কে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য তোমাদের মাঝে কে স্বরণ রেখেছে? হুযাইফা রা. বললেন, (নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশির ব্যাপারে যে ফিতনায় পতিত হয়, ছলাত, ছাদাকাহ, সংকাজের আদেশ, অসং কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মুছে ফেলে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। সেই ফিতনার কথা জিজ্ঞেস করেছি যা সাগর লহরীর মত ঢেউ খেলবে। হুযাইফা রা. বললেন, হে আমীরুল মু'মিনিন! সেই ফিতনায় আপনার কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, ঐ ফিতনা এবং আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা আছে। উমার রা. বললেন, দরজাটি কি ভেঙ্গে ফেলা হবে নাকি খুলে দেয়া হবে? তিনি বললেন, না বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমার রা. বললেন, তাহলে তো সেটা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। (হুযাইফা রা. বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। (শাকীক বলেন) আমরা হুযাইফা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, উমার রা. কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেমন আমি সুনিশ্চিত ভাবে জানি আগামী দিনের পর রাত আসবে। কেননা, আমি তোমাদের এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করেছিলাম যা ত্রুটি মুক্ত। (শাকীক বলেন) দরজাটি কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা মাসরু'কে জিজ্ঞেস করতে বললাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, উমার রা. নিজেই।<sup>২৪</sup>

হুযাইফা রা.দিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ؛ إلا مودة في عنق رجل يموتها وهو عمر

তোমাদের মাঝে মন্দের আবির্ভাব হওয়ার মাত্র একটা দুরত্ব রয়েছে, তা হচ্ছে উমার রা.দিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু বরণ।<sup>২৫</sup>

২৪. ছহীহ বুখারী (৯/ হা/৬৮), ছহীহ মুসলিম (৪/হা/২২১৮)।

২৫. ইবনু আবি শাইবা (১৫/৬৯৬), রুইয়ানি (৩/১০৭)।

## ৬. অন্যায়ভাবে খলীফা উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা।

(قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ظلماً)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جاء عثمان - رضي الله عنه -، فأقبل عليه - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهه، فسمعتَه يقول: ((يا عثمان إنَّ الله تعالى لعله أن يقمصك قميصاً، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه

উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তিনি তার চেহারার দিকে মনোযোগ দিলেন। (রাবী বলেন) আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, হে উছমান! আল্লাহ তা'আলা সম্ভবত তোমাকে কিএদন এ জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) দান করবেন।<sup>২৬</sup> তারা (মুনাফিকরা) ষড়যন্ত্র করে তোমার এ জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) তোমার থেকে খুলে ফেলতে চাইবে।<sup>২৭</sup> তুমি তা কখনোই খুলবে না (খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিবে না)।<sup>২৮</sup>

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وعثمان محصور في الدار - : ستكون فتنة واختلاف، قلنا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمير وأصحابه - وأشار إلى عثم

উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে অবস্থানরত ছিলেন, (আমি অনুমতি নিয়ে বললাম, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) অচিরেই ফিতনা ও মতভেদ দেখা দিবে। তখন আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ সময় আমাদের জন্য কি নির্দেশ রয়েছে হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তোমরা শাসক ও তার সাথীদের অনুসরণ করবে। তিনি উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইঙ্গিত করলেন।<sup>২৯</sup>

শয়াআ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

২৬. তোমাকে পরিধান করানো হবে অর্থাৎ দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।

২৭. এখানে 'জামা' দ্বারা খিলাফতের দায়িত্ব উদ্দেশ্যে।

২৮. ইবনু আবি আছিম তার সুন্নাহ গ্রন্থে হা/১১৭২। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু বলেন, মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে হাদীছটির সনদ ছহীহ।

২৯. মুসনাদ আহমদ (২/৩৪৫), ইবনু আবি শাইবা (৬/৩৬৩), ইবনু আবি আছিম (২/৫৮৭)।

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي قلنا: يا رسول الله ألا ندعوا لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعوا لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعوا لك عثمان؟ قال: نعم فجاء، فخلا به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم - يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان: أن عثمان قال يوم الدار: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إليَّ عهداً فأنا صائر إليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রোগ শয্যায় বলেন, আমি চাচ্ছিলাম যে, এ সময় আমার কোন সাহাবী আমার কাছে থাকুক। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আপনার কাছে ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি চুপ রইলেন, আমরা আবার বললাম, আমরা কি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি নিরব থাকলেন, এবারও আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে মনোনিবেশ করলেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন, এমতাবস্থায় উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগলো। কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার নিকট উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস আবু সাহ্লাহ বর্ণনা করেন যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকাকালে বলেন যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এটাই ছিল তার একান্ত আলাপ।<sup>৩০</sup>

কা'ব ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنة فقرها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هذا يومئذ على الهدى). فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: هذا؟ قال: هذا

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অচিরেই সংঘটিতব্য একটি বিপর্যয়ের উল্লেখ করেন, এসময় একলোক মাথা নিচু করে চলে গেল। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেন, তখন এ লোক সৎ পথে বহাল থাকবে। আমি দ্রুত গিয়ে তার দু'কাধে হাত রাখতেই দেখলাম<sup>৩১</sup> যে, তিনিই উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এসে বললাম, তিনিই কি সেই লোক? জবাবে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনি সেই লোক (উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু)।<sup>৩২</sup>

## ৭. উম্মতের মাঝে তরবারী-অস্ত্রের ব্যবহার (হানাহানি) শুরু হলে

তা উঠিয়ে না নেয়া

(إذا وضع السيف في الأمة لم يرفع)

ছাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة

আমার উম্মতের মাঝে যখন তরবারী<sup>৩৩</sup> রাখা হবে (পরস্পর হানাহানি শুরু হবে) তখন হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা আর তুলে নেয়া হবে না।<sup>৩৪</sup>

৩১. <sup>ضعي</sup> বলতে দু'কাধের মাঝামাঝি হাত রাখা বুঝানো হয়েছে।

৩২. ইবনু মাজাহ (১/৪১)।

৩৩. এখানে তরবারী বহাল থাকা বলতে উম্মতের পরস্পরের মাঝে হানাহানি সৃষ্টি হওয়া বুঝানো হয়েছে।

৩৪. ইবনুল আরাবী বলেন, প্রথম যুগে এ উম্মত হানাহানি থেকে নিরাপদ ছিল কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার পর তরবারী ব্যবহার শুরু হয় তথা দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়। মানাবীর বর্ণনা: আল-ফাইয (১/৪৫২)। তিরমিযী (৪/৪৯০)।

## ৮. উষ্ট্রের যুদ্ধ।

(وقعة الجمل)

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لنقاتلنه وأنت ظالم له. - يعني الزبير وعلياً رضي الله عنهما

(হে যুবাইর!) তুমি অবশ্যই যালেম হয়ে তার (আলীর) সাথে যুদ্ধ করবে। অর্থাৎ যুবাইর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মার্বো যুদ্ধ সংঘটিত হবে।<sup>৩৫</sup>

কায়স ইবনে আবু হাযিম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامر ليلاً، نبحت الكلاب. قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوآب. قالت: ما أظنني إلا أتي راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين، فيراك المسلمون، فيصلح الله عز وجل بينهم. قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها ذات يوم: ((كيف ياحداكن تنبح عليها كلاب الحوآب

শয়্যাআ রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে রাত্রিবেলা বনী আমের গোত্রের জলাধারে পৌঁছলেন, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন জলাধার? তারা (সাখীরা) সবাই বললেন, এটা হচ্ছে ‘হাওয়াব জলাধার’। আমার ধারণা মতে, আমিতো সে দিকেই ফিরছিলাম। তার সঙ্গীরা বললেন, বরং আপনি সে দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই মুসলিমরা আপনাকে দেখতে পাবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের মাঝে মমত্বসা করে দিবেন। তিনি বলেন, কোন একদিন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেন, হাওয়াবের কুকুর তোমাদের একজনকে দেখে কিভাবে ঘেউ ঘেউ করলো?<sup>৩৬</sup>

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীগণকে বলেছেন,

أيتكن صاحبة الجمل الأدب يقتل حولها قتلى كثيرة تنجو بعد ما كادت!؟

৩৫. ইবনু আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ (৭/৫৪৫), আল-হাকীম (৩/৪১৩) আমাদের শাইখ ছহীহাহ গ্রন্থে হাদীছটি ছহীহ বলে উল্লেখ করেন। ছহীহাহ (২/৩৪৩)।

৩৬. মুসনাদ আহমাদ (৬/৫২), ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (৩/৮৯১), ইবনু আবি শাইবা (৭/৫৩৬)।

তোমাদের মাঝে প্রশিক্ষিত উটের মালিক কে আছে; যার চারপাশে ঘটবে অনেক হত্যাকাণ্ড; এরূপ হওয়ার পর সে মুক্তি পাবে?<sup>৩৭</sup>

ইয়াহুয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

فقال بعضنا: حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: لو فعلت لرجتموني، قال: قلنا: سبحان الله أنحن نفعل ذلك؟! قال: أرايتكم لو حدثكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها صدقتم به؟! قالوا: سبحان الله ومن يصدق بهذا؟! ثم قال حذيفة: أتكم الحميراء في كتيبة يسوقها أعلاجهما حيث تسوء وجوهكم، ثم قام فدخل مخدعاً

আমাদের কয়েকজন হুয়াইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললো, হে আবু হুয়াইফা! রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে আপনি যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমি যদি এমনটা (অপকর্ম) করেই থাকতাম, তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে। আমরা বললাম, সুবহানাল্লাহ! আমরা কি আপনার সাথে এরূপ আচরণ করতে পারি? তিনি বলেন, মনে করো যদি আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করি যে, তোমাদের কতিপয় মা অনেক সৈন্যের মাঝে উপস্থিত হয়ে কঠিন অবস্থায় তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বললো, সুবহানাল্লাহ! এটা কে বিশ্বাস করবে? তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে হুমাইরা<sup>৩৮</sup> এসেছিলেন। একজন স্থূলকায়ী<sup>৩৯</sup> শক্তিশালী লোক তাকে বাহনে নিয়ে এসেছেন। (একথা শুনে) এতে তোমাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন।<sup>৪০</sup>

৩৭. قتلى كثيرة তথা যুদ্ধে অনেক মাথা ছিন্ন হবে। ইবনু আবি শাইবার বর্ণনা: আল-মুছান্নাফ (৭/হা/৫৩৮)।

<sup>৩৮</sup> الحميراء হচ্ছে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর উপাধি।

<sup>৩৯</sup> শব্দ দ্বারা বিশালদেহ বিশিষ্ট শক্তিশালী লোক বুঝানো হয়েছে।

৪০. হাকিমের বর্ণনা: (৪/হা/৪৭১), তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাতু (২/৩৫)।

## ৯. সফফীনের যুদ্ধ।

(وقعة صفين)

আম্মার ইবনে ইয়াসার রাঃদিয়াল্লাহু আনহুকে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تقتلك الفئة الباغية

তোমার সাথে বিদ্রোহী দল যুদ্ধ করবে।<sup>৪১</sup>

আবু হুরাইরা রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বড় দু'টি দল মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়। উভয় দলের দাবি হবে একই।<sup>৪২</sup>

## ১০. খারেজীদের আবির্ভাব।<sup>৪৩</sup>

(ظهور الخوارج)

আবু সাঈদ খুদরী রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق

মুসলিমদের মাঝে যখন কলহ ও বিবাদ সৃষ্টি হবে, তখন একদল লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এর মধ্যে যে দলটি হকের অধিকতর নিকটবর্তী হবে সেটিই তাদেরকে হত্যা করবে।<sup>৪৪</sup>

৪১. ছহীহুল বুখারী (১/হা/১২২), ছহীহ মুসলিম (৪/হা/২২৩৬)।

৪২. ছহীহুল বুখারী (৪/হা/২৪৩), ছহীহ মুসলিম (৪/হা/২২১৪)।

৪৩. খারেজী এমন দল যারা কাবিরাহ গুনাহকে অস্বীকার করে।



ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُنشأ نشءٌ يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج فرق قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال

এমন এক সম্প্রদায় বের হবে, যারা কুরআন পড়বে সত্য কিন্তু তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না। প্রতিপক্ষ দল বের হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে যতক্ষণ না দাজ্জালের আবির্ভাব হয়।<sup>৪৫</sup>

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن، كما قاتلتُ على تأويله، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكنه خائف النعل. يعني علياً - رضي الله عنه .

তোমাদের মাঝে এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআনের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যেমন কুরআন নাযিলের সপক্ষে আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে (কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে)। আমরা তার দিকে দৃষ্টি দিলাম। আর (বললাম,) আমাদের মাঝে আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উপস্থিত ছিলেন (কি?) অতঃপর তিনি বললেন, না কিন্তু জুতা মেরামতকারী তথা আলী রাদিয়াল্লাহু (কুরআন অস্বীকারকারী কাফির মুশরিকদেও সাথে যুদ্ধ করেছে)।<sup>৪৬</sup>

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أنه قال يوم النهرवान: أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون

নেহরাওয়ানের যুদ্ধের দিন তিনি বলেন, আমি বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর ঐ সবলোক (চুক্তিভঙ্গকারী, অন্যায়কারী) হচ্ছে বিদ্রোহী।<sup>৪৭</sup>

৪৪. ছহীহ মুসলিম (২/৭৪৫)।

৪৫. ইবনু মাজাহ (১/৬১)।

৪৬. ইমাম নাসাঈর বর্ণনা: আল-খাছায়িছ হা/২৯, ইবনু হিব্বান হা/২২০৭, হাদীছটি আমাদের শাইখ ছহীহাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হা/২৪৮৭।

৪৭. المارقون (বিদ্রোহী) দ্বারা খারেজী উদ্দেশ্যে। ইবনু আছিম রহিমাছল্লাহ এর বর্ণনা: আস-সুন্নাহ (হা/৯০৭), আমাদের শাইখ হাদীছটি ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

আবু সাঈদ খুদরী রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ ضُطْئِي هَذَا أَوْ فِي عَقَبِ هَذَا قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مَرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَنْ أُنَا أَدْرِكْتَهُمْ؛ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

ব্যক্তির (অবাস্থিত অভিযোগকারীর) বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দ্বীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমন ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে। আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তাহলে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম।<sup>৪৮</sup> অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يَوْجِدُ فِيهِ شَيْءَ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يَوْجِدُ فِيهِ شَيْءَ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيهِ -وَهُوَ قَدْحُهُ- فَلَا يَوْجِدُ فِيهِ شَيْءَ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُدْذِهِ فَلَا يَوْجِدُ فِيهِ شَيْءَ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالدَّمُ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عِضْدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبُضْعَةِ تَدْرَدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فَرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلَ فَالْتَمَسَ، فَأَتَيْ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِي نَعْتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سَيَمَاهُمْ؟ قَالَ: سَيَمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ. أَوْ قَالَ: التَّسْيِيدُ

তোমাদের কেউ তাদের ছালাতের তুলনায় নিজের ছালাত এবং ছিয়াম নগণ্য বলে মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহাবিশিষ্ট ফাল<sup>৪৯</sup> দেখা যাবে কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কাঠের অংশ<sup>৫০</sup> দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মাঝের অংশ

৪৮. ছহীহ বুখারী (৪/১৬৭), ছহীহ মুসলিম (২/৭৪১)।

৪৯. নবল বলতে বুঝানো হয়েছে তীরের অগ্রভাগ, যা লোহার ফালবিশিষ্ট।

৫০. রসাল দ্বারা তীরের অগ্রভাগ বিদ্ধ হওয়ার জায়গা বুঝানো হয়েছে।

দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক<sup>৫১</sup> দেখলে তাতেও কোন কিছু পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্ত মাংস পার হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তাদের নিদর্শন<sup>৫২</sup> হলো এমন একটি কালো মানুষ যার একটি বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংস খন্ডের<sup>৫৩</sup> মত নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধকালে আত্ম প্রকাশ করবে।<sup>৫৪</sup>

আবু সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি স্বয়ং আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একথা শুনেছি। আমি এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইবনে আবু তালিব তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তার সাথে ছিলাম। তখন আলী ঐ লোককে খুঁজে বের করতে আদেশ দিলেন। খোজ করে যখন আনা হলো আমি মনোযোগের সাথে তাকিয়ে তার মাঝে ঐ সব চিহ্ন দেখতে পেলাম, যা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছিলেন।<sup>৫৫</sup>

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রসূল! তাদের নিদর্শন কি? তিনি বললেন, মাথা মুভানো অথবা গজিয়ে উঠা চুল হচ্ছে তাদের নিদর্শন।<sup>৫৬</sup>

আলী রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يرفقون من الإسلام كما يرفق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة

আমি নাবী এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, শেষ যুগে একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। তারা মুখে খুব ভাল কথা বলবে। তারা ইসলাম হতে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেল

৫১. فذذ দ্বারা তীরের পালক উদ্দেশ্যে।

৫২. تراث নিদর্শন।

৫৩. البضعة দ্বারা গোশতের টুকরা বুঝানো হয়েছে।

৫৪. تدرّر দ্বারা সংঘাত উদ্দেশ্যে।

৫৫. ছহীহ বুখারী (৪/২৪৩), মুসলিম (২/৭৪৪)।

৫৬. التسييد শব্দ দ্বারা মাথা মুগুনো বুঝানো হয়েছে। ছহীহ বুখারী (৯/১৯৮)।

পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে না। যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের দেখা মিলবে, তাদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদের হত্যা করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের এ হত্যার প্রতিদান দেয়া হবে।<sup>৫৭</sup>

সাহল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

يُتيه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم.

মাথা নেড়া<sup>৫৮</sup> এক সম্প্রদায় পূর্ব দিগন্ত হতে বের হবে।<sup>৫৯</sup>

আবু সাঈদ ও আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নাবী হতে ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسئون الفعل

অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে মতভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি হবে। একটি দল উত্তম কথা বলবে, তারা কাজ করবে নিকৃষ্ট।<sup>৬০</sup>

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يخرج فيكم أو يكون فيكم قوم يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم ونعجبهم أنفسهم يرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية

তোমাদের মধ্যে হতে একটি দল বের হবে অথবা দল থাকবে যারা ইবাদত করবে ও (প্রকাশ্যে) দ্বীন পালন করবে এমনকি তারা তোমাদেরকে আশ্চর্যিত করবে, তারা নিজেদের নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করবে। তারা দ্বীন হতে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়।<sup>৬১</sup>

৫৭. ছহীহ বুখারী (৪/২৪৪), মুসলিম (২/৭৪৬)।

৫৮. يتيه ক্রিয়া দ্বারা আবির্ভূত সম্প্রদায় (খারেজীদের) সঠিক রাস্তা-হুকু থেকে বেরিয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে।

৫৯. ছহীহ: মুসলিম (২/৭৫০, ১০৬৮)।

৬০. ছহীহ: আবু দাউদ হা/৪৭৬৫।

৬১. ইবনু আবি আছিম আস-সুন্নাহ (২/৪৬১)।

## ১১. মু'মিনদের মাঝে হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুহু মীমাংসা করণ।

(إصلاح الحسن بن علي بين المؤمنين)

আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، وَيَقُولُ: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَصْلَحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিস্রের দেখেছি, হাসান ইবনে আলী তার পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর বলছিলেন আমার এ সন্তান (নাতি) একজন নেতা। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের বড় দু'টি দলের মাঝে মীমাংসা করাবেন।<sup>৬২</sup>

## ১২. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কিছু কাল খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা।

(مدة الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم)

সাফিনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكاً

আমার পরে তিরিশ বছর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতঃপর রাজত্ব শুরু হবে।<sup>৬৩</sup>

৬২. ছহীহ বুখারী (৩/হা/২৪৪)।

৬৩. মুসনাদ আহমদ (৫/২২০), আবু দাউদ হা/৪৬৪৬, ৪৬৪৭। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু এর ছহীহাহ হা/৪৫৯।

### ১৩. শী'আ<sup>৬৪</sup> ও নাওয়াছেব<sup>৬৫</sup> সম্প্রদায়ের আবির্ভাব।

( ظهور الشيعة والنواصب )

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ليجني قوم حتى يدخلوا النار فيّ، وليغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي

একদল লোক আমাকে ভালবাসবে, অথচ তারা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আরেক দল লোক আমার ব্যাপারে শত্রুতা করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।<sup>৬৬</sup>

### ১৪. হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে নিহত হওয়া।

( مقتل الحسين بن علي )

উম্মুল ফায়লে বিনতে হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام، فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا - يعني الحسين) .  
فقلت: هذا؟ فقال: (نعم)؛ وأتاني بترية من تربته حمراء

আমার নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে এ সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মত অচিরেই আমার এ সন্তানকে (নাতীকে) অর্থাৎ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে

৬৪. এমন দল প্রকাশ পাবে আলে বাইতের প্রতি যাদের থাকবে ভালবাসা অথচ তারা অগ্নিপূজক, ইয়াহুদী এবং মূর্তিপূজকদের রীতি-বিশ্বাস গোপন রাখবে আর সাহাবীদেরকে বিশেষত আবু বকর ও উমার রা. কে তারা কাফির মনে করবে। তারা করবে যে, নাবী ছা. এর পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুই হবেন ইমাম। কিন্তু সাহাবীরা তার অধিকার হরণ করেছেন। এ (হরণের) বিষয়টি যারা বিশ্বাস করে না, তাদের নিকট তারা কাফির বলে গণ্য। এভাবে তারা বাতিল-পরিত্যাজ্য আক্বীদা পোষণ করতঃ আলে বাইতের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং অপবাদ দেয়।

৬৫. আরেক দল রয়েছে যারা আলে বাইতের সাথে শত্রুতা করতঃ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কিন্তু তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আহলে সুন্নাহ হচ্ছে এ উভয়দলের মাঝে মধ্যমপন্থী। তারা আলে বাইতকে ভালবাসে এবং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে তারা অবগত, তারা ভালবাসে সাহাবীদেরকে, তাদের মান-মর্যাদা ও জিহাদ সম্পর্কে তারা জানে।

৬৬. বইনু আবি আছিম হা/৯৮৩। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটি ছহীহ বলেছেন।

হত্যা করবে। আমি বললাম, তাকেই হত্যা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে লাল মাটি নিয়ে এসেছিল।<sup>৬৭</sup>

আয়িশা অথবা উম্মে সালামা হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কোন একজনকে বলেন,

لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلي، فقال لي: إن ابنك هذا: حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها. قال: فأخرج تربة حمراء

অবশ্যই (ফেরেস্তা) জিবরাঈল আমার ঘরে এসেছিলেন। এর পূর্বে তিনি আমার ঘরে আসেন নি। তিনি আমাকে বললেন, আপনার এ সন্তান (নাতী) হুসাইন নিহত হবে। আপনি যদি চান তাহলে যে জায়গায় তিনি নিহত হবেন, আমি ঐ জমিনের মাটি আপনাকে দেখাতে পারি। অতঃপর তিনি আমাকে লাল মাটি বের করে দেখালেন।<sup>৬৮</sup>

## ১৫. কাদারিয়াহ<sup>৬৯</sup> ও মুরজিয়া<sup>৭০</sup> সম্প্রদায়ের আবির্ভাব

(ظهور القدرية والمرجئة)

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صنفان من أمتي لا يردان الحوض ولا يدخلون الجنة: القدرية والمرجئة

৬৭. হাকীমের বর্ণনা: (৩/হা/১৭৬-১৭৭), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর ছহীহাহ হা/৮২১।

৬৮. মুসনাদ আহমদ (৬/হা/২৯৪)। আমাদের শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীছের সনদ শাইখাইনের শর্তের ভিত্তিতে ছহীহ। ছহীহাহ হা/৮২২।

৬৯. কাদারিয়াহ সম্প্রদায় ভাগ্যকে অস্বীকার করে তাই তাদেরকে এ নামে ডাকা হয়। আর তারা চার শ্রেণীতে বিভক্ত। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ তার ‘ফাতওয়ায়’ এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

৭০. মুরজিয়াহ সম্প্রদায় এমন একটি দল যারা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি দেয় কিন্তু ঈমান অনুযায়ী আমল ছেড়ে দেয়। আর ঈমান কম-বেশি হওয়ার বিষয়কে তারা অস্বীকার করে। অপরদিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীরা ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে বিশ্বাস করে এবং আমলের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়; পাপাচারীতা কমে যায়।

আমার উম্মতের দু'টি দল হাউয়ে কাওছারের কাছে আসতে পারবে না এবং তারা জান্নাতেও যাবে না। তারা হলো কাদারিয়াহ ও মুরজিয়াহ।<sup>১১</sup>

ইবনে উমার রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

القدرية محوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم

কাদারিয়ারা হলো এ উম্মতের অগ্নি পূজক। যদি তারা অসুস্থ হয় তাদেরকে দেখতে যেওনা। আর তারা মারা গেলে জানাযাও পড়ি না।<sup>১২</sup>

যারারাহ রাঈয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نزلت في أناس من أمتي في آخر الزمان يكذبون بقدر الله عز وجل يعني قوله تعالى ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر

শেষ যুগে আমার উম্মতের কিছু লোক আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী অস্বীকার করবে।<sup>১৩</sup> আল্লাহ বলেন,

ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر

জাহান্নামের ছোঁয়া আশ্বাদন কর। নিশ্চই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট পরিমাণে (সূরা আল-ক্বামার ৫৪: ৪৮-৪৯)।

আবু হুরাইরা রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أُخِرَ الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان

১১. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ (৪/২৮১)। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু

হাদীছটি ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন। ছহীহাহ (৬/৫৬৪)।

১২. আবু দাউদ (৪/২২২), ইবনু আছিম আস-সুন্নাহ হা/৩৩৮। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

১৩. তাবারানী: আল-কাবীর হা/৫৩১৬। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু এর ছহীহাহ হা/১৫৩৯।



শেষ যুগে আমার উম্মতের মন্দ কাজের কারণে ভাগ্যে বিষয়ক (অনর্থক) কথাকে ধরে রাখা হয়েছে।<sup>৭৪</sup> হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إني لأعلم أهل دينين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في النار: قوم يقولون: إن كان أولنا ضالاً؛ ما بال خمس صلوات في اليوم والليلة، إنما هو صلاتان؛ العصر والفجر، وقوم يقولون: إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن قتل

উম্মতে মুহাম্মাদীর জাহান্নামী দ্বীনি দু’টি সম্প্রদায়ের কথা অবশ্যই আমি জানি। একটি হচ্ছে যারা বলে, আমাদের পূর্ববর্তীরা ভ্রষ্ট ছিল। দিনে-রাতে তাদের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ছালাত হলো দু’ওয়াক্ত তা হচ্ছে আছর ও ফজর। অপর সম্প্রদায় বলে, যদিও কেউ যেনা করে ও হত্যা কান্ড ঘটায় তার কথাই হচ্ছে ঈমান।<sup>৭৫</sup>

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يزال أمر هذه الأمة موتياً أو مقارباً ما لم يتكلموا في الولدان والقدر

উম্মতের (ভাল) কর্মকান্ড যথাযথ ও নৈকট্যশীল বলে গণ্য হতে থাকবে যতক্ষণ তারা শিশু<sup>৭৬</sup> ও ভাগ্যে বিষয়ে (অনর্থক) কথা না বলবে।<sup>৭৭</sup>

৭৪. ইবনু আছিম রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা: আস-সুন্নাহ হা/৩৫০। শাইখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। আছ-ছহীহাহ হা/১১২৪।

৭৫. মুসনাদ আহমদ আস-সুন্নাহ হা/৬৬২, ইবনু আবি শাইবা (৬/ ১৬৯), হাকীম (৪/৪১৯)।

<sup>৭৬</sup> ফাইয গ্রন্থে মানাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছে উল্লেখিত শিশু শব্দ হতে এটা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মুশরিকদের শিশুরা কি তাদের পিতা-মাতার সাথে জাহান্নামে যাবে, নাকি তারা (শিশু হওয়ার) কারণে জান্নাতী হবে। এখানে এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, জারস সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা।

৭৭. ইবনু হিব্বানের বর্ণনা: হা/১৮২৪, হাকীম (১/৩৩),

## ১৬. ‘হাররাহ’-এর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া (وَقْعَةُ الْحَرَّةِ)<sup>১৮</sup>

আবু যার রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন,

يا أبا ذر ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف - يعني القبر -؟) قلت: الله ورسوله أعلم أو قال: ما خار الله لي ورسوله قال: (عليك بالصبر أو قال: تصبر) ثم قال لي: (يا أبا ذر) قلت: لبيك وسعديك قال: (كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟) قلت: ما خار الله لي ورسوله فالعليك بمن أنت منه) قلت: يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال: (شاركك القوم إذن) قلت: فما تأمري؟ قال: (تلزم بيتك) قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: (فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يوء ياثمك وإثمه

হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় সাহচর্যে উপস্থিত। তিনি (রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন একসাথে অনেক লোক মারা যাবে এবং একটি ঘর অর্থাৎ একটি কবর<sup>১৯</sup> একটি গোলামের মূল্যের সমান হবে, তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক অবগত। অথবা তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রসূল আমার জন্য যা কল্যাণকর মনে করেন। তিনি বললেন, তখন তোমার ধৈর্য ধারণ করা উচিত অথবা তিনি বলেন, তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। পুনরায় তিনি আমাকে ডেকে বলেন, হে আবু যার! আমি বললাম, আমি আপনার কল্যাণময় সাহচর্যে উপস্থিত। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি করবে যখন দেখবে যে, ‘আহযারুত যায়িত’<sup>২০</sup> নামক জায়গাটি

১৮. الْحَرَّةُ হচ্ছে কালো পাথর যুক্ত অঞ্চল, একারণে ঐ এলাকাকে এ নামে নাম করণ করা হয়েছে; (এলাকাটি ছিল স্বাধীন) ঐ মুক্তাঞ্চলে বিবাদ সৃষ্টি হয়। কারণ ইয়াহিদ ইবনে মুয়াবিয়া রাঈয়াল্লাহু আনহুকে মদীনাবাসীরা নেতৃত্ব শূন্য করে। তা এভাবে যে, মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে মদীনাবাসীরা একদল সৈন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধেও জন্য প্রেরণ করে। কেননা, তাদের অঞ্চল দখল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা শঙ্কা প্রকাশ করেছিল। অতঃপর পরিশেষে ঐ সময়ে যুদ্ধ সংঘটিত হলে বাধাদানকারী অনেক লোক নিহত।

১৯. খাতাবী রহিমাল্লাহু বলেন, মৃতদের দাফনের জন্য মানুষ ব্যস্ত থাকবে অথচ একটি গোলাম বা তার সমমূল্য প্রদান করা ব্যতীত কবর খনন অথবা দাফনের জন্য কোন লোক পাওয়া যাবে না। খাতাবীর বর্ণনা: আওনুল মা'বুদ (১১/২২৯)।

২০. أحجار الزيت হচ্ছে মদীনার একটি এলাকা।

রক্তে ডুবে যাচ্ছে।<sup>৮১</sup> আমি বললাম আল্লাহ ও তার রসূল আমার জন্য এ বিষয়ে যা উত্তম মনে করেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার সমমনা লোকদের নিকট চলে যাবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তখন আমার কাধে তরবারী ধারণ করবো না? তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি তাদের সঙ্গী হয়ে যাবে! তিনি বলেন, এ অবস্থায় তুমি তোমার ঘরে আশ্রয় নিবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, যদি সেই বিপদ আমার ঘরে প্রবেশ করে? তিনি বললেন, তুমি যদি আশঙ্কা করো যে, তরবারীর ঝলক তোমাকে ঝলসিয়ে দিবে, তবে তোমার মুখ মন্ডল কাপড়ে ঢেকে ফেলো। তাতে ঐ হত্যাকারী তোমার ও তার পাপ নিয়ে চলে যাবে।<sup>৮২</sup>

## ১৭. ৭৩ দলে উম্মতের বিভক্ত হওয়া।

(افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة)

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ألا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فينا فقال: (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة؛ وهي الجماعة - زاد ابن يحيى وعمرو في حديثيهما - وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، - وقال عمرو: الكلب بصاحبه - لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)

জেনে রাখো! রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাঙর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াঙর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে বাহাঙর দল জাহান্নামে যাবে। আর সে দল হচ্ছে আল-জামা‘আত। ইবনু ইয়াহইয়াহ ও আমার বলেন, “বিষয়টি হচ্ছে আমার উম্মতের মাঝে এমন দলের আবির্ভাব ঘটবে যাদের

৮১. মদীনার একটি স্বাধীন অঞ্চল হচ্ছে আহজারুত যাইত, এ এলাকার পাথর কালো হওয়ায় এ নামে নামকরণ করা হয়। তুরবুসী বলেন, এটি হচ্ছে সেই অঞ্চল যেখানে মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে ইয়াযিদের বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাথে ইয়াযিদ ও আমীরের (শাসক) মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আওনুল মা‘বুদ (১১/২৩০)।

৮২. আবু দাউদ (৪/১০১)।

সর্বশরীরে (বিদ'আতের) কু-প্রবৃত্তি<sup>৮৩</sup> এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমন পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক<sup>৮৪</sup> রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়”।<sup>৮৫</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল বলেছেন,

ليأتين على أمتي ما أتى بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه  
علائية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة،  
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا  
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي

বনী ইসরাঈল যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই অবস্থার মুখোমুখী হবে। যেমন একজোড়া জুতা একটি আরেকটির মত হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বনী ইসরাঈল বাহান্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মতও তিয়ান্তর দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আব্দুল্লাহর রসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।<sup>৮৬</sup>

## ১৮. ছাক্বীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও নির্বিচার হত্যাকারীর আবির্ভাব।

(خروج كذاب ومبির في ثقيف)

আসমা বিনতে আবু বকর রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثنا: أن في ثقيف كذاباً ومبيراً. فأما الكذاب  
فرأيناه، وأما المبير فلا أحوالك إلا إياه - تعني الحجاج قال فقام عنها - يعني الحجاج ولم  
يراجعها

৮৩. অহুয়া দ্বারা বিদ'আত বুঝানো হয়েছে যা আবির্ভূত সম্প্রদায় সহজে গ্রহণ করবে এবং তাদের

মাঝে বিদ'আত বিদ্যমান থাকবে।

৮৪. কুকুরের কামড়ে মানুষের শরীরে যে রোগ ছড়ায় তা হচ্ছে জলাতঙ্ক।

৮৫. আবু দাউদ (৪/১৯৮)।

৮৬. তিরমিযী (৫/২৬)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ছাক্বীফ গোত্রে এক মিথ্যুক ও হত্যাকারীর আবির্ভাব হবে। মিথ্যুককে তো আমরা সকলে দেখেছি,<sup>৮৭</sup> রক্তপাত সংঘটনকারী<sup>৮৮</sup> তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকেই মনে করছি না। একথা শুনে হাজ্জাজ উঠে দাঁড়াল এবং আসমার কথার প্রত্যুত্তর করলো না।<sup>৮৯</sup>

## ১৯. মদীনার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া।

(اتساع المدينة)

আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল বলেন,

تبلغ المساكن إهاب أو يهاب

মদীনার (মানুষের) বাড়িঘর ‘ইহাব’ অথবা ‘ইয়াহাব’ অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।<sup>৯০</sup>

## ২০. পারস্য বিজয়।

(فتح بلاد فارس)

জাবের ইবনে ছামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، وسمعته يقول: عصية من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم

এ দ্বীন অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ না ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়, অথবা তোমরা বারজন খলীফা কর্তৃক শাসিত হও, তাদের সকলেই হবে কুরাইশ থেকে।

৮৭. আল-মুখতারুছ ছাক্বাফী।

৮৮. মিবর বলতে ধ্বংস সাধনকারী উদ্দেশ্যে।

৮৯. ছহীহ মুসলিম (৪/১৯৭১)। ইমাম নবভী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কায্যাব দ্বারা মুখতার ইবনু আবু উবাইদুল্লাহ আর মিবর দ্বারা হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ উদ্দেশ্যে। শারহ মুসলিম (১৬/১০০)। আল্লাহই ভাল জানেন।

৯০. মদীনা হতে কিছু দূরত্বে অবস্থিত অঞ্চল হচ্ছে ইহাব ও ইয়াহাব। ছহীহ মুসলিম (৪/২২২৮)।

আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি, মুসলিমদের একটি ছোট্ট দল জয় করবে শ্বেতভবন<sup>৯১</sup> যা কিসরা এবং কিসরা বংশীয় রাজমহল। আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের শুরুতে অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।<sup>৯২</sup>

## ২১. মিশর বিজয়

(فتح مصر)

আবু যার রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يَذْكُرُ فِيهَا الْقُرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْراً؛ فَإِنْ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحْمًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَتَسَلَّانِ فِي مَوْضِعٍ لَبْنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا) قَالَ: فَمَرُّ بَرِيْعَةٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِي شَرْحِبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعٍ لَبْنَةٍ فَخْرُجْ مِنْهَا

অচিরেই তোমরা এমন ভূখন্ড বিজয় লাভ করবে, সেখানে কীরাতের<sup>৯৩</sup> (দিরহাম বা দীনারের অংশ বিশেষ) প্রচলন আছে। তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদাচরণ করবে। কেননা, তোমাদের উপর তাদের প্রতি আছে যিম্মাদারী<sup>৯৪</sup> ও

<sup>৯১</sup> বাইতুল আবইয়াছ বলতে কিসরার দালান-প্রসাদ বুঝানো হয়েছে। আর হাদীছ হতে এটাই উদ্দেশ্যে। এর বর্ণনা হাদীছে স্পষ্ট। কতিপয়ের মতে, হাদীছের আংশিক কথা উহ্য রয়েছে এর যা অর্থের পরিপূরক; তবে এ কথার ভিত্তি নেই। البيت الأبيض শব্দ পর্যন্ত তারা থেমে যান, যাতে এ কথার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে গোপন থাকে যে, আজকাল আমেরিকার শ্বেতভবন নামে যা জানা যায় হাদীছ হতে তা উদ্দেশ্যে নেয়া নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মিথ্যারোপ এবং মানুষের সামনে মিথ্যাচারিতাই মাত্র। আমি বলবো, এ বর্ণনা বাস্তবতার খাতিরে হতে পারে তবে বাইতুল আবইয়াছ বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা বিলুপ্ত করা উদ্দেশ্যে নয়। মুসলিমরা অচিরেই শ্বেতভবন দখল করবে অন্য কিছু বিজয় লাভ করার মত। আর অবশ্যই এ বিষয়ে তারা জানতে পারবে যদিও সময়ের ব্যাপার মাত্র।

৯২. ছহীহ মুসলিম (৩/হা/১৪৫৩)।

<sup>৯৩</sup> القيراط শব্দ দ্বারা প্রচলিত দিনার বা দিরহামের অংশ বিশেষ বুঝানো হয়েছে, যা মিশরের অধিবাসীরা বেশি ব্যবহার করতো।

<sup>৯৪</sup> ذممة শব্দ দ্বারা নিরাপত্তা ও অধিকার উদ্দেশ্যে।

আত্মীয়তা।<sup>৯৫</sup> তোমরা যদি সেখানে দু'লোককে একটি ইটের জায়গার ব্যাপারে বিবাদ করতে দেখো, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে। রাবী বলেন, তারপর শুরাহবীল ইবনু হাসানার পুত্রদ্বয় রবী'আহ ও আব্দুর রহমান এর কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ইটের স্থান নিয়ে বিবাদ করতে দেখলেন, তিনি তখন সেখান থেকে চলে আসলেন।<sup>৯৬</sup>

## ২২. হিজায় অঞ্চল থেকে আগুন বের হওয়া।

(نار تخرج من الحجاز)

আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بئسرى

ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হিজায় ভূমি থেকে একটি অগ্নি প্রকাশিত হয়ে বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত করবে।<sup>৯৭</sup>

## ২৩. আমানত উঠে যাওয়া।

(رفع الأمانة)

হুয়াইফা রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

<sup>৯৫</sup> ৮৫, বলতে হাজেরা অথবা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে।

৯৬. (মুসলিম ৪/১৯৭০)। ইমাম নভবী বলেন, এসব কথায় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্পষ্ট মু'জিয়া রয়েছে। তা হলো, তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, উম্মত ভূখন্ড বিজয় লাভ করবে এবং অনারবী ও প্রতাপশালীদের উপর তাদের ক্ষমতা ও দাপট বজায় থাকবে। তিনি আরো সংবাদ দেন, তার উম্মত মিশর বিজয় লাভ করবে এবং ইট পরিমাণ জায়গা নিয়ে দু'জন লোকের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হবে। এসবই ঘটবে, এ বিষয়ে বলা তার মু'জিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। শারহ মুসলিম (১৬/৯৭)।

৯৭. ছহীহ বুখারী (৯/৭৩)। ছহীহ মুসলিম (৪/২২২৭)। ইমাম নভবী বলেন, আমাদের যুগে ৬৫৪ হিজরীতে মদীনার পূর্ব দিগন্ত হতে বিরাট অগ্নিকুন্ড বের হয়। সিরিয়াবাসী ও অন্য সকল অঞ্চলের লোকজন এ বিষয়ে পর্যায়ক্রমে জেনে আসছে। মদীনাবাসীর নিকট হতে আমি এ বিষয়ে অবগত হই। শারহ মুসলিম (২৮/১৮)।

حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثين، رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر، حدثنا: (أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض، فيبقى أثرها مثل أجل؛ كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبهاً وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون؛ فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت؛ لئن كان مسلماً رده علي الإسلام، وإن كان نصرانياً رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দু'টি কথা বলেছেন, আমি তার একটি স্বচোখেই দেখেছি এবং অপরটি দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, মানব হৃদয়ের মূলে আমানত নাযিল হয়,<sup>98</sup> (এরপর কুরআন অবতীর্ণ হয়)। অন্তর দ্বারা কুরআন শিখেছে এবং সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করেছে। তারপর তিনি আমাদেরকে আমানত উঠিয়ে নেয়ার বর্ণনা দিলেন।<sup>99</sup> তিনি বলেন, মানুষ ঘুমাতে আর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে একটি নুকতার মত। এরপর সে আবার ঘুমায় তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে ফোঙ্কার মত;<sup>100</sup> যেন একটি আগুনের ফুলকি যা তুমি তোমার পায়ে রগড়ে দিলে। তখন তাতে ফোঙ্কা পড়ে যায়, তুমি তাতে ফোলা দেখতে পাও।<sup>101</sup> অথচ (পূজ-পানি ছাড়া) তাতে কিছুই নেই। যখন এমন অবস্থা হয়ে যাবে, তখন মানুষ কেনা-বেচা করবে কিন্তু কেউ আমানত রক্ষা করবে না। এমনকি বলা হবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার আছেন। অবস্থা এমন হবে যে, কাউকে বলা হবে বড়ই বাহাদুর, হুশী'আর ও বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে না। হুযাইফা বলেন, এমন এক যুগও চলে গেছে যখন যে কারোর সাথে লেনদেন করতে দ্বিধা করতাম না।<sup>102</sup> কারণ সে যদি মুসলিম হতো তবে তার দ্বীনদারীই তাকে আমার হক্ক পরিশোধ করতে বাধ্য করতো। আর যদি

<sup>98</sup> অর্থাৎ লোকদের অন্তরের মূলে।

<sup>99</sup> অর্থাৎ নির্বোধ লোকদেরকে আমানাতের জন্য উপযুক্ত মনে করে দায়িত্ব দেয়া হলে আমানাতদারী অবশিষ্ট থাকবে না তথা শেষ হয়ে যাবে। নামে মাত্র আমানাতের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে।

<sup>100</sup> অর্থাৎ আগুনের কালো রং এর মত দাগ থেকে যাবে।

<sup>101</sup> হাতের দ্বারা সম্পাদিত কাজের চিহ্ন থাকবে। অর্থাৎ ফোঙ্কা পড়ে ফুলে উঠে ও পানি জমে।

<sup>102</sup> এখানে পণ্য-সামগ্রী কেনা-বেচা উদ্দেশ্যে নয়।



সে খ্রিষ্টান বা ইয়াহুদী হতো তবে তার প্রশাসক তা শোধ করতে তাকে বাধ্য করতো। কিন্তু আজকের দিনে অমুক অমুক ছাড়া আমি লেনদেন করতে সম্মত নই।<sup>১০৩</sup>

## ২৪. মুসলিমদের নিকট দুনিয়া উন্মুক্ত হওয়া

### (افتتاح الدنيا على المسلمين)

আবু যুহাইফা রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا سَتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا حَتَّى تَنْجِدُوا بَيْوتَكُمْ كَمَا تَنْجِدُ الْكَعْبَةَ ، قُلْنَا : وَنَحْنُ عَلَى دِينِنَا الْيَوْمَ ؟ قَالَ :  
(وَأَنْتُمْ عَلَى دِينِكُمْ الْيَوْمَ) ، قُلْنَا : فَنَحْنُ يَوْمَنْذٍ خَيْرٌ ، أَمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : بَلْ أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ

শিঘ্রই দুনিয়া তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবে, এমনকি তোমরা তোমাদের গৃহ সজ্জায়<sup>১০৪</sup> ব্যস্ত থাকবে যেমন কাবাকে সজ্জিত করা হয়। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি এখন আমাদের দীনের উপর আছি? তিনি বললেন, তোমরা এখন তোমাদের দীনের উপর আছো। আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম, আজকের এ দিন আমাদের জন্য কল্যাণকর নাকি ঐ দিন? তিনি বললেন, বরং আজকের এ দিন তোমাদের জন্য কল্যাণকর।<sup>১০৫</sup>

ইবনে মাসউদ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْجُوعِ فِي وَجْهِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَبْشُرُوا فَإِنَّهُ  
سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَغْدِي عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْقَصْعَةِ مِنَ الشَّرِيدِ وَيَرَاحُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا ، قَالُوا : يَا  
رَسُولَ اللَّهِ لَنَحْنُ يَوْمَنْذٍ خَيْرٌ ؟ قَالَ : بَلْ أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَنْذٍ

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীগণের চেহায়ায় ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, অচিরেই এমন এক যুগ আসবে, তোমাদের কাউকে বড় গামলায় ছারিদ খাবার দেয়া হবে, আর অবস্থায়

১০৩. ছহীহ বুখারী (৯/হা/৬৬), ছহীহ মুসলিম (১/১২৬)।

<sup>104</sup> অর্থাৎ তোমরা ঘর-বাড়ী চাকচিক্য করে তুলবে।

১০৫. আল-বায়হার এর বর্ণনা: (৩৬৭১), তাবারানী আল-কাবির (২২/১০৮)। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটিকে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছহীহাহ (হা/২৪৮৬)।

সন্ধা হবে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দিন কি আমাদের জন্য উত্তম? তিনি বললেন, ঐ দিনের চেয়ে বরং এ দিনই তোমাদের জন্য উত্তম।<sup>১০৬</sup>

জাবের রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

هل لكم من أنماط؟ قلت: وأني يكون لنا الأنماط. قال: ((أما إنه سيكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها - يعني امرأته -: أخري عني أنماطك فتقول ألم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها ستكون لكم الأنماط! فادعها

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট আনমাত<sup>১০৭</sup> (গালিচার কার্পেট) আছে কি? আমি বললাম, আমরা তা কোথায় পাব? তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমরা তা লাভ করবে। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি, আমার বিছানা হতে এটা সরিয়ে দাও।<sup>১০৮</sup> তখন সে বললো, নাবী কি বলেননি যে, অচিরেই তোমরা আনমাত পেয়ে যাবে? তখন আমি তা রাখতে দেই।<sup>১০৯</sup>

আমর ইবনে আওফ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهما، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: (فأبشروا، وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني

১০৬. আল-বায়হার এর বর্ণনা: মুখতাছার আয-যাওয়ায়েদ হা/২৩৩৩, শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটিকে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন। ছহীহুত তারগিব (হা/২১৪১)।

১০৭. হচ্ছে যা বিছানো হয়, এটাকে নরম ও মসৃণ কার্পেটও বলা হয়।

১০৮. أنماط (গ) অর্থাৎ কার্পেট আমার ঘর হতে বের কর। তিনি এর দ্বারা ঘর সজ্জিত করা অপছন্দ করেছেন। কেননা, এটা দুনিয়ার চাকচিক্য ও আমোদ-প্রমোদের বস্তু। এটা ইমাম নভবীর উক্তি, (শারহ মুসলিম) (১৪/৫৯)।

১০৯. ছহীহ বুখারী (৪/হা/২৪৯), ছহীহ মুসলিম (৩/১৬৫০)।

أخشى أن تيسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها،  
وقهلكم كما أهلكهم

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহরাইনে জিযইয়াহ আদায় করার জন্য পাঠালেন। রসূল বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করছিলেন এবং আলা ইবনু হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহরাইন হতে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবু উবায়দার আগমনী বার্তা শুনে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ফজরের ছালাতে সবাই উপস্থিত হলেন। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে তোমরা শুনেছ, আবু উবাইদা কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহর রসূল। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদের খুশি করে তার আকাজ্জা রাখো। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেমন তোমাদের অগ্রবর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস করেছে।<sup>১১০</sup>

আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بيننا أنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: (يا عدي هل رأيت الحيرة؟) قلت: لم أرها، وقد أنبت عنها، قال: ((فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله)) قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين قد شعروا بالبلاد؟! (ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز كسرى) قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: (كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه. وليلقين الله أحداكم يوم يلقيه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالاً وولداً وأفضل عليك؟ فيقول: بلى.

فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم) قال عدي: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة) قال عدي: فرأيت الطعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم .

আমরা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিশে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের<sup>১১১</sup> অভিযোগ করলো। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে ডাকাতের উপদ্রবের কথা বলে অনুযোগ করলো। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আদী! তুমি কি হীরা নামক স্থানটি দেখেছ? আমি বললাম, দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার জানা আছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখবে একজন উষ্ট্রারোহী হাওদানশীল মহিলা<sup>১১২</sup> হীরা হতে রওয়ানা হয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম বনী তাঈ গোত্রের ডাকাতেরা<sup>১১৩</sup> কোথায় থাকবে যারা ফিতনা-ফাসাদের<sup>১১৪</sup> আগুন জ্বালিয়ে দেশকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে নিশ্চই দেখতে পাবে যে, তোমরা কিসরার ধন ভান্ডার দখল করেছ। আমি বললাম, কিসরা ইবনু হুরমুযের? তিনি বললেন, হ্যাঁ কিসরা ইবনু হুরমুযের। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, লোকজন মুঠভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে এবং এমন ব্যক্তির খোঁজ করে বেড়াবে যে তাদের এ মাল গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণকারী একটি লোকও পাবে না। তোমাদের প্রত্যেকে ক্বিয়ামতের সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তার ও আল্লাহর মাঝে ভাষান্তর করার অন্য কোন দোভাষী থাকবে না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছানোর জন্য রসূল প্রেরণ করিনি? সে বলবে হ্যাঁ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দান করিনি? এবং দয়া করিনি? তখন সে বলবে, হ্যাঁ দিয়েছেন। অতঃপর সে ডান দিকে নয়র করবে, জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আদী বলেন, আমি নাবী ছল্লাল্লাহু

<sup>১১১</sup> الفاقة দ্বারা অতিব প্রয়োজন বুঝানো হয়েছে।

<sup>১১২</sup> الطعينة শব্দ দ্বারা উটের হাওদায় অবস্থানরত মহিলা বুঝানো হয়েছে।

<sup>১১৩</sup> داعر শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী খারাপ লোক তথা ডাকাত। আর বনী তাঈ হচ্ছে আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র।

<sup>১১৪</sup> অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা দেশের সর্বত্র খারাপ কাজ সম্পাদন ও অরাজকতা-দাঙ্গামা সৃষ্টি করে বেড়াবে।

আলাইহি ওয়া সাল্লাকে বলতে শুনেছি, অর্ধেক খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করো। আর যদি তাও করার তাওফীক না হয় তাহলে মানুষের জন্য ভাল কথা বলে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। আদী বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উষ্ট্রারোহী মহিলা হীরা হতে একাকী পারস্য সম্রাট কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভান্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। তোমরা যদি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকো তাহলে দেখতে পাবে যেমন (ভবিষ্যৎ বাণী হিসাবে) আবুল কাশেম যা বলেছেন, (এক ব্যক্তি একমুষ্টি ভর্তি সোনা-রূপা নিয়ে বের হবে কিন্তু কেউ নিতে চাইবে না)।<sup>১১৫</sup>

## ২৫. আবুল ‘আছ -এর সন্তানাদি (বেশি হওয়া)।

(أبناء أبي العاص)

আবু হুরাইরা রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا؛ اتَّخَذُوا دِينَ اللَّهِ دَخْلًا وَعِبَادَ اللَّهِ خَوْلًا، وَمَالَ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ دَوْلًا

আবুল ‘আছের সন্তানাদী তিরিশ<sup>১১৬</sup> পূর্ণ হলে তারা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে দ্বীন পালন করবে, আল্লাহর বান্দাদেরকে তারা দাস মনে করবে<sup>১১৭</sup> এবং ক্ষমতার বলে<sup>১১৮</sup> আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হরণ করবে।<sup>১১৯</sup>

১১৫. ছহীহ বুখারী ৪/হা/২৩৯, ৫/হা/২৪। ইমাম বায়হাকী বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তার রসূলের কথাকে উমার ইবনে আব্দুল আজিজের শাসনামলে সত্যায়ন করেছেন। দালাইলুন নবুওয়াহ (৬/৩২৩)।

১১৬ দীনকে কলুষিত করবে এবং বিশৃঙ্খলা ঘটাবে। এর অর্থ হলো দীনে এমন জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটাবে যা সুন্নাহ নয়।

১১৭ অর্থাৎ তারা মালের দাস হয়ে যাবে, তথা মাল কাজে লাগাবে এবং এসবকে দাসে পরিণত করবে।

১১৮ অন্যায়ভাবে অন্যগোত্রের মাল হরণ করবে।

১১৯. আবু ইয়া‘লার বর্ণনা: মুসনাদ (১১/৪০২), আল-ফাওয়ায়েদ (১/১৫১)। আল্লামা শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছহীহাহ (৭৪৪)।

## ২৬. কুরাইশ যুবকদের হাতে উম্মতের ধ্বংস হওয়া।

(هَلَاكُ الْأُمَّةِ عَلَى يَدَيِ أَغْلَمَةِ مِنْ قُرَيْشٍ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

هَلَكَةُ أُمِّي عَلَى يَدَيِ غَلَمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ

কুরাইশ কতিপয় যুবকের<sup>১২০</sup> হাতে আমার উম্মতের ধ্বংস সাধন<sup>১২১</sup> হবে।<sup>১২২</sup>

## ২৭. ষাট বছর পর ভ্রষ্টদলের উদ্ভব।

(رَأْسُ السِّتِينَ)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِينَ سَنَةً؛ {أَصَاغُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا} [মরیم: ৫৯] ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةً: (مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَفَاجِرٌ). قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ: مَا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟ قَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأْكَلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ.

আমার পরবর্তী ষাট বছর পর একটি দলের আবির্ভাব হবে। তিনি আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন, (যারা ছালাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে (সূরা মারইয়াম ১৯:৫৯)। অতঃপর এমন দলের আগমন ঘটবে, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী<sup>১২৩</sup> অতিক্রম করবে না। তিন শ্রেণীর মানুষ কুরআন পাঠ করবে

<sup>120</sup> গ্লাম শব্দটি এর বহুবচন। অর্থ যুবক শ্রেণী।

<sup>121</sup> হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন, উম্মত বলতে তৎকালীন সমসাময়িক ও এর নিকটবর্তী যুগের উম্মত উদ্দেশ্যে, ক্বিয়ামত অবধি উম্মতের সকলে উদ্দেশ্যে নয়। ফাতহুল বারী (১৩/১০)।

১২২. ছহীহ বুখারী (৯/৬০)।

<sup>123</sup> আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঐ সব লোক স্পষ্ট সূন্যাহর জ্ঞান ব্যতীকেই তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করবে, ফলে কুরআনের মর্ম বুঝা এবং এর তিলাওয়াতের প্রতিদান থেকে তারা

(মু'মিন, মুনাফিক ও পাপাচারী)। বাশীর বলেন, মুনাফিক কুরআন অস্বীকার করবে, পাপাচারী এটাকে উপভোগের মাধ্যম বানাবে আর মু'মিন এর দ্বারা ঈমান আনয়ন করবে।<sup>১২৪</sup>

## ২৮. সত্তর বছর পর ফিতনাবাজ দলের আবির্ভাব।

(رأس السبعين)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি,

نعوذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة الصبيان

তিনি বলেন, তোমরা আমার ওফাতের সত্তর বছর পর উদ্ভূত ফিতনা ও মূর্খ যুবকদের নেতৃত্ব হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।<sup>১২৫</sup>

## ২৯. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

(عقوق الوالدين)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بارزاً يوماً للناس فأتاه جبريل، فقال: ما الإيمان؟ قال: (الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث))، قال: ما الإسلام؟ قال: (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة

---

বঞ্চিত হবে। এখানে এটাই উদ্দেশ্য। আর ‘কুরআন তাদের কঠনালী অতিক্রম করবে না’ এ কথার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে না। যেমন খাদ্যে-পানীয় কঠনালীতে না পৌঁছলে পানাহারকারী উপকৃত হয় না। আল্লাহ তা‘আলাই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

১২৪. ইবনু হিব্বান (৩/৩২)। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটিকে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছহীহাহ (৩০৩৪)।

১২৫. মুসনাদ আহমদ (২/৩২৬, ৩৫৫, ৪৮৮), ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬১), শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটিকে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছহীহাহ (৩১৯১)।

المفروضة، وتصوم رمضان، قال: ما الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)، قال: متى الساعة؟ قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراتها، إذا ولدت الأُمّة ربّها، وإذا تطاول رُعاةُ الإبل البهْم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي - صلى الله عليه وسلم - : {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآية لقمان: [34] ثم أدبر، فقال: (ردوه)، فلم يروا شيئاً فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس

دينهم

একদা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তার নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন ‘ঈমান কী?’ তিনি বললেন, ঈমান হচ্ছে আপনি বিশ্বাস রাখবেন, আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেস্তাগণের প্রতি, তার নায়িলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি, (ক্বিয়ামতের দিন) তার সাথে সাক্ষাতের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কী?’ তিনি বললেন, ইসলাম হলো, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন, এবং তার সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, ছালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমাদ্বনের সিয়াম পালন করবেন।’ ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইহসান কী?’ তিনি বললেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।’ ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, ‘এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি, বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে<sup>১২৬</sup> এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে।<sup>১২৭</sup> (ক্বিয়ামতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর আল্লাহর রসূল

<sup>126</sup> হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহিমাল্লাহু বলেন, সন্তানদের মাঝে আবাত্যতা বৃদ্ধি পাবে। তাই সন্তান তার মায়ের সাথে নেতার মত আচরণ করবে (নিজেকে নেতা মনে করবে) তথা সে মাকে গালি-গালাজ করে অসম্মান ও আঘাত করবে এবং তাকে দাসী হিসেবে ব্যবহার করবে। ফাতহুল বারী (১/১২২)।

<sup>127</sup> হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহিমাল্লাহু (১/১২৩) ব্যাখ্যায় বলেন যে, কুরতুবী রহিমাল্লাহু বলেছেন, এখানে অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে সংবাদ দেয়াই উদ্দেশ্যে। তা এভাবে যে, বেদুঈনরা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, অতঃপর তারা দেশবাসীর সঙ্গে কঠোরতার সাথে কথা বলবে, ফলে তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। প্রসাদ নির্মাণ করে অহংকারের মাধ্যমে তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। যেমনভাবে আমরা (এ অবস্থা) বর্তমান যুগে লক্ষ্য করছি।



ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন: ক্বিয়ামতের জ্ঞান কেবল তারই নিকট.....।’ (সূরা লুকুমান ৩১/৩৪) এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনো।’ তারা (সাহাবীরা) কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। লোকদেরকে তাদের দ্বীন শিখাতে এসেছিলেন।’ (আবু আব্দুল্লাহ বুখারী বলেন, আল্লাহর রসূল এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।<sup>১২৮</sup>

### ৩০. বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করা।

(التطاول في البنيان)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158] ولتقوم الساعة وقد نشر الرجالان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقوم الساعة وهو يلبط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها

যতক্ষণ দু’টি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে যাদের দাবি হবে অভিন্ন। আর ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাচারী দাজ্জালের প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবি করবে এবং যতক্ষণ ইলম উঠিয়ে না নেয়া হবে। আর ভূমি কম্প অধিকহারে না হবে। যামানা

(যুগ) সৎক্ষিপ্ত না হবে এবং ব্যাপকহারে ফিতনা প্রকাশ না পাবে। আর হারজ ব্যাপকতা লাভ করবে। হারজ হলো হত্যা। আর যতক্ষণ তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাবে। তখন সম্পদের এমন বিস্তার শুরু হবে যে, সম্পদের মালিক তার ছাদাকাহ কে গ্রহণ করবে এ নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়বে। এমন কি যার নিকট থেকে সম্পদ আনা হবে সে বলবে, আমার এ মালের কোন প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ মানুষ উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হবে। আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদ্ভিত না হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উঠবে, সকলে তা দেখবে এবং সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু (যে এর আগে ঈমান আনেনি সে দিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, কিংবা সে তার ঈমানে কোন কল্যাণ অর্জন করেনি) (সূরা আল-আন'আম ৬:১৫৮)। আর অবশ্যই ক্বিয়ামত এমন অবস্থায় ক্বায়িম হবে যে, দু' ব্যক্তি পরস্পরে কেনা-বেচার উদ্দেশ্যে কাপড় খুলবে। কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামত এমন অবস্থায় ক্বায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরছে<sup>১২৯</sup> কিন্তু সে তা পান করতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামত এমন ভাবে ক্বায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি তার হাওয প্রস্তুত করছে,<sup>১৩০</sup> কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামত এমন (অতর্কিত) ভাবে ক্বায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোকমা তুলবে কিন্তু সে তা আহাির করতে পারবে না।<sup>১৩১</sup>

### ৩১. মুখতা প্রকাশ পাওয়া।

(ظهور الجهل)

আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قد أوشك العلم أن يذهب ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل

বিদ্যা উঠে যাওয়ার উপক্রম হবে, মুখতা প্রকাশ পাবে, এমনকি কোন লোক তার মাতাকে মুখতার কারণে তরবারী-অস্ত্র দ্বারা আঘাত করবে।<sup>১৩২</sup>

১২৯. লাবান বলতে উটনীর দুধ।

১৩০. কাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে হাউয মেরামত করা বুঝানো হয়েছে।

১৩১. ছহীহ বুখারী (৯/৭৪)।

১৩২. আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনা: (১/৫৫)।

শাক্কীক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ও আবু মূসা দু'জনে আলোচনায় বসলেন, অতঃপর আবু মূসা বললেন, নাবী ছা. বলেছেন,

إن بين يدي الساعة أياماً يرفع فيها العلم، ويترل فيها الجهل، ويكثر فيها المخرج، والمخرج القتل.

ক্বিয়ামতে পূর্বে এমন যুগ আসবে, ঐ যুগে বিদ্যা উঠিয়ে নেয়া হবে,<sup>১৩৩</sup> মূর্খতা প্রকাশ পাবে এবং (হারজ) হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে।<sup>১৩৪</sup>

## ৩২. অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্বের ভার অর্পণ

(توسيد الأمر إلى غير أهله)

আবু হুরাইরাহ রা.দ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكروه ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: (أين أراه السائل عن الساعة؟) قال: ها أنا يا رسول الله! قال: (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)، قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وُسدَّ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)

একদা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিশে জনসম্মুখে আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে তার নিকট জনৈক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করলো, ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পছন্দ করেননি। আর কেউ কেউ বললেন, বরং তিনি শুনেই পাননি। আল্লাহর রসূল আলোচনা শেষে বললেন, ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বললো, এই যে, আমি হে আল্লাহর রসূল! যখন আমানত নষ্ট বা খিয়ানত করা হবে তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। লোকটি বললো কিভাবে তা নষ্ট করা হয়? রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

১৩৩. ইলম শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো সুনাতের জ্ঞান এবং তা বুঝা।

১৩৪. ছহীহ বুখারী (৯/৬১), ছহীহ মুসলিম (৪/২০৫৬)।

অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে।<sup>১৩৫</sup>

### ৩৩. ভাল-মন্দের মানদণ্ড উল্টে যাওয়া

(انقلاب الموازين)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خِدَاعَاتٍ، يَصْدَقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيَكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطَقُ فِيهَا الرُّوَيْضَةُ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْضَةُ؟ قَالَ: (الرَّجُلُ التَّافَهُ؛ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ

অচিরেই মানুষ এমন ধোঁকার যুগ অতিক্রম করবে, যে সময় মিথ্যাবাদীকে বলা হবে সত্যবাদী আর সত্যবাদীকে বলা হবে মিথ্যাবাদী। খিয়ানতকারীকে আমানতদার নিযুক্ত করা হবে আর আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে এবং অযোগ্য ব্যক্তি কথা বলবে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো الرويضة তথা অযোগ্য কে? তিনি বললেন, গুরুত্বহীন ব্যক্তি জনসাধারণের ব্যাপারে কথা বলবে (পরামর্শ দিবে)।<sup>১৩৬</sup>

### ৩৪. বেশি বেশি ভূমিকম্প হওয়া।

(كثرة الزلازل)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

১৩৫. ছহীহ বুখারী (১/হা/২৩)।

১৩৬. মুসনাদ আহমদ (২/২৯১), ইবনু মাজাহ (৪০৪২)। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। আছ-ছহীহাহ (৪/৫০৮)।

لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر المخرج وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض

ক্বিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমি কম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। হারজ হলো খুনখারাবী। তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা উপচে পড়বে।<sup>১৩৭</sup>

সালমা ইবনে নুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كنا جلوساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يُوحى إليه، فقال: إني غير لاث فيكم، ولستم لاثين بعدي إلا قليلاً، وستأتوني أفئداً، يفني بعضكم بعضاً، وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل

কোন এক মজলিশে নাবী এর নিকট বসা ছিলাম এ সময় তার নিকট অহী নাযিল হচ্ছিল। তিনি বলেন, আমি তোমাদের মাঝে (বেশি দিন) বেঁচে থাকবো না আর তোমরাও আমার পরে থাকবে না অল্প কিছু সংখ্যক ছাড়া। তোমরা শীঘ্রই দলবদ্ধ হয়ে আমার কাছে আসবে। তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে করবে। ক্বিয়ামতের সম্মুখে মৃত্যু হবে কঠিনভাবে। এরপর কিছুকাল ভূমিকম্প হবে।<sup>১৩৮</sup>

### ৩৫. সময় দ্রুত চলে যাওয়া

(تقارب الزمان)

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كالיום، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضربة بالنار

১৩৭. ছহীহ বুখারী (২/৪১), ছহীহ মুসলিম (৪/২০৫৭)।

১৩৮. মুসনাদ আহমদ (৪/১০৪)।

যতক্ষণ না যুগ সংকীর্ণ হয়ে আসবে ততক্ষণ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। অতঃপর বছর হবে মাসের সমান, মাস হবে সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ হবে দিনের সমান, দিন হবে ঘন্টার সমান। আর ঘন্টা হবে জলন্ত অঙ্গারের মত।<sup>১৩৯</sup>

### ৩৬. আরব ভূখণ্ডে বাগ-বাগিচা ও নদী-নালা ফিরে আসা

(عودة بلاد العرب مروجاً وأثماراً)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض؛ حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأثماراً

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না মাল বৃদ্ধিপায় এবং তা উপচে পড়ে, এমনকি কোন লোক তার যাকাতের মাল নিয়ে বের হবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত সে কাউকে পাবে না। আর যতক্ষণ না আরব ভূখন্ড আরব ভূখন্ড ফসলাদী-বাগান ও পানির উৎসে পরিণত না হয়।<sup>১৪০</sup>

### ৩৭. ফোরাত নদীর ভূ-গর্ভ হতে স্বর্ণের খনি বের হওয়া।

(انحسار الفرات عن جبل من ذهب)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يوشك الفرات أن يحسر عن كثر من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً

১৩৯. অর্থাৎ অঙ্গার প্রজ্জ্বলিত করা এবং দিয়াশলায়ের মাধ্যমে বাশ-বেত ইত্যাদি জালানী প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তিরমিযী (৪/৫৬৭)।

১৪০. ছহীহ মুসলিম (২/৭০১)।

অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার ভূগর্ভস্থ সোনার খনি বের করে দেবে। সে সময় যারা থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।<sup>১৪১</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে নাওফাল রাঈয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كنت واقفاً مع أبي بن كعب فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، قلت: أجل، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، قال: فيقتلون عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون

আমি উবাই ইবনু কা'ব এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে মানুষ জাগতিক সম্পদ উপার্জনের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিকই। তখন তিনি বললেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, অচিরেই ফোরাত তার ভূগর্ভস্থ স্বর্ণসম পর্বত বের করে দিবে। এ কথা শুনা মাত্রই লোকজন সেদিকে রওনা হবে। সেখানকার লোকেরা বলবে, আমরা যদি লোকদেরকে ছেড়ে দেই তবে তারা সমস্ত কিছুই নিয়ে চলে যাবে। এ নিয়ে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে একশজনের মধ্যে নিরানব্বই জনই নিহত হবে।<sup>১৪২</sup>

### ৩৮. অধিক বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা

(تمني الموت من كثرة البلاء)

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء

১৪১. ছহীহ বুখারী (৯/৭৩), ছহীহ মুসলিম (৪/২২১৯)।

১৪২. ছহীহ মুসলিম (৪/২২২০)।

সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না একজন লোক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থানে থাকতাম। তার দ্বীন নেই, বালা মুছিবত ছাড়া।<sup>১৪৩</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কোন লোক কারো কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এ কথা না বলবে, হায়! এ কবরের জায়গা যদি আমার হতো।<sup>১৪৪</sup>

হুয়াইফা রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ليأتين عليكم زمان يتمنى الرجل فيه الموت فيقتل أو يكفر، وليأتين عليكم زمان يتمنى الرجل الموت من غير فقر

অবশ্যই তোমরা এমন একটি যুগে উপনিত হবে, তাতে মানুষ মৃত্যু কামনা করবে, তাকে হত্যা করা হবে অথবা সে কাফের হবে। আর অবশ্যই তোমাদের উপর এমন যুগ আসবে তাতে মানুষ কোন অভাব ছাড়াই মৃত্যু কামনা করবে।<sup>১৪৫</sup>

### ৩৯. নিকৃষ্টদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া।

(تقديم شرار الناس)

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাঈয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তারা দু'জন বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلوة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فلا يكون عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا خازناً

১৪৩. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৩১)।

১৪৪. ছহীহ বুখারী (৯/৭৩)।

১৪৫. ইবনু আবি শাইবা (১৫/৯১)।



অবশ্যই তোমাদের উপর এমন শাসক গোষ্ঠি নের্তৃত্ব দিবে যারা খারাপ লোকদের সাথে সহবস্থান করবে। এবং তারা সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ ঐ শাসকদের কাউকে পেলে অবশ্যই সে তত্ত্বাবধায়ক<sup>১৪৬</sup> হবে না এবং হবে না প্রশাসক (পুলিশ), রাজস্ব আদায়কারী এবং খাজাঞ্চী।<sup>১৪৭</sup>

## ৪০. যমীন থেকে খনিজ সম্পদ বের হওয়া।

(خروج الكنوز من الأرض)

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعون فلا يأخذون منه شيئاً .

জমিন তার মাঝে থাকা সোনা রূপা স্তম্ভের<sup>১৪৮</sup> ন্যায় কলিজার টুকরাসমূহ উদগিরণ (বের) করে দেবে। অতঃপর হত্যাকারী এসে বলবে, আমি তো এর জন্যই খুন করেছি। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এসে বলবে, এর জন্যই তো আমি আত্মীয়তা ছিন্ন করেছি এবং তাদের হক্ নষ্ট করেছি। চোর এসে বলবে, এসবের জন্যই তো আমার হাত কাটা হয়েছে। তারপর সকলেই একে ছেড়ে দিবে এবং কেউ এর থেকে কিছুই নিবে না।<sup>১৪৯</sup>

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ستكون معادن يحضرها شرار الناس

<sup>১৪৬</sup> বলতে কোন গোত্রের অথবা দলের কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক আর আমীর (শাসক) তাদের অবস্থান তত্ত্বাবধায়ন করে। (কিন্তু সে এমনটা হবে না)।

<sup>১৪৭</sup> ইবনু হিব্বান (১০/৪৪৬), শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। আছ-ছহীহাহ (৩৬০)।

<sup>১৪৮</sup> الأسطوان হচ্ছে খুঁটি-স্তম্ভ।

<sup>১৪৯</sup> ছহীহ মুসলিম (২/৭০১)।

অচিরেই ষ্ট্রকনি মানুষ খনিজ সম্পদ নিয়ে থাকবে।<sup>১৫০</sup>

আব্দুল্লাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الزموها هذه الطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، إن الله لم يخلق شيئاً قط إلا جعل له منتهى، وإن هذا الدين قد تم، وإنه صائر إلى نقصان، وإن أمانة ذلك أن تنقطع الأرحام، ويؤخذ المال بغير حقه، وتسفك الدماء، ويشتكى ذو القرابة قرابته لا يعود عليه بشيء، ويطوف السائل بين جمعيتين لا يوضع في يده شيء، فبينما هم كذلك إذ خارت الأرض خوار البقرة، يحسب كل أناس أنها خارت من قبلهم، فبينما الناس كذلك إذ قذفت الأرض بأفلاذ كبدها من الذهب والفضة، لا ينفع بعد شيء منه ذهب ولا فضة

তোমরা এ আনুগত্য ও জামা'আতকে আঁকড়ে ধর। কেননা, এটাই হলো আল্লাহর রশি যা (ধারণ করার) নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। আর তোমরা বিভিন্ন দলকে যেভাবে ভালবাসো তার চেয়ে জামা'আতকে (আঁকড়ে ধরার) ব্যাপারে যা অপছন্দ কর তা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্তভাবেই কোন জিনিসকে সৃষ্টি করেন। আর এ দ্বীন (ইসলাম) পরিপূর্ণ। দীনের ক্ষতি সাধন হবে। আর এর নিদর্শন হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হরণ করা, রক্তপাত সংঘটিত হওয়া, আত্মীয় তার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে, তাতে তার কোন কিছুই ফিরে আসবে না। যাচনাকারী দু'জুম'আ পর্যন্ত ঘুরলেও তার হাতে কিছুই দেয়া হবে না। যখন জমিনে বিচরণশীল গাভীগুলো হাম্বাহাম্বারব করবে আর মানুষ মনে করবে এর আগেও গাভীগুলো গর্জন করেছে। যখন জমিন তার মাঝে থাকা সোনা-রূপার টুকরা উদগীরণ করবে তাতে ঐ সময় তা কারো উপকারে আসবে না।<sup>১৫১</sup>

১৫০. শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু বলেন, সন্দেহ নেই যে, নিকৃষ্ট মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে কাফির। তিনি এ দিকে ইশারা করেছেন যে, ইউরোপ-আমেরিকার কাফির-মুশরিকরা আরব বিশ্বের খনিজ সম্পদ ও উত্তম জিনিস বের করে নেয়ার জন্য তৎপর। ফলে আজকের মুসলিম বিশ্ব তাদের কারণে পরীক্ষার সম্মুখীন। মহান আল্লাহই প্রকৃত সাহায্যকারী। আছ-ছহীহাহ (৪/৫০৭)। মুসনাদ আহমদ (৫/৪৩০)।

১৫১. মুছান্নাফ ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৫৬), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৫৫)।

## ৪১. মানুষের সাথে প্রাণী ও জড় পদার্থের কথোপকথন

(مخاطبة الحيوانات والجمادات للإنس)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبةً  
سوطه، وشرأك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না যে পর্যন্ত না হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, যে পর্যন্ত না কারো চাবুকের মাথা এবং জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে এবং তার উরুদেশ বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কি করেছে।<sup>১৫২</sup>

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بينما قوم يتحدثون إذ تمر بهم إبل قد عطلت، فيقولون: يا إبل أين أهلك؟! فتقول: أهلكنا  
حشروا ضحى

কোন এক সম্প্রদায়ের মাঝে আলোচনা চলবে, এমতাবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে দড়িবীহিন উট অতিক্রম করবে, অতঃপর তারা বলবে, হে উট তোমার পরিবার কোথায়? অতঃপর ঐ উট বলবে, আমাদের পরিবারকে কুরবানীর করে হাশর (পুনরুত্থিত) করা হয়েছে।<sup>১৫৩</sup>

## ৪২. নেকলোকদের উপর ফাসিকদের অগ্রাধিকার দেয়া।

(تقديم الفساق على الصالحين)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إنَّ من أشراط الساعة: أن يظهر الشح، والفحش، ويؤمن الخائن، ويخون الأمين، ويظهر  
ثياب يلبسها نساء كاسيات عاريات، ويعلو التحوتُ الوعولُ، أكذاك يا عبد الله بن مسعود

১৫২. মুসনাদ আহমদ (৩/৮৩), তিরমিযী (৪/৪৭৬)।

১৫৩. ইবনু আবি শাইবা (১৫/২৪৬)।

سمعت من حي؟ قال: نعم ورب الكعبة، قلنا: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحهم، والوعول أهل البيوت الصالحة

ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার শর্তসমূহের অন্যতম হলো কৃপণতা, অশ্লিলতা প্রকাশ পাওয়া, খেয়ানতকারীকে আমানতদার নিযুক্তকরা, আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা, এমন পোশাকের প্রচলন হওয়া যা নারীরা পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে এবং তুহতদের (নিচু শ্রেণীর লোকদের) অবস্থান থাকবে (ওয়া'উল) উঁচু শ্রেণীদের উপর। হে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ! তুমি কি আমার প্রিয় মানুষ (রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে থেকে এরূপ কিছু শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কা'বার রবের শপথ! আমরা বললাম, তুহত কি? তিনি বললেন, নির্বোধ শ্রেণীর লোক এবং রুঢ় স্বভাবের আহলে বাইতদেরকে তাদের সৎলোকদের উপর প্রধান্য দেয়া হবে আর ওয়া'উল হলো সৎ আহলে বাইত।<sup>১৫৪</sup>

হুয়াইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا كع بن كع

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে ভাগ্যবান হবে।<sup>১৫৫</sup>

### ৪৩. পাহাড়ের স্থানচ্যুত হওয়া

সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، وتروى الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না পাহাড় তার স্বস্থান হতে সরে যায় এবং তোমরা বড় বড় বিষয় দেখবে, যা তোমরা দেখনি।<sup>১৫৬</sup>

১৫৪. ইবনু মুঈন তার তারিখ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তারাবানীর বর্ণনা: আল-আওসাত (১/২২৮)।

১৫৫. কু'ব ব'ল ক'ব দ্বারা উদ্দেশ্যে। মুসনাদ আহমদ (৫/৩৮৯)। তিরমিযী (২২০৯)।

## ৪৪. হাট-বাজার কাছাকাছি হওয়া।

(تقارب الأسواق)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، ويكثر الكذب، ويتقارب الأسواق، ويتقارب الزمان، ويكثر الهرج، قيل: وما الهرج؟ قال: القتل

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না ফিতনা প্রকাশ পায়, বেশি বেশি মিথ্যা ছড়ায়, হাট-বাজার কাছাকাছি হয়, যুগ সঙ্কুচিত হয়, হারজ অধিক হয়। তাকে (রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলা হলো, হারজ কি? তিনি বললেন, হত্যাকাণ্ড।<sup>১৫৭</sup>

## ৪৫. অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে হালাল-হারামের পরোয়া না করা

(زمان لا يبالي أهله من أين أتت أموالهم)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام

মানুষ এমন এক যুগে উপনিত হবে, সে পরওয়া করবে না যে, সে তার সম্পদ হালাল নাকি হারাম পন্থায় অর্জন করেছে।<sup>১৫৮</sup>

১৫৬. তাবারানীর বর্ণনা আল-কাবীর (৭/২০৭), মা'মার হাসান হতে মুরসাল সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আল-জামে'উ (১১/৩৭৪)।

১৫৭. মুসনাদ আহমদ (২/৫১৯), মুল অংশ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

১৫৮. ছহীহ বুখারী (৩/৭৭)।

## ৪৬. সূদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি

(ظهور الربا)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر

ক্বিয়ামতের সম্মুখে সূদ, ব্যভিচার ও মদ ছড়িয়ে পড়বে।<sup>১০৭</sup>

## ৪৭. ছলাত আদায় করা সত্ত্বেও দীন না থাকা

(قوم يصلون ولا دين لهم)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وليصلين قوم لا دين لهم، وليتزعن القرآن من بين أظهركم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلاً فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء

প্রথমেই তোমরা তোমাদের দীনের আমানতকে নষ্ট করবে আর পরিশেষে তোমাদের দীনের ছলাত অবশিষ্ট থাকবে। কোন এক সম্প্রদায় ছলাত আদায় করবে তবে তাদের দ্বীন বলতে কিছুই থাকবে না। তারা তোমাদের মধ্যে থেকেই কুরআন তেলাওয়াত করবে। লোকেরা জিঙ্গেস করলো, হে আব্দুর রহমান! আমরা কি কুরআন পড়ি না? আর আমাদের মাছহাফের উপর কি আমরা কুরআনকে বহাল রাখিনি? তিনি বললেন, কুরআনের উপর এক রাত্রি অতিক্রম হবে, অতঃপর লোকদের থেকে তা নিয়ে নেওয়া হবে, এরপর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।<sup>১০৮</sup>

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيه مؤمن

১৫৯. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাতু (৭/৩৪৯), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ লি-গাইরিহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছহীহত তারগিবি (২/৩৭৮)।

১৬০. আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনা: আল-মুছান্নাফ (৩/৩৬৩), তাবারানীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৯/১৪১)।

মানুষের উপর এমন যুগ আসবে লোকেরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে ছালাত আদায় করবে কিন্তু তাদের মাঝে কোন মু'মিন থাকবে না।<sup>১১১</sup>

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَوْ اعْتَرَضَتْهُمْ فِي الْجُمُعَةِ نُبُلٌ مَا أَصَابَتْ إِلَّا كَافِرًا

মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যদি ঐ সময় কোন সমাবেশে লোকদের মাঝে তীর এসে পড়ে তবে কাফির ব্যতীত তা কারো গায়ে বিদ্ধ হবে না।<sup>১১২</sup>

## ৪৮. ব্যভিচার প্রকাশিত হওয়া

(ظهور الزنى)

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَأُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقْلُ الْعِلْمُ، وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُظْهَرَ الزَّنا، وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، وَيَقْلُ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لَخُمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ

অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করবো, আমার পরে যা কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের শর্তসমূহের অন্যতম হলো বিদ্যা কমে যাওয়া, মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যভিচার প্রকাশ পাওয়া, মহিলাদের সংখ্যা বেশি হওয়া এবং পুরুষদের সংখ্যা কমে যাওয়া। এমনকি একজন পুরুষের জন্য থাকবে পঞ্চাশজন নারী।<sup>১১৩</sup>

১৬১. ইবনু আবি শাইবার বর্ণনা: কিতাবুল ঈমান (১০১)।

১৬২. ইবনু আবি শাইবা (১৫/৮৮)।

১৬৩. ছহীহ বুখারী (১/৩১), ছহীহ মুসলিম (৪/২০৫৬)।

## ৪৯. রাস্তা-ঘাট তথা যত্রতত্র ব্যভিচার হওয়া

(ظهور الزنى في الطرقات)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده لا تغنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذٍ من يقول: لو واريثها وراء هذا الحائط

সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এ উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না পুরুষলোক মহিলার সাথে অবস্থান করবে অতঃপর তার সাথে সে রাস্তায় ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। অতঃপর সেই যুগে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে বলবে, যদি তুমি তাকে এ দেয়ালের পিছনে লুকিয়ে রাখতে (তাহলে ভাল হতো)।<sup>১৬৪</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير) قلت: إن ذلك لكائن! قال: (نعم) ليكون

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না লোকেরা রাস্তায় যৌন কর্মে লিপ্ত হয় গাধার যৌন কর্মের মত। আমি বললাম, এটা কি ঘটবে?! তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই তা ঘটবে।<sup>১৬৫</sup>

## ৫০. অতি বৃষ্টি হওয়া ও তাতে বরকত কমে যাওয়া।

(كثرة المطر وقلة البركة)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً

১৬৪. আবু ই'আলার বর্ণনা: (১১/৪৩)।

১৬৫. শাইখ আলবানী বলেন, এভাবে বলা নবুওয়াতের নিদর্শন এবং তার দলীলের সত্যতা প্রমাণিত হয়।  
ছহীছুল মাওয়ারেদ (২/২৩১)। ইবনু হিব্বান (১৫/১৭০)।



অনাবৃষ্টির কারণেই কেবল দূর্ভিক্ষ হবে না। বরং অতি বৃষ্টিপাত হবে ফলে জমিন কোন কিছু উৎপাদন করবে না।<sup>১৬৬</sup>

## ৫১. নতুন চাঁদ মোটা<sup>১৬৭</sup> হওয়া

(انتفاخ الأهلة)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ: أَنْ يَرَى الْهَلَالَ لِلَّيْلِ لَيْلَتَيْنِ، وَأَنْ تَتَخَذَ الْمَسَاجِدُ طَرْفًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجَاءَةِ.

ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের অন্যতম হলো এক রাত্রির চাঁদ দেখা যাবে অতঃপর বলা হবে, এটা দু' রাত্রির চাঁদ। আর মসজিদকে রাস্তা (আলোচনার জায়গা) হিসাবে গ্রহণ করা হবে এবং মানুষের হঠাৎ মৃত্যু ঘটবে।<sup>১৬৮</sup>

## ৫২. ব্যবসায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর অংশগ্রহণ

(مشاركة المرأة لزوجها في التجارة)

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন,

أَنْ يَبْنَ يَدِي السَّاعَةِ تَسْلِيمِ الْخَاصَّةِ، وَفُشُو التَّجَارَةِ حَتَّى تَعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التَّجَارَةِ، وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَكُتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورُ الْقَلَمِ

১৬৬. ছহীহ মুসলিম (৪/২২২৮)।

১৬৭ অর্থাৎ চাঁদ বড় দেখা যাবে।

১৬৮. যিয়ার বর্ণনা: আল-মুখতার (৬/৩০৫), তিনি হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। তাবারানীর বর্ণনা: আছ-ছগীর (২/১১৫)।

ক্বিয়ামতের শর্তগুলোর অন্যতম হলো নির্দিষ্ট লোককে সালাম দেয়া, ব্যবসা-বানিজ্য ব্যাপক হওয়া, স্বামীর ব্যবসায় স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ থাকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা এবং কলমের ব্যবহার (পার্থিব জ্ঞান) ছড়িয়ে পড়া।<sup>১৬৯</sup>

### ৫৩. মসজিদে প্রবেশ করে (দু'রাকা'আত) ছালাত আদায় না করা।

(مرور الرجل في المسجد وتركه الصلاة فيه)

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

ক্বিয়ামতের শর্তসমূহের অন্যতম হলো মানুষ মসজিদে প্রবেশ করেও দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করবে না।<sup>১৭০</sup>

### ৫৪. হারামকে হালাল মনে করা।

(استحلال المحرمات)

উবাদা ইবনে ছামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشْرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَهُوَ، فَيَصْبَحُوا قُرْدَةً وَخَنَازِيرَ؛ بَاسْتِحْلَالِهِمُ الْحَرَامَ، وَالْقَيْنَاتِ، وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَلِبْسِهِمُ الْخُرِيرِ

সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু মানুষ আনন্দ-ফুর্তি, অবাধ্যতা, খেল-তামাশার মধ্যে দিয়ে রাত্রি যাপন করবে। অতঃপর তারা বানর ও শুকরের চেহারা নিয়ে সকাল করবে। (তাদের এ অবস্থা হবে) হারাম

১৬৯. মুসনাদ আহমদ (১/৪০৭)।

১৭০. ইবনু খুযাইমা (২/২৮৪), দেখুন, শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু তাহর আছ-ছহীহাহ গ্রন্থ।

জিনিস, গায়িকা, মদপান, সূদ খাওয়া এবং রেশমি কাপড় পরিধান করার কারণে।<sup>১৭১</sup>

## ৫৫. গানকে হালাল মনে করা।

(استحلال الغناء)

আবু মালেক আল-আশআ'রী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير

আমার উম্মতের কতক লোক মদের ভিন্নতর নামকরণ করে তা পান করবে। (তাদের পাপাসক্ত অবস্থায়) তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা গীত পরিবেশন করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিবেন এবং তাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করবেন।<sup>১৭২</sup>

আবু আমের অথবা আবু মালেক আল-আশআ'রী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেন,

ليكونن من أمتي أقوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرْ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلِيَتَزَلْنَ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ هُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيَسْتَهْمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعِلْمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قُرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্য যন্ত্রকে হালাল জানবে। তেমনি এমন অনেক দল হবে, যারা পাহাড়ের ধারে বসবাস করবে, বিকাল বেলায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে ফিরবে তখন তাদের নিকট কোন অভাব নিয়ে ফকীর আসলে তারা বলবে, আগামী দিন

১৭১. আব্দুর রাজ্জাক ইবনু আহমদের বর্ণনা: যাওয়ায়েদ আলাল মুসনাদ (৫/৩২৯), শাইখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান লি-গাইরিহী বলেছেন। ছহীহত তারগীব (২/৩৭৮)।

১৭২. ইবনু মাজাহ (২/১৩৩৩)।

সকালে তুমি আমার নিকটে আসো। এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিবেন। পর্বতটি<sup>১৭৩</sup> ধসিয়ে দিবেন, আর বাকী লোকদেরকে তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে দিবেন।<sup>১৭৪</sup>

## ৫৬. গায়ক-গায়িকার ব্যাপক প্রকাশ।

(ظهور المغنين والمغنيات)

ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

في هذه الأمة خسف ومسح وقذف، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمر

এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধ্বস,চেহারা বিকৃতি ও প্রস্তরবৃষ্টি বিদ্যমান থাকবে। মুসলিমদের কোন একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! এটা কখন ঘটবে? তিনি বললেন, যখন গায়িকা, বাদ্য-যন্ত্র ও মদপানের বিস্তার লাভ করবে।<sup>১৭৫</sup>

## ৫৭. অঙ্গিকার-প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হওয়া।

(حالة تخرج العهد)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا - وشبك بين أصابعه - قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتذرون أمر عوامكم .

<sup>173</sup> মশব্দ দ্বারা পাহাড় বুঝানো হয়েছে।

১৭৪. ছহীহ বুখারী (৭/১৩৮)।

১৭৫. শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। আছ-ছহীহাহ (২২০৩)।

অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন উত্তম লোকদেরকে ছাঁটাই করা হবে। নিকৃষ্ট লোকেরা বহাল থাকবে, তাদের অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি<sup>১৭৬</sup> ও আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারা মতোবিরোধে লিপ্ত হবে, তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে? তিনি এই বলে তার আঙ্গুলগুলো পরস্পরে ফাঁকে ঢুকালেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যখন এরূপ অবস্থা হবে তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন, যে সব বিষয় তোমরা উত্তম দেখবে তা গ্রহণ করবে এবং যা কিছু মন্দ দেখবে তা বর্জন করবে, নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং জনগণের কার্যকলাপ বর্জন করবে।<sup>১৭৭</sup>

অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

وفي رواية: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: بينما نحن حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهدهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا - وشبك بين أصابعه - قال: فقمتم إليه فقلتم: كيف أفعَل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আল-আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তোমরা যখন দেখবে, মানুষের ওয়াদা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদেও আমানতদারী কমে গেছে এবং তারা এরূপ হয়ে গেছে- এ বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে মিলালেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আমি দাঁড়িয়ে তাকে বললাম, আল্লাহ আমাদের আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন! আমি তখন কি করবো? তিনি বললেন, তুমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তোমার ঘরে অবস্থান করো, তোমার জিহ্বা সংযত রাখো; যা জানা-শুনা আছে তাই গ্রহণ করো এবং অজানাকে পরিত্যাগ করো। আর তোমাদের নিজের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হও এবং সাধারণের সম্পর্কে বিরত থাকো।<sup>১৭৮</sup>

<sup>১৭৬</sup> ওয়াদা-অঙ্গীকারে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে এবং তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

<sup>১৭৭</sup> আবু দাউদ (৪/১২৩), ইবনু মাজাহ (২/১৩০৭)।

<sup>১৭৮</sup> আবু দাউদ (৪/১২৪)।

## ৬৮. পুলিশ বাহিনীর বিস্তার লাভ।

(ظهور الشرط)

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله

সে দিন আর বেশি দূরে নয় অচিরেই তোমরা এক সম্প্রদায় দেখতে পাবে, যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক। সকাল তাদের অতিবাহিত হবে আল্লাহর গযবের মধ্যে এবং সন্ধ্যা যাপন হবে অভিশাপের মধ্যে।<sup>১৭৯</sup>

আবু উমামাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন,

سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله

অচিরেই শেষ যুগে সারাত্বাহ থাকবে। সকাল তাদের অতিবাহিত হবে আল্লাহর গযবের মধ্যে দিয়ে এবং সন্ধ্যা যাপন হবে আল্লাহর অস্তুষ্টিতে।<sup>১৮০</sup>

## ৬৯. অনারবীয় অঞ্চল হতে আরবদের বিদূরিত হওয়া।

(استئصال العرب في أرض العجم)

আবুল আসওয়াদ আদ-দাইলী রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه فلقينا عبد الله بن عمرو فقال: (يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه) فقال زرعة: أیظهر المشركون على الإسلام؟! فقال: ممن أنت؟ قال: من بني عامر بن صعصعة فقال: (لا تقوم الساعة حتى تدافع نساء بني عامر على ذي الخلصة - وثن كان

১৭৯. ছহীহ মুসলিম (৪/২১৯৩)।

১৮০. তাবারানীর বর্ণনা: (৮/১৩৬), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দেখুন, ছহীহুল জামে'উ।

يسمى في الجاهلية - قال: فذكرنا لعمر قول عبد الله بن عمرو فقال عمر: - ثلاث مرات  
- عبد الله أعلم بما يقول، فخطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوم الجمعة فقال:  
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره بنحوه، قال فذكرنا قول عمر  
لعبد الله بن عمرو فقال: صدق نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان ذلك كالذي  
قلت

আমি এবং যুরা'আহ ইবনে দ্বার'আহ আল-আশ'আরী আমরা উভয়ে উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলাম। ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এর সাথে আমাদের সাক্ষাত হলে তিনি বলেন, শীঘ্রই অনারবীয় ভূখণ্ডে নিহত অথবা হত্যার ফায়ছালায় যুদ্ধবন্দী ব্যক্তি ছাড়া কোন আরাবী (আরবের নাগরিক) অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর যুর'আহ বললেন, মুশরিকরা কি ইসলামের বিরুদ্ধে বিস্তার লাভ করবে? অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কোন গোত্রের? তিনি বললেন, বনী আমের ইবনে ছা'ছাহ। এরপর তিনি বললেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বনী আমের গোত্রের মহিলারা যুল-খালছাহকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করবে। জাহিলী যুগে এটিকে মূর্তি মনে করা হতো। রাবী বলেন, আমরা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখ করলাম। অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনবার বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর যা বলে সে সম্পর্কে তিনি বেশি জানেন। অতঃপর উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জুম'আর খুতবায় বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন, রাবী বলেন, আমরা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উল্লেখ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি যেভাবে উল্লেখ করেছ তা হয়ে থাকলে আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন।<sup>১৮১</sup>

১৮১. হাকিমের বর্ণনা: (৪/৫২২, ৫৯৩), যিয়ার বর্ণনা: আল-মুখতারাহ (১/২৫১)। তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

## ৭০. মসজিদ সজ্জিতকরণ ও মুছহাফ (আল্লাহর কিতাব) শোভিত করণ।

(تزئين المساجد وتحلية المصاحف)

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا زوqتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم؛ فالدمار عليكم

যখন তোমরা তোমাদের মসজিদ সমূহকে<sup>১৮২</sup> সজ্জিত করবে এবং মাছহাফ (আল্লাহ কিতাব) কে শোভিত<sup>১৮৩</sup> করবে, তখন তোমাদের ধ্বংস সাধন<sup>১৮৪</sup> হবে।<sup>১৮৫</sup>

## ৭১. তাবুক অঞ্চল বাগবাগিচায় রূপান্তরিত।

(تحول تبوك إلى جنان)

মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنائاً - يعني تبوك

হে মু'আয সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে এবং তুমি এ বার্ণার পানি দ্বারা এ স্থানের অর্থাৎ তাবুক প্রান্তরের অনেক বাগবাগিচায় পূর্ণভাবে পানি সেচ হইতে দেখিবে।<sup>১৮৬</sup>

<sup>১৮২</sup> অর্থাৎ তোমরা মসজিদকে নকশা করে সজ্জিত করবে।

<sup>১৮৩</sup> অর্থাৎ চাকচিক্যময় করবে।

<sup>১৮৪</sup> অর্থ বলতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

১৮৫. ইবনু আবু শাইবা (১/২৭৪)।

১৮৬. ছহীহ মুসলিম (৪/১৭৮৪)।



## ৭২. পূর্ব দিগন্ত হতে ফিতনা প্রকাশ পাওয়া।

(خروج الفتن من المشرق)

ইবনে উমার রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هاهنا، الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس

একবার নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিস্বারের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ফিতনা এ দিকে, ফিতনা সে দিকে যেখান থেকে শয়তানের শিং উদ্দিত হবে। কিংবা বলেছিলেন, সূর্যের মাথা উদ্দিত হবে।<sup>১৮৭</sup>

ইবনে উমার রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচনা করছিলেন, একপর্যায়ে তিনি বলেন,

اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا) ، قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا ؟ قال: (اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا) ، قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ তুমি আমাদের ইয়ামানে বরকত দাও। লোকেরা বললো, আমাদের নজদেও।<sup>১৮৮</sup> তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ আমাদের জন্য বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে। লোকেরা বললো, আমাদের নজদেও। তিনি বললেন, এ অঞ্চলে ভূমিকম্প ও ফিতনা ছড়াবে। আর এখানে শয়তানের শিং উদ্দিত হবে।<sup>১৮৯</sup>

১৮৭. ছহীহ বুখারী (৯/৬৭)।

<sup>১৮৮</sup> নজদ বলতে ইরাক।

১৮৯. ছহীহ বুখারী (৯/৬৮)।

## ৭৩. দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও বড় ফিতনা।

(فتن أعظم من فتنة الدجال)

ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر من الدجال

আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির পর থেকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা।<sup>১৯০</sup>

## ৭৪. একের পর এক বড় ফিতনার উদ্ভব হওয়া

(فتن يرقق بعضها بعضاً)

ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فترقق بعضها بعضاً، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يرحل عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يجب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر

আমার পূর্বে এমন কোন নাবী অতিবাহিত হয়নি যার উপর এ দায়িত্ব বর্তায়নি যে, তিনি তার জাতির জন্য যে মঙ্গলজনক ব্যাপার জানতে পেরেছেন তা তাদেরকে নির্দেশনা দেননি এবং তিনি তাদের জন্য যে অনিষ্টকর ব্যাপার জানতে পেরেছেন, সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করেননি। আর তার তোমাদের এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মাদীর) প্রথম অংশে তার কল্যাণ নিহিত এবং এর শেষ অংশ অবশ্যই অচিরেই

নানাবিধ পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের এবং এমনসব ব্যাপারের সম্মুখীন হবে যা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে। এমনসব বিপর্যয় একাদিক্রমে আসতে থাকবে, একটি অপরটিকে ছোট প্রতিপন্ন করবে। একটি বিপর্যয় আসবে তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, এটা আমার জন্য ধ্বংসাত্মক, তারপর যখন তা দূর হয়ে অপর বিপর্যয়টি আসবে, তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি তো শেষ হয়ে যাচ্ছি ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমাম বা নেতার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তার হাতে হাত দিয়ে। এবং অন্তরে সে ইচ্ছা পোষণ করে, তবে সে যেন সাধ্যানুসারে তার আনুগত্য করে যায়। তারপর যদি অপর কেউ তার সাথে (নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে) ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় তবে ঐ পরবর্তীজনের গদার্না উড়িয়ে দেবে।<sup>১১১</sup>

হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر إلي في ذلك شيئاً لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يعد الفتنة: (منهن ثلاث لا يكذن يذرن شيئاً، ومنهن فتن كرياتح الصيف، ومنها صغار ومنها كبار). قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري

আমার ও ক্বিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে ঘটমান বিপদাপদ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। বস্তুতঃ বিষয়টি এমন নয় যে, রসূল অন্যদের কাছে বর্ণনা না করে শুধুমাত্র আমার কাছেই বর্ণনা করেছেন। তবে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। এতে তিনি ফিতনার ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছিলেন। আর এগুলোর তিনটি এমন যা কোন কিছুকেই ছাড় দিবে না। এর কিছু সংখ্যক গ্রীষ্মের ঝাঞ্ঝা বায়ুর মতো। আবার কিছু সংখ্যক ছোট আবার কিছু সংখ্যক বড়। হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উক্ত বৈঠকে উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি ছাড়া প্রত্যেকেই এ দুনিয়া হতে চির বিদায় নিয়েছেন।<sup>১১২</sup>

১১১. ছহীহ মুসলিম (৩/১৪৭৩)।

১১২. ছহীহ মুসলিম (৪/২২১৬)।

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

والله لا يأتيهم أمر يضجون منه، إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه

আল্লাহর শপথ! শোরগোল করার মতো কোন বিষয় মানুষের সামনে আসবে না কিন্তু এমনসব বিষয়ের অনুসরণ তারা করবে, এতেই তারা মগ্ন থাকবে।<sup>১৯৩</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ستكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته

অচিরেই ঝাঞ্ঝা বায়ুর মতো ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে, বসে থাকা ব্যক্তি দন্ডয়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম এবং দন্ডয়মান ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। যে তাকে সম্মান করবে, সেও সম্মানকারীকে সম্মান দেখাবে।<sup>১৯৪</sup>

## ৭৫. ফিতনায় মানুষের বিবেক লোপ পাওয়া।

(ذهاب عقول الناس في الفتن)

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إنَّ بين يدي الساعة الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضاً، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذٍ؟ قال: إنه لشرع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء، وليسوا على شيء

ক্বিয়ামতের সম্মুখে হারজ (হত্যাকাণ্ড) ঘটবে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো হারজ কি? তিনি বললেন, হত্যা। এটা মুশরিকদেকে হত্যা করার মতো বিষয় নয় বরং হত্যাকাণ্ড তোমাদের পরস্পরের মাঝে ঘটবে। এমনকি লোকজন তার প্রতিবেশিকে

১৯৩. ইবনু আবু শাইবা (১৫/৪০)।

১৯৪. ইবনু হিব্বান (১৩/২৯১)।

হত্যা করবে, তার ভাইকে হত্যা করবে, তার চাচা ও ভতিজাকে হত্যা করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সে সময় কি আমাদের বিবেক থাকবে না? ঐ যুগে বিবেক উঠিয়ে নেয়া হবে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে নেতৃত্ব দেয়া হবে। তারা অধিকাংশই নিজেদেরকে বড় কিছু মনে করবে বস্তুতঃ তারা কিছুই না।<sup>১৯৫</sup>

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ما الخمر صرفاً بأذهب بعقول الرجال من الفتنه

মদপানের ফিতনায় পড়ে তা পানকারী লোকদের বিবেক বিলোপ হবে।<sup>১৯৬</sup>

ীলাঅ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

وضع الله في هذه الأمة خمس فتن: فتنه عامة، ثم فتنه خاصة، ثم فتنه عامة، ثم فتنه خاصة، ثم فتنه سوداء مظلمة تموج كموح البحر يصبح الناس فيها كالبهائم

আল্লাহ তা‘আলা এ উম্মতের মাঝে পাঁচটি ফিতনা রেখেছেন। ব্যাপক পরিসরে ফিতনা অতঃপর বিশেষ ফিতনা অতঃপর ব্যাপক ফিতনা অতঃপর বিশেষ ফিতনা। অতঃপর কালো অন্ধকারের ন্যায় ফিতনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িত হবে। তাতে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মত সকাল অতিবাহিত করবে।<sup>১৯৭</sup>

## ৭৬. ফিতনার নিদর্শন।

(علامة الفتنه)

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إنَّ الفتنه تعرض على القلوب، فأی قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فمن أحبَّ منكم أن يعلم أصابته الفتنه أم لا؟ فلينظر فإن كان يرى حراماً ما كان يراه حلالاً، أو يرى حلالاً ما كان يراه حراماً؛ فقد أصابته الفتنه

১৯৫. মুসনাদ আহমদ (৪/৩৯১)।

১৯৬. ইবনু আবু শাইবাহ (১৫/৮৮-৮৯)।

১৯৭. অর্থাৎ তাদের কোন বিবেক থাকবে না। ইবনু আবু শাইবার বর্ণনা : আল-মুছান্নাফ (৭/৪৫২), আলী ইবনুল জা‘আদ (৩১৩), আদ-দানী ফিল ফিতান (১/২৩০)। মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫০৪)।

তোমাদের অন্তকরণে ফিতনা দেখা দেয়। অতঃপর যার অন্তর ফিতনাকে স্বীকার করে, তার অন্তরে কালো ছাপ ঐকে দেয়া হয় আর যার অন্তর তা অস্বীকার করে, তাতে সাদা ছাপ দেয়া হয়। তাই তোমাদের মধ্যে যে জানতে পছন্দ করে যে, সে হালাল নাকি হারামে লিপ্ত আছে? তাহলে সে যেন এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। অতঃপর যদি সে হালালকে হারাম রূপে অথবা হারামকে হালাল হিসাবে দেখতে পায়, তাহলে অবশ্যই সে ফিতনায় নিমজ্জিত রয়েছে।<sup>১৯৮</sup>

## ৭৭. ফিতনার ধারাবাহিকতা যা দাজ্জাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে

(توالي الفتن حتى تسوقهم إلى الدجال)

হুয়াইফাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ثلاث فتن، والرابعة تسوقهم إلى الدجال؛ التي ترمي بالرَّصْف، والتي ترمي بالتَّشْفِ،  
والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر والرابعة تسوقهم إلى الدجال

তিনটি ফিতনা (প্রকাশ পাবে)। আর চতুর্থ আরেকটি ফিতনা মানুষকে দাজ্জাল পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। যা তীব্রতার সাথে<sup>১৯৯</sup> ছড়িয়ে পড়বে। আর অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো (ফিতনা) সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় তরঙ্গায়িত হবে আর চতুর্থ ফিতনা মানুষকে দাজ্জালের দিকে ধাবিত করবে।<sup>২০০</sup>

## ৭৮. ফিতনার বিরতিকাল থাকা।

(للفتنة وقفات)

হুয়াইফাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ لِّلْفَتْنَةِ وَقْفَاتٍ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فِي وَقْفَاتِهَا؛ فَلْيَفْعَلْ

১৯৮. ইবনু আবি শাইবা (১৫/৮৮)।

<sup>১৯৯</sup> অর্থাৎ কালো পাথর যেন তা আগুনে পুড়ানো হয়েছে। এ জলন্ত পাথর যখন পানিতে ফেলে দেয়া হয় তখন তা ঠান্ডা হয়, তাতে কোন তাপ থাকে না। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের ফিতনা মানুষের দীনে তেমন প্রভাব ফেলবে না ফিতনার গুরুত্বহীনতার কারণে। আর আগুনে পুড়ানো পাথর যেমন শরীরে ফোসকা ফেলতে পারে তেমনি পরবর্তী পর্যায়ের ফিতনা মানুষের দীনের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

২০০. ইবনু আবি শাইবা (১৫/১৬)।

ফিতনার রয়েছে বিরতিকাল ও পুনরুত্থান। অতঃপর যে ফিতনার বিরতিকালে মৃত্যু বরণ করতে সক্ষম হবে, তার দ্বারা যেন তাই ঘটে।<sup>২০১</sup>

অন্য রেওয়াজেতে আছে, হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো,

ما وقفاتها؟ قال: إذا غمد السيف، قال: وما بعثاتها؟ قال: إذا سل السيف

ফিতনার বিরতিকাল কি? তিনি বললেন, যখন তরবারী কোষবদ্ধ হবে। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, ফিতনার পুনরুত্থান কি? তিনি বললেন, যখন তরবারী কোষমুক্ত থাকবে।<sup>২০২</sup>

৭৯. এমন ফিতনার আবির্ভাব হওয়া, যার পরে তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হবে না।

(فتنة لا توبة بعدها)

হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تكون فتنة، ثم تكون بعدها توبة وجماعة، ثم تكون فتنة، لا تكون بعدها توبة ولا جماعة

ফিতনা থাকবে, অতঃপর ফিতনার পরে তাওবার সুযোগ হবে ও দলও থাকবে। অতঃপর এমন ফিতনা আসবে, যে সময় তাওবার সুযোগ হবে না এবং কোন দলও থাকবে না।<sup>২০৩</sup>

৮০. উম্মতের মাঝে ব্যাপক ফিতনার বিস্তার।

(فتنة تعم الأمة)

تكون فتنة فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب

২০১. ইবনু আবি শাইবা (১৫/১০, ১৯, ৮৮, ১৮৪)।

২০২. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫০১)।

২০৩. ইবনু আবি শাইবা (১৫/১৫)।

تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة  
دهماء مجللة تنبت في الأرض كما ينبت الماء .

ফিতনা সৃষ্টি হবে, লোকেরা সেই ফিতনার বিরুদ্ধে অবস্থান করবে। অতঃপর তারা ঐ ফিতনার (নাসারন্দ্রে) মূলে আঘাত হানবে ফলে তা দূরভিত হবে। অতঃপর নতুন অন্য ফিতনা দেখা দিবে। অতঃপর লোকেরা ফিতনার বিরুদ্ধে লড়াইবে, তার মূলে আঘাত করবে, ফলে তা বিদূরিত হবে। অতঃপর আবার অন্য ফিতনা আসবে, এরূপই লোকেরা ফিতনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তার মূলে আঘাত করবে, ফলে ফিতনার অবসান ঘটবে। লোকজন ফিতনার বিরোধিতা করে তার তার মূলে আঘাত হানবে, ফলে ফিতনার মূলংপাটন হবে। পঞ্চমবারে দ্রুতবেগে<sup>২০৪</sup> মর্যাদাসম্পন্ন জনতার<sup>২০৫</sup> আবির্ভাব ঘটবে, যেমন দ্রুতবেগে পানি<sup>২০৬</sup> প্রবাহিত হয়।<sup>২০৭</sup>

হুয়াইফাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ليوشكن أن يُصبَّ عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي، قالوا: وما الفيافي يا أبا عبد  
الله؟ قال: الأرض القفر

অবশ্যই আকাশ হতে তোমাদের উপর অকল্যাণ আসবে, এমনকি তা নির্জনতায় পৌঁছবে, লোকেরা জিঞ্জেস করলো, নির্জনতা কি? তিনি বললেন, জনশূন্য ভূমি।<sup>২০৮</sup>

## ৮১. ধন-সম্পদ উন্মত্তের ফিতনা ।

(فتنة الأمة المال)

কা'ব ইবনে আইয়ায রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمي المال

<sup>২০৪</sup> শব্দ দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা বুঝানো হয়েছে।

<sup>২০৫</sup> শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ব্যাপকভাবে মানুষ ফিতনায় থাকবে।

<sup>২০৬</sup> পানি বেগে নিগর্মন হওয়া ও প্রবাহিত হয়ে উথলে যাওয়া তথা ফিতনার বিস্তার লাভ বুঝানো হয়েছে।

২০৭. ইবনু আবি শাইবা (১৫/৫৪)।

২০৮. ইবনু আবি শাইবা (১৫/১১০), আদ-দানী (১/২৮৬)।



আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, প্রত্যেক উম্মতের রয়েছে ফিতনা। আর আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে ধন-সম্পদ।<sup>২০৯</sup>

## ৮২. ‘আদ দু-হাইমা’ বা ভয়ানক ফিতনা।

(فتنة الدهيماء)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كنا قعوداً عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: ((هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء؛ دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطليح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمه، فإذا قيل: انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده

আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এমনকি তিনি ইহলাসের ফিতনার<sup>২১০</sup> কথাও উল্লেখ করেন। এসময় জৈনক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে হে আল্লাহর রসূল! ইহলাসের ফিতনাটা কিরূপ? তিনি বলেন, তা হলো পলায়ন ও ধ্বংস। এরপর তিনি সাররা ফিতনার<sup>২১১</sup> কথা উল্লেখ করে বলেন, তা এমন এক ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হবে,<sup>২১২</sup> যাকে লোকেরা আমার বংশের লোক বলে মনে করবে,<sup>২১৩</sup> কিন্তু সে আসলে আমার বংশের লোক হবে না। কেননা, আমার বন্ধু-বান্ধব কেবল মুত্তাকী

২০৯. মুসনাদ আহমদ (৪/১৬০)।

<sup>২১০</sup> فتنة الأحلاس শব্দ দ্বারা উটের পিঠের উপর ব্যবহৃত বিছানো জিনপোশ বা মোটা কাপড়ের উদাহরণ দিয়ে ফিতনার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। তথা ফিতনা সর্বদা ঐ জিনপোশের মত স্থায়ীত্ব লাভ করবে।

<sup>২১১</sup> فتنة السراء বলতে মানুষের সুস্থতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য বুঝানো হয়েছে। এসব নি‘আমতের আধিক্যের কারণে মানুষ পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়।

<sup>২১২</sup> ظهورها তথা দখনھا

<sup>২১৩</sup> অর্থাৎ কর্মগতভাবে আমার বংশেরই মনে হবে।

লোকেরাই। এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে,<sup>২১৪</sup> যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে।<sup>২১৫</sup> (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না।)। এরপর চরম ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিতনার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, সকালে যে মু'মিন থাকবে সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলিমরা যে দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে, সেখানে কোন মু'মিন লোক থাকবে না। তোমরা যখন এ অবস্থায় পৌঁছবে, তখন দাজ্জাল বের হওয়ার অপেক্ষা করবে ঐ দিন থেকেই বা পরের দিন।<sup>২১৬</sup>

### ৮৩. অন্ধ ও বধির ফিতনা।

(فتنة عمياء صماء)

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবু হুরাইরাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

ويل للعرب! من شرّ قد اقترّب، من فتنة عمياء صماء بكماء، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ويل للساعي من الله يوم القيامة

নিকটবর্তী অকল্যাণের কারণে আরবের জন্য দূর্ভোগ! অন্ধ, বধির ও বোবার ফিতনার কারণে দূর্ভোগ! ঐ ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডয়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। আর হেঁটে চলা ব্যক্তির চেয়ে দণ্ডয়মান ব্যক্তি উত্তম। এবং দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে হেঁটে চলা ব্যক্তি উত্তম। শী'আমতের দিন দ্রুতগামী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে দূর্ভোগ।<sup>২১৭</sup>

<sup>২১৪</sup> অর্থাৎ লোকেরা কোন এক লোকের বাই'আতের জন্য সমবেত হবে।

<sup>২১৫</sup> তথা শাসন-কর্তৃত্বের অনুপযুক্ত ব্যক্তি যার সঠিকতা থাকবে না (তার কাছে বাই'আত গ্রহণ করা হবে)।

২১৬. আবু দাউদ (৪/৯৪)।

২১৭. ইবনু হিব্বান (১৫/৯৮)।

## ৮৪. ফিতনাকালে একাকিত্ব বরণ

(العزلة في الفتن)

আবু বাকরাহ রাঃরাঃআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَتَكُونُ فِتْنٌ، أَلَا تَمْ تَكُونُ فِتْنَةً؛ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: يَعْمَدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لَيَنْجُ إِنْ اسْتَطَاعَ النِّجَاءَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرَهْتَ حَتَّى يَنْطَلِقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفِينِ أَوْ إِحْدَى الْفَتَنِ فَضْرِبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: يَبُوءُ بِأَمْنِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

অচিরেই দুৰ্যোগ দেখা দিবে। সাবধান, সেখানে ফিতনা দেখা দিবে। তখন বসে থাকা লোক চলমান লোক থেকে ভাল থাকবে। আর চলমান লোক দ্রুতগামী লোকের চেয়ে ভাল থাকবে। সাবধান, যখন ফিতনা আপতিত হবে বা সংঘটিত হবে এ অবস্থায় যে ব্যক্তি উটের মালিক সে তার উট নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর যার বকরি আছে সে তার বকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর যার যমিন আছে সে তার যমিন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকুক। এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! যার উট, বকরি ও জমিন কিছুই নেই সে কি করবে? তিনি বললেন, সে তার তরবারী হাতে ধারণ করতঃ প্রস্তরাঘাতে সেটার ধারালো তীক্ষ্ণ অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। অতঃপর নিরাপদে থাকা সম্ভব হলে সে নিরাপদে থাকুক। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এ সময় জনৈক লোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! যদি চাপ সৃষ্টি করে দু'সারির কোন একটিতে অথবা দু'দলের কোন এক দলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, আর কোন এক লোক তার তরবারী দিয়ে আমাকে আঘাত করে বা তীর এসে আমার গায়ে লাগে এবং আমাকে সে মেরে ফেলে, তবে অবস্থা কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তবে সে তার ও তোমার পাপের বোঝা বহন করবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে।<sup>২১৮</sup>

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من  
الفتن

সে দিন বেশি দূরে নয়, যে দিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায়<sup>২১৯</sup> অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা হতে সে তার ধর্মসহ পলায়ন করবে।<sup>২২০</sup>

উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أشرف النبي - صلى الله عليه وسلم - على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟!  
إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার কোন একটি পাথর নির্মিত গৃহের<sup>২২১</sup> উপর আরোহণ করে বললেন, আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? তিনি বললেন, বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার স্থান সমূহের মত আমি তোমাদের গৃহসমূহের মাঝে ফিতনার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি।<sup>২২২</sup>

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن السعيد لمن جنب الفتن، إن  
السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصر فوها

অবশ্যই আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফিতনা হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; যে লোক ফিতনা হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; যে লোক ফিতনা হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান। আর যে ব্যক্তি ফিতনায় পড়ে ধৈর্য ধারণ করবে, তার জন্য কতই না মঙ্গল!<sup>২২৩</sup>

<sup>২১৯</sup> অর্থাৎ পাহাড়ের শীর্ষ-চূড়া।

<sup>২২০</sup>. ছহীহ বুখারী (১/১১)।

<sup>২২১</sup> অর্থাৎ কুটির বা দূর্গ।

<sup>২২২</sup>. ছহীহ বুখারী (৩/২৮), ছহীহ মুসলিম (৪/২২১১)।

<sup>২২৩</sup>. আবু দাউদ (৪/১০২)।

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجي الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه، أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه

ফিতনা তোমাদেরকে অন্ধকার রাতের মত আচ্ছাদিত করবে। লোকদের মধ্যে এমন প্রাচুর্যের অধিকারী এ ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে, যে তার ছাগলের দুধ<sup>২২৪</sup> পান করে (জীবন-যাপন করবে) অথবা যে গিরি পথের পার্শ্বে লুকিয়ে থেকে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তার তরবারীর কোষে খাবার খাবে।<sup>২২৫</sup>

## ৮৫. ফিতনার সময় ইবাদতের মাহাত্ম্য

(في فضل العبادة الفتن)

মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

العبادة في المخرج كهجرة إلى

কলহ ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিরাজমান কালে ইবাদতে লিপ্ত থাকা আমার কাছে হিজরত করে চলে আসার সমতুল্য।<sup>২২৬</sup>

## ৮৬. ফিতনার সময় একনিষ্ঠভাবে দু'আ করা।

(إخلاص الدعاء عند وقوع الفتن)

হুয়াইফাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. والمعنى: إلا من أخلص الدعاء؛ لأن من أشفى على الهلاك أخلص في دعائه طلب النجاة.

<sup>২২৪</sup> বলতে বকরির দুধ।

<sup>২২৫</sup> মুসতাদরাক হাকিম (২/৯২-৯৩)।

<sup>২২৬</sup> ছহীহ মুসলিম (৪/২২৬৮)।

অবশ্যই মানুষের উপর এমন যুগ আসবে, যে যুগে ডুবন্ত মানুষের দু'আর মত যে দু'আ করবে সে ছাড়া কেউ মুক্তি পাবে না।<sup>২২৭</sup> এ হাদীছের সারকথা হচ্ছে, মানুষ একনিষ্ঠভাবে দু'আ করবে। কেননা, তারা ঐ সময় ধ্বংসের নিকটবর্তী হবে। তার দু'আর মাঝে ফিতনা হতে মুক্তির আবেদন থাকবে।

## ৮৭. ফিতনা সংঘটিত হওয়ার সময় সিরিয়ায় হিজরত করা।

(الهجرة إلى الشام عند وقوع الفتن)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام

আমি দেখলাম, কিতাবের আলো আমার বালিশের নিচ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, হঠাৎ খেয়াল করলাম, তা উজ্জ্বলময় আলো যা সিরিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঈমানের ব্যাপারে সাবধান, যখন সিরিয়ায় ফিতনা সংঘটিত হবে।<sup>২২৮</sup>

কুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة

যখন সিরিয়াবাসীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, তখন তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকবে না। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সাহায্যে প্রাপ্ত হতে থাকবে। যারা তাদের ধ্বংস সাধন করতে চাইবে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।<sup>২২৯</sup>

২২৭. ইবনু আবি শাইবা (১৫/হা/২১)।

২২৮. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫০৯)। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ। ফাযায়িলুশ শাম (হা/১৫)।

২২৯. আবু দাউদ তুয়ালিছি হা/১০৭৬। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ। ফাযায়িলুশ শাম (হা/১৯)।

সালমা ইবনে নুফাইল রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন,

إني سئمت الخيل، وألقيت السلاح، ووضعت الحرب أوزارها، قلت: لا قتال، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم، ويرزقهم الله منهم، حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

আমি ঘোড়াকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছি, অস্ত্র ফেলে দিয়েছি এবং যুদ্ধের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। (কথা প্রসঙ্গে) আমি বললাম, এখন আর যুদ্ধ নেই। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, এখনই যুদ্ধের সময় হয়েছে। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই মানুষের উপর বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা এমন সম্প্রদায়ের অন্তর উঠিয়ে নিবেন যাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে থেকে তাদেরকে রিযিক দান করবেন। তাদের এ অবস্থার উপরই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ জারি হবে। হায়! এসময় মু'মিনদের উত্তম এলাকা হলো সিরিয়া। আর চুক্তি বন্ধ ঘোড়ার কেশগুচ্ছ ক্বিয়ামত পর্যন্ত উত্তম।<sup>২৩০</sup>

## ৮৮. নিফাকী (মুনাফিকী) প্রকাশ পাওয়া।

(ظهور النفاق)

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবু হুরাইরাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، يظهر النفاق، وترفع الأمانة، وتقبض الرحمة، ويؤتمن غير الأمين، أناخ بكم الشرف الجون . قالوا: وما الشرف الجون يا رسول الله؟! قال: (فتن كقطع الليل المظلم)

যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি। তাহলে অবশ্যই হাসতে কম কাঁদতে বেশি। নেফাকী (কপটতা) প্রকাশ পাবে, আমানত উঠে যাবে, রহমত ছিনিয়ে নেয়া হবে,

২৩০. মুসনাদ আহমদ (৪/১০৪)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ। ফাযায়িলুশ শাম (হা/৮৬)।

বিশস্ত ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হবে এবং খিয়ানতকারীকে আমানতদার নিয়োগ করা হবে। গুরফ<sup>২৩১</sup> ও জুন তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো তা কি হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির মত ফিতনার বিস্তার।<sup>২৩২</sup>

## ৮৯. বিনা কারণে হত্যা করা।

(القتل دونما سبب)

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا  
المقتول فيم قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج؛ القاتل والمقتول في النار

সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, পৃথিবী ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না মানুষ এমন যুগে উপনিত হবে যে যুগে হত্যাকারী জানবে না কি কারণে সে হত্যা করছে আর নিহত ব্যক্তিও বুঝবে না কি জন্য তাকে হত্যা করা হচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো এ অবস্থায় কি হবে? তিনি বললেন, হত্যা কান্ড ঘটবে। হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী।<sup>২৩৩</sup>

## ৯০. পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত খারাপ বছরের আগমন

(لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه)

যুবাইর ইবনে আদী রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

<sup>২৩১</sup> নেহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ফিতনার সময় বৃদ্ধি পাওয়ার উপমা পেশ করা হয়েছে কম বয়সী উটনীর সাথে।

২৩২. ইবনু হিব্বান (১৫/৯৯)।

২৩৩. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৩১)।



أتينا أنس بن مالك - رضي الله عنه - فشكونا إليه ما تلقى من الحجاج فقال: اصبروا فإنه ((لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم

আমরা আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গেলাম এবং হাজ্জাজের নিকট থেকে মানুষ যে জালাতন ভোগ করছে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, ধৈর্য ধর। কেননা, মহান প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) তোমাদের উপর এমন কোন যুগ অতীত হবে না, যার পরের যুগ তার চেয়েও খারাপ নয়। তিনি বলেন, একথাটি আমি তোমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।<sup>২৩৪</sup>

## ৯১. অহঙ্কারের সময় উম্মতের প্রতিদান

(جزاء الأمة إذا بطرت)

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا مشت أمتي بالمطيطاء، وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم؛ سلط شرارها على خيارها

যখন আমার উম্মত দাস্তিকতার<sup>২৩৫</sup> সাথে চলবে এবং পারস্য ও রোমের রাজ বংশের লোকেরা তাদের দাসানুদাস হবে তখন এ উম্মতের উত্তম ব্যক্তি দের উপর দুষ্ট ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া হবে।<sup>২৩৬</sup>

আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

২৩৪. ছহীহ বুখারী (৯/৬১-৬২)।

<sup>২৩৫</sup> অর্থাৎ উম্মতের লোকদের মাঝে অহংকার প্রদর্শন করে চলার আক্কা থাকা এবং পারস্য ও রোমের রাজ পরিবারের লোক তাদের অনুসরণ করবে।

২৩৬. তিরমিযী (৪/৫২৬)।

سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام، ويشربون ألوان الشراب، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشققون في الكلام، فأولئك شرار أمتي

অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক বিভিন্ন রংয়ের খাবার ও পানীয় গ্রহণ করবে, বিভিন্ন রংয়ের পোশাক পরিধান করবে আর তারা বড় বড় কথা বলবে। তারাই মূলতঃ উম্মতের নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক।<sup>২৩৭</sup>

## ৯২. সমাজে সৎলোকের চলে যাওয়া।

(ذهاب الصالحين)

মিরদাস আসলামী রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يقبض الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير، لا يعبأ الله بهم شيئاً

নেকলোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর বাকী থাকবে খেজুর ও যবের খোসা গুলোর মত খোসাগুলো;<sup>২৩৮</sup> আল্লাহ যাদের ভ্রক্ষেপ করবেন না।<sup>২৩৯</sup>

## ৯৩. মুসলিমদের পাপচারিতার কারণে তাদের উপর মুশরিকদের কর্তৃত্ব লাভ করা।

(تسلط المشركين على المسلمين بذنوبهم)

সামুরা রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم، ثم يكونوا أسداً لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فينكمم

২৩৭. তবারানীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৮/১০৭)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান লি-গাইরিহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছহীহত তারগিব (২/৪৭৯)।

২৩৮ অর্থাৎ বর্ষিতাংশ বা বাইরের আবরণ।

২৩৯. ছহীহ বুখারী (৮/১১৪)।

অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা অনারবীয়দের দ্বারা তোমাদের হাতের ক্ষমতা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তারা হবে সিংহের ন্যায় যারা পলায়ন করবে না। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের যুদ্ধ সম্পদ তারা ভক্ষণ করবে।<sup>২৪০</sup>

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ: وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، قَالُوا: وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ: تَنْتَهَكَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ؛ فَيُشَدُّ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ فَيَمْنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ. وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ مَرَّتَيْنِ

তোমরা অমুসলিমদের নিকট হতে (জিয়ইয়াহ স্বরূপ) একটি দীনার বা দিরহামও তোমরা পাবে না, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে? তাকে বলা হলো, হে আবু হুরাইরাহ আপনি কিভাবে মনে করেন যে, এমন অবস্থা দেখা দিবে, তিনি বললেন, হ্যাঁ, শপথ সে সত্তার যার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত তার উক্তি থেকে আমি বলছি। লোকেরা বললো, কী কারণে এমন হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলের দেয়া নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করা হবে। ফলে আল্লাহ তা‘আলা জিম্মীদের হৃদয়কে কঠিন করে দিবেন; তারা তাদের হাতে সম্পদ দিবে না। শপথ সে সত্তার যার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ অবশ্যই এরূপ দু’বার হবে।<sup>২৪১</sup>

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَحَاصِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَاحِلِهِمْ سِلَاحَ

অচিরেই মুসলিমদেরকে মদীনা হতে অবরোধ করা হবে, এমনকি তাদের দূরতম যুদ্ধক্ষেত্র<sup>২৪২</sup> হবে ‘সালাহ’।<sup>২৪৩</sup>

২৪০. মুসনাদ আহমদ (৫/১১,২২), রুইয়ানী তার মুসনাদে হাদীছটি বর্ণনা করেন (১/৩৫১)।

২৪১. মুসনাদ আহমদ (২/৩৩২), ইমাম বুখারী রহিমাছল্লাহ হাদীছটি মু‘আল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেন। ছহীহ বুখারী (৬/২৮০/ ফতহুল বারী)।

২৪২ অর্থাৎ সীমান্ত শহর।

২৪৩. তথা খাইবারের নিকটবর্তী এলাকা। আবু দাউদ (৪/৯৭)।

ইবনে ছাওবান রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليترعنَّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت

খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চারদিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বললো, সে দিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, তোমরা বরং সে দিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের পক্ষ হতে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভীর্ণতা ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! ‘আল-ওয়হন’ কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।<sup>২৪৪</sup>

হুয়াইফাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها؟ قالوا: لا ندري، قال: لكني والله أدري؛ أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر. فقال رجل من القوم: قبح العاجز عن ذاك، فضرب ظهره حذيفة مراراً ثم قال: قبحت أنت، قبحت أنت

তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে যখন তোমরা আনন্দিত হবে তখন কি অবস্থা হবে যেমন কোন মহিলার সামনে কেউ আসলে সে তাকে বাধা দেয় না। লোকেরা বললো, আমরা এ বিষয়ে জানি না। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি তা জানি। সে সময় তোমরা অপারগতা ও পাপাচারীতার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে। লোকদের মধ্যে হতে একজন বললো, দ্বীন হতে বিছিন্ন অক্ষম ব্যক্তি নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবে। হুয়াইফাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু তার পিঠে কয়েকবার আঘাত করলেন। অতঃপর বললেন, তুমি ঐ সময় নিকৃষ্ট হবে, তুমি নিকৃষ্ট হবে।<sup>২৪৫</sup>

২৪৪. আবু দাউদ (৪২৯৭)।

২৪৫. ইবনু আবি শাহ্বা (১৫/১৮, ১১৯), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৪৫৯), আদ-দানী (৩/৫৫০), নাদিম (১/৪৩, ৪৫)। হাদীছটির সনদ দ্বিধা; তবে ইমাম আবু হাতিম ও ইমাম বুখারী দুজনে হাদীছটি উল্লেখ

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها،  
وعدتم من حيث بدأت، وعدتم من حيث بدأت، وعدتم من حيث بدأت، شهد على ذلك لحم  
أبي هريرة ودمه

ইরাক তার রৌপ্য মুদা এবং কাফীয<sup>২৪৬</sup> দিতে বাধ্য করবে। সিরিয়াও তার মুদ<sup>২৪৭</sup> এবং স্বর্ণ মুদা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে। অনুরূপভাবে মিসরও তাদের আরবাদ<sup>২৪৮</sup> এবং স্বর্ণমুদা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে। পরিশেষে তোমরা পূর্ববস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে, তোমরা পূর্ববস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। এ কথার প্রতি আবু হুরাইরাহ এর রক্ত-গোশত সাক্ষ্য দিচ্ছে।<sup>২৪৯</sup>

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يوشك أهل العراق أن لا يجي إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم  
يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجي إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟  
قال: من قبل الروم

শীঘ্রই ইরাকবাসীরা না খাদ্য শস্যপাবে না দিরহাম পাবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে এ বিপদ সংঘটিত হবে। তিনি বললেন, অনারবদের কারণে। তারা তা (খাদ্য শস্য) দেয়া বন্ধ করে দিবে। তিনি পুনরায় বললেন, অচিরেই সিরিয়াবাসীর নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্য শস্যও আসবে না। আমরা জিজ্ঞেস

---

করলেও তারা সনদের জারাহ এবং তা'দীলের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। তবে হাকিম মনে করেন, হাদীছটির সনদ শক্তিশালী। মুসতাদরাক হাকিম (৪/৪৫৮)।

<sup>২৪৬</sup> منعت العراق درهمها وقفيزه হাদীছের এ কথার ব্যাখ্যায় মুসলিমের ব্যাখ্যা গৃহ্যে ইমাম নভবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এখানে দু'টি কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ইরাকবাসীর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের জিয়ইয়া মাওকুফ হবে। দ্বিতীয়ত অর্থ হচ্ছে শেষ যুগে অনারবী ও রোমকরা দেশের শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে, অতঃপর তারা মুসলিমদেরকে এসব থেকে বাধা দিবে। এ শেষ ব্যাখ্যাটিই প্রসিদ্ধ। শারহ মুসলিম (১৮/২০)।

<sup>২৪৭</sup> مديا শব্দ দ্বারা সিরিয়ায় প্রচলিত পরিমাপ বুঝানো হয়েছে।

<sup>২৪৮</sup> إردبها শব্দ দ্বারা মিশরের প্রচলিত পরিমাপ উদ্দেশ্যে।

করলাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন, রোমের দিক হতে।<sup>২৫০</sup>

### ৯৪. পশমি জুতা পরিধানকারী সম্প্রদায়ের যুদ্ধ করা।<sup>২৫১</sup>

(محاربة قوم نعلهم الشعر)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً عراض الوجوه، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، وكأن أعينهم حدق الجراد، ينتعلون الشعر، ويتخذون الدرق، يربطون خيولهم بالنخيل

ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, যাদের চওড়া চেহারা, চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপটা এবং মুখমন্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত।<sup>২৫২</sup> তাদের চোখ দেখতে পঙ্গপালের মত, তারা পশমের জুতা ব্যবহার করবে। এবং আত্মরক্ষার্থে চামড়ার ঢাল<sup>২৫৩</sup> ব্যবহার করবে। তারা তাদের ঘোড়াগুলো খেজুর গাছের সাথে বেঁধে রাখবে।<sup>২৫৪</sup>

২৫০. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৩৪)।

২৫১. ইমাম নভবী বলেন, হাদীছে বর্ণিত নিদর্শন সমূহ আমাদের বর্তমান যুগেও বিদ্যমান। অন্য রেওয়াজেতে ছোট আঁখের কথার উল্লেখ আছে। এসব নিদর্শন বলা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। ঐ তুর্কি জাতির এসব নিদর্শন তথা ছোট চোখ, চেহারা লাল, নাক চেপটা ও মুখমন্ডল পেটানো ইত্যাদি ছিফাত বিশিষ্ট লোক আমাদের যুগেও রয়েছে। এসব নিদর্শনধারী লোকদের সাথে মুসলিমরা কয়েকবার যুদ্ধ করেছে। বর্তমানেও যুদ্ধ চলছে। আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, যেন মুসলিমদের কার্যাবলী সফল হয়। তিনি যেন তাদেরকে নানাঅবস্থায় বিভিন্ন ভালকর্মকান্ডের মাধ্যমে তার দয়ার উপর অটল রাখেন এবং তাদেরকে সংরক্ষণ করেন। আর দরুদ বর্ষিত হোক রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যিনি অহী ব্যতীত কিছুই বলেন না।

২৫২. শব্দটি من এর বহুবচন। অর্থ খাঁজ কাটা।

২৫৩. অর্থাৎ চামড়ায় খাঁজ কাটা।

২৫৪. অর্থাৎ তারা ইরাক দখল করবে। ইবনু মাজাহ (২/১৩৭২), মুসনাদ আহমদ (৩/৩১)।

## ৯৫. তুর্কীজাতির সাথে যুদ্ধ

(قتال الترك)

আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك، صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم  
الجان المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر

ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপটা এবং মুখমন্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত। আর ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।<sup>২৫৫</sup>

আবু বাকরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يترل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر، يكثر  
أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين، قال ابن يحيى: قال أبو معمر: وتكون من أمصار  
المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء، عراض الوجوه، صغار الأعين، حتى  
يترلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلوكوا،  
وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذرايعهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم  
الشهداء

দাজলা (তাইগ্রিস) নদীর তীরবর্তী নিচু এলাকায় ‘বাসরাহ’ নামক স্থানে আমার উম্মতের কিছু লোক বসতি স্থাপন করবে। সেই নদীর উপরে সেতু থাকবে আর নাগরিকের সংখ্যা হবে প্রচুর। আর এটা হবে মুহাজির দের শহরসমূহের একটি। শেষ যামানায় চওড়া চেহারা ও ছোট চোখ বিশিষ্ট ‘কানতুরা’ গোত্র সেই নদীর অববাহিকায় ঘাঁটি স্থাপন করবে। এবং উক্ত শহরের বাসিন্দারা তিন দলে বিভক্ত

হয়ে যাবে। একদল গরুর লেজ ধরে মরুভূমিতে যাবে এবং ধ্বংস হবে। দ্বিতীয় দল নিজেদের জন্য নিরাপদ স্থান খুঁজবে এবং কাফির হয়ে যাবে। তৃতীয় দল তাদের পিছনে পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদি রেখে দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং শহীদ হবে।<sup>২৫৬</sup>

বুরাইদাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحصف ثلاث مرار، حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلون كلهم من بقي منهم، قالوا: يا نبي الله من هم؟ قال: هم الترك، قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سوارى مساجد المسلمين) قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيان أو ثلاثة، ومتاع السفر والأسقية، بعد ذلك للهرب، مما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - من البلاء من أمراء الترك

আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম। আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, চওড়া চেহারা, ছোট চোখ, তাদের চেহারা দেখতে খাজ-কাটা<sup>২৫৭</sup> কথাটি তিনি তিনবার বললেন, তারা তাদেরকে (আরবীয়দেরকে) আরব উপদ্বীপে একত্রিত করবে। প্রথমে যারা তাদের থেকে পলায়ন করবে, তারা মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় কতিপয় ধ্বংস হবে এবং কতক মুক্তি পাবে। তৃতীয় পর্যায়ে যারা সেখানে থেকে যাবে তাদেরকে তারা আগুনের ছাঁকা দিবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তারা কে? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তারা হচ্ছে তুর্কী। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তারা তাদের ঘোড়া মুসলিমদের মসজিদের খুঁটির সাথে বেধে রাখবে। নাবী বলেন, বুরাইদাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু দু'টি অথবা তিনটি উটের সংখ্যার পার্থক্য করতেন না, এরপর সফরের আসবাব পত্র ও পানীয় নিয়ে তারা পলায়নের প্রস্তুতি নিবে, যা তিনি তুর্কী শাসকদের নিপীড়নের ব্যাপারে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে থেকে শুনেছেন।<sup>২৫৮</sup>

২৫৬. আবু দাউদ (৪/১১৩)।

<sup>২৫৭</sup> অর্থাৎ ঢাল-চাকতী।

২৫৮. মুসনাদ আহমদ (৫/৩৪৮), আবু দাউদ (৪/১১৩)।



## ৯৬. হাবশীদের সাথে যুদ্ধ।

(قتال الحبشة)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كثر الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة

যতদিন পর্যন্ত ইথিওপীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে, তোমরাও তাদের ত্যাগ করো। কেননা, ইথিওপিয় ছোট গোছাধারী এক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কা'বার ভান্ডার লুণ্ঠন করবে না।<sup>২৫৯</sup>

## ৯৭. (আরবের প্রাচীন গোত্র) 'মুযার' কর্তৃক ফাসাদ সৃষ্টি<sup>২৬০</sup>

(فساد مُضَرَ)

হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن هذا الحي من مضر لا تدع الله في الأرض عبداً صالحاً إلا فتنه وأهلكته، حتى يدركها الله مجنود من عباده، فيذللها حتى لا تمنع ذنب تلعة

আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মুদ্বিরদের (আরবের প্রাচীন গোত্রের) কাউকে জমিনে আল্লাহর নেক বান্দা বলে ডেকো না; এরূপ হলে তারা ফিতনায় ফেলে দিবে এবং ধ্বংস সাধন করবে। আল্লাহ তা'আলার

২৫৯. আবু দাউদ (৪/১১৪), মুসনাদ আহমদ (৫/৩৭১)।

২৬০. আরবীয় একটি গোত্র।

বান্দার মধ্যে হতে কতিপয় সৈন্যবাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করে অপমান করবে।<sup>২৬১</sup>

### ৯৮. ‘আদন’ গোত্র হতে সৈন্য বের হওয়া।

(جيش من عدن)

ইবনে আব্বাস রাঃরাঃ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم

আদান আবইয়ান গোত্র হতে বার হাজার সৈন্য বের হবে যারা আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্যে করবে, তারা আমার ও তাদের সময়ে উত্তম।<sup>২৬২</sup>

### ৯৯. বাসরা শহরে ভূমি ধ্বস হওয়া

(خسف بالبصرة)

আনাস ইবনে মালিক রাঃরাঃ আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন,

يا أنس إن الناس يمصرون أمصاراً، وإن مصراً منها يقال له: البصرة؛ فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير

হে আনাস! নিশ্চয়ই লোকেরা বিভিন্ন শহরের পত্তন করবে। জেনে রাখো, তার মধ্যে বাসরাহ নামক একটি শহরও হবে। তুমি যদি এর পাশ দিয়ে যাও বা এতে প্রবেশ করো তাহলে সাবধান থাকবে এর লবনাক্ত<sup>২৬৩</sup> যমিন হতে, এর ‘কাল্লা’<sup>২৬৪</sup>

২৬১. মুসনাদ আহমদ (৫/৩৯০)।

২৬২. মুসনাদ আহমদ (১/১৩৩)।

<sup>২৬৩</sup> লবনাক্ত এলাকা।

নামক স্থান হতে এবং বাজার ও নেতাদের দরজা হতে এবং আশপাশ থেকে। কেননা, এটা ধ্বংসে যাবে, নিষ্কিষ্ট হবে আর ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হবে। আর একদল লোক রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকবে; কিন্তু প্রত্যুষে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হবে।<sup>২৬৫</sup>

جاء رجل إلى حذيفة فقال: إني أريد الخروج إلى البصرة، فقال: إن كنت لا بد لك من الخروج فانزل عذواتها، ولا تنزل سرقتها .

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুহুর নিকট এক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি বাসরার দিকে যেতে ইচ্ছা করছি, অতঃপর তিনি বললেন, যদি তোমার ভ্রমণ করার দরকার হয় তাহলে (লবনহীন) পবিত্র এলাকায় ভ্রমণ করবে আর মধ্যবর্তী অঞ্চল ভ্রমণ করবে না।<sup>২৬৬</sup>

## ১০০. কুরআনের অপব্যাখ্যা করা।

(تأول القرآن على غير وجهه)

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، قالوا: يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، ويحبون اللبن؛ فيدعون الجماعات والجمع ويبدون

আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের ধ্বংস কিতাব ও দুধের ব্যাপারে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কিতাব ও দুধ বলতে কি? তিনি বললেন, লোকজন কুরআন শিক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন সে উদ্দেশ্যে ব্যতীরেকে কুরআনের অপব্যাখ্যা

<sup>২৬৪</sup> অর্থাৎ বসরার একটি অঞ্চল।

<sup>২৬৫</sup> আবু দাউদ (৪/১১৩)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ মিশকাতের তাহকিকে বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ। মিশকাত (৩/১৪৯৬)।

<sup>২৬৬</sup> عذواتها দ্বারা উদ্দেশ্যে এমন এলাকা যা লবনাক্ত ও জলাভূমি নয় আর وسطها শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, বসরার আশে পাশে ভ্রমণ করো কিন্তু মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করো না। ইবনু আবি শাইবা (১৫/১১৫)।

করবে। তারা দুধ পছন্দ করবে (খাবার গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে) ছালাতের জামা'আত ত্যাগ করবে। মু'মিনদের সাথে তর্কে লিপ্ত হবে।<sup>২৬৭</sup>

### ১০১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ছেড়ে দেয়া।

(ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فقال رجل من القوم: أيأتي علينا زمان نرى المنكر فيه فلا نغيره!! قال: قال: والله لتفعلن، قال: فجعل حذيفة يقول بأصبعه في عينه: كذبت والله - ثلاثاً -، قال الرجل: فكذبتُ وصدق

অবশ্যই তোমাদের উপর এমন এক যুগ আসবে, ঐ সময় যে সৎকাজের আদেশ দিবে না এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে না তাকে উত্তম মনে করা হবে। দলের একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, আমাদের উপর কি এমন যুগ আসবে যে সময় আমরা অন্যায় দেখতে পাবো কিন্তু বাধা দিবো না? তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা এটা করবে। হুয়াইফা তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি মিথ্যা বলেছ, এ কথা তিনি তিনবার বললেন। লোকটি বললো, আমি মিথ্যা বলেছি, তিনি সত্য বলেছেন।<sup>২৬৮</sup>

### ১০২. গাড়ির প্রচলন হওয়া।

(ظهور السيارات)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ، يتزلون على أبواب المسجد، نساؤهم كاسيات عاريات؛ على

২৬৭. মুসনাদ আহমদ (৪/১৫৫)।

২৬৮. ইবনু আব্বি শাইবা (১৫/৯০-৯১, ৩৩৮)।

رءوسهم كأسمة البخت العجاف، العنوهن فإفن ملعنات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم  
لخدمن نساؤكم نساءهم، كما يخدمكم نساء الأمم قبلكم

আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে আমার উম্মতের মাঝে অচিরেই এমন কতিপয় লোক থাকবে যারা আরোহণ করবে চামড়ার তৈরি অশ্ব-জিনের (গদি) সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ যান বাহনে।<sup>২৬৯</sup> তারা মসজিদের দরজার সামনে নামবে। তাদের স্ত্রী লোকেরা কাপড় পড়েও উলঙ্গ হবে। তাদের মাথায় থাকবে ছিপছিপে পাতলা কাপড়। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো কেননা, তারা অভিশপ্ত। তোমাদের পরবর্তী জাতি যদি থাকতো অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী লোকদের খেদমত করতো তাদের স্ত্রী লোকেরা। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির স্ত্রী লোকেরা তোমাদের খেদমত করতো।<sup>২৭০</sup>

### ১০৩. ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ করা।

(اتباع سنن اليهود والنصارى)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه  
علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك

বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মত হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তাই করবে।<sup>২৭১</sup>

<sup>২৬৯</sup> الرجل হচ্ছে উটে আরহণ করা

<sup>২৭০</sup> শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু বলেছেন, হাদীছটিতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞানগত অদৃশ্য মু'জিযার কথা উল্লেখ আছে। তিনি দাঙ্গিকপূর্ণ যানবাহনের প্রতি ইশারা করেছেন, জানাযার উদ্দেশ্যে ঐ যানবাহনে আরহণ করে এমন লোক মসজিদে আসবে, নামাযের সময়ে যারা ঐ যানবাহনেই অবস্থান করে মসজিদের পার্শ্বে অপেক্ষামান থাকবে। এটাই পূর্ণ ব্যাখ্যা। ছহীহ মাওয়ারিদয যাম'আন (২/৪৭), আছ-ছহীহাহ (৬/৪১৫)। (খ) মুসনাদ আহমদ (২/২২৩)।

<sup>২৭১</sup> (গ) তিরমিযী (৫/হা/২৬)।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবু সাঈদ খুদরী রাঈয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

لتبعن سنن من كان قبلكم شراً بشيراً وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمن!

অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘত, বাহুতে বাহু, এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাই করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! তারা কি ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান? তিনি বললেন, তারা ব্যতীকে আবার কে!<sup>২৭২</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شراً بشيراً وذراعاً بذراع، فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك

ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না আমার উম্মত পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি বিঘতে বিঘত, বাহুতে বাহু, (পুঙ্খানুরূপে) গ্রহণ না করেছে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তারা কি পারস্য ও রোমের অধিবাসী? তিনি বললেন, তারা ব্যতীত আবার কে!<sup>২৭৩</sup>

হুয়াইফা রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لتركن سنة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، غير أني لا أدري تعبدون العجل أم لا؟

অবশ্যই তোমরা বনী ইসরাঈলের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে জুতার মত,<sup>২৭৪</sup> তীরের পালকের মতো। তবে তোমরা গো-বৎস পূজা করবে কিনা তা আমি জানি না।<sup>২৭৫</sup>

২৭২. ছহীহ বুখারী (৯/১২৬)।

২৭৩. ছহীহ বুখারী (৬/২৬৬৯)।

<sup>২৭৪</sup> القذة হচ্ছে তীরের পালক আর এটার উদাহরণ পেশ করার করার কারণ হলো তীরের পালকগুলো একই

রকম হয়ে থাকে। (উম্মতের রীতি-নীতিও তাদের রীতি-নীতির মতই হবে)।

২৭৫. ইবনু আবি শাইবা (১৫/১০৬)।

## ১০৪. সমকামিতা প্রকাশ পাওয়া।

(ظهور اللواط)

আনাস রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا استحلت أمتي خمساً فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن، وشربوا الخمر، ولبسوا الحرير،  
واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء

যখন আমার উম্মত পাঁচটি জিনিসকে হালাল মনে করবে, তখন তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে। যখন পরস্পরে অভিষাপ<sup>২৭৬</sup> করবে। মদ পান করবে। রেশমি পোশাক পরিধান করবে। গায়িকাদের<sup>২৭৭</sup> পছন্দ করবে। আর যখন তারা পুরুষে পুরুষে<sup>২৭৮</sup> ও নারীতে নারীতে সমকামিতায় লিপ্ত হবে।<sup>২৭৯</sup>

## ১০৫. কালো রং (খেযাব) ব্যবহার করা।

(الصيغ بالسواد)

ইবনে আব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام؛ لا يرجون رائحة الجنة

শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের গলায় থলের<sup>২৮০</sup> ন্যায় কালো রংয়ের খেযাব লাগাবে। তারা জান্নাতের স্রাবও পাবে না।<sup>২৮১</sup>

<sup>২৭৬</sup> লা'নাত হতে উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে অভিষাপ করা। যেমন আজকাল ফাসেকদের সকাল অতিবাহিত হয় তাদের অভিবাদন অভিষাপের মধ্যে দিয়ে। অথবা এটা হতে পারে, প্রথমেই এ উম্মতের মাঝে অভিষাপ চালু থাকবে।

<sup>২৭৭</sup> অর্থাৎ গায়িকা।

<sup>২৭৮</sup> সমকামিতার দিকে ঈঙ্গিত করা হয়েছে।

<sup>২৭৯</sup> বায়হাকী শু'আবুল ঈমান (৩/৩৭৭, ৪/৩৭৭)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান লি-গাইরিহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছহীহত তারগিব (২/২৪৬৬)।

<sup>২৮০</sup> অর্থাৎ বুক।

<sup>২৮১</sup> তথা তারা গন্ধও পাবে না। আবু দাউদ (৪/৮৭)।

## ১০৬. গর্ভপাত ঘটানো।

(الإجهاض)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَتؤخذن المرأة فليبقرن بطنها، ثم ليؤخذن ما في الرحم فلينبذن مخافة الولد

অবশ্যই মহিলাদেরকে ধরা হবে তাদের পেট কাটা হবে। অতঃপর পেটে যা আছে বের করে নেয়া হবে। অতঃপর সন্তান ধারণের ভয়ে তা (জ্ঞান) নষ্ট করা হবে।<sup>২৮২</sup>

## ১০৭. নির্বোধদের শাসন বহাল থাকা

(إمارة السفهاء)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'ব ইবনে উজরাহকে বলেন,

أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردوا علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيردوا علي حوضي، يا كعب بن عجرة الصوم جنة، والصدقة تطفي الخطيئة، والصلاة قربان أو قال برهان، يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت؛ النار أولى به، يا كعب بن عجرة الناس غاديان: فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها

নির্বোধদের শাসন-কর্তৃত্ব হতে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আশ্রয় দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, নির্বোধদের শাসন-কর্তৃত্ব কি? তিনি বললেন, আমার পরে এমন শাসকদের আবির্ভাব হবে যারা আমার পথ নির্দেশনা ও সুন্নাত অনুসরণ করবে না। তাদের মিথ্যাকে যারা সত্য মনে করবে আর তাদের যুলুম-অন্যায় কাজে সহযোগিতা



করবে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আমার হাউযে কাওছারের কাছে আসতে পারবে না। আর পক্ষান্তরে, যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য মনে করবে না এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতা করবে না তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা আমার হাউযে কাওছারের কাছে আসবে। হে কা'ব ইবনে উজরাহ সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ আর ছাদাকাহ বা দান পাপকে মিটিয়ে দেয়। আর ছালাত হচ্ছে প্রভুর নিকটবর্তীকারী ইবাদত। অথবা তিনি বলেছেন, তা প্রমাণ স্বরূপ। হে কা'ব ইবনে উজরাহ অবৈধ উপায়ে গঠিত শরীর জান্নাতে যাবে না। এ শরীর জাহান্নামের উপযুক্ত। হে কা'ব ইবনে উজরাহ প্রত্যুষে আগমনকারী মানুষ দু' শ্রেণীর। ক. নিজের কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে অতঃপর সে একারণে মুক্তি লাভ করবে। খ. কু-প্রবৃত্তির পূজা করে, একারণে সে ধ্বংস হবে।<sup>২৮৩</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل، لا طاعة لمن عصى الله

অচিরেই আমার পরে এমনসব লোক তোমাদের নেতা হবে যারা সূন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদআতের অনুসরণ করবে। এবং নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে ছালাত আদায় করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি তাদের যুগ পাই, তবে কি করবো? তিনি বললেন, হে উম্মে আবদ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কি করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যচরণ করে, তার আনুগত্য করা যাবে না।<sup>২৮৪</sup>

আবু সাঈদ খুদরী রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال في خطبته: (إلا إني أوشك أن أدعى فأجيب، فيليكم عمال من بعدي؛ يقولون ما تعلمون ويعملون ما تعرفون وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك زمانا، ثم يليكم عمال من بعدهم يعملون بما لا يعلمون ويعملون بما لا

২৮৩. মুসনাদ আহমদ (৩/৩২১)।

২৮৪. ইবনু মাজাহ (২/৯৫৬)।

تعرفون، فمن فادهم وناصحهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن أنه محسن، وعلى المسيء أنه مسيء

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন, অতঃপর তিনি তার ভাষণে বলেন, অচিরেই আমি বিদায় নিব। আমার পরে শ্রমিক লোক তোমাদের নের্তৃত্ব দিবে, তোমরা যা জান তারা তাই বলবে, তারা সে কাজই করবে যা তোমরা জান। তখন তাদেরই আনুগত্য থাকবে। তোমরা এমন যুগের অপেক্ষা করো। অতঃপর শ্রমিক লোক তোমাদের নের্তৃত্ব দিবে, তোমরা যা জান তারা তাই বলবে, তারা সে কাজই করবে যা তোমরা জান। যারা তাদের প্রতি আসক্ত হবে এবং তাদেরকে পরামর্শ দিবে। তারা ধ্বংস হবে এবং ধ্বংস করবে। তোমরা তাদের সাথে মিশবে এবং তোমরা তোমাদের কাজের মাধ্যমে তাদেরকে ত্যাগ করবে। ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলেই সাক্ষ্য দিবে।<sup>২৮৫</sup>

হুয়াইফাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إنما ستكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم؛ فليس منا، ولست منه، ولا يرد عليّ الخوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم؛ فهو مني، وأنا منه، سيرد عليّ الخوض

অচিরেই এমন শাসক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে মিথ্যুক ও অন্যায়কারী। যে তাদের মিথ্যাকে সত্য মনে করবে এবং তাদের অন্যায় কাজের উপর সহযোগিতা করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমিও তার দলে নই। সে হাউযে কাওছারের কাছে আসতে পারবে না। আর যে তাদের মিথ্যাকে সত্য মনে করবে না এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতা করবে না। সে আমার দলভুক্ত, আমিও তার দলভুক্ত। সে আমার হাউযে কাওছারের কাছে আসবে।<sup>২৮৬</sup>

হুয়াইফাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يكون عليكم أمراء يعذبونكم، ويعذبهم الله

২৮৫. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ (৭/১০৫)।

২৮৬. মুসনাদ আহমদ (৫/৩৮৪)।

তোমাদের উপর এমন শাসকগোষ্ঠির আবির্ভাব হবে যারা তোমাদেরকে শাস্তি দিবে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে শাস্তি দিবেন।<sup>২৮৭</sup>

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لا تزالوا بخير ما لم يكن عليكم أمراء لا يرون لكم حقاً إلا إذا شاءوا

তোমরা কল্যাণের সাথেই থাকবে যতদিন না তোমাদের উপর এমন শাসক না আসে যারা তোমাদের জন্য কোন হক্ক পছন্দ করে না তারা যা চায় তা ব্যতীরেকে।<sup>২৮৮</sup>

কাইস ইবনে আবু হাযেম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

كيف إذا ضيع الله أمركم؟ قالوا: يا أبا عبد الله ما نزال. قال: رأيتم إذا ولي عليكم من لا يزن عند الله جناح بعوضة، أفترونه ضيع أمركم؟!

তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্ম সঙ্কুচিত করে দিবেন? লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আবু আব্দুল্লাহ, আমরাতো তখন থাকবো। তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো না যখন এমন লোক তোমাদের উপর নেতৃত্ব দিবে, আল্লাহর নিকট মশার ডানা পরিমাণ যার মূল্য থাকবে না। তোমরা কি মনে করো, এটাকি তোমাদের কর্ম সঙ্কুচিত হওয়া নয়!?<sup>২৮৯</sup>

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة .

قلت: قال الحافظ ابن حجر في النكت الطراف ( 47/3 ) : ((قلت: قد عرف ذلك أبو هريرة. أخرجه عمر بن شبة (م 262) في تاريخ المدينة قال: ثنا أبو داود وأبان كلاهما عن يحيى ثنا أبو جعفر أنا أبو هريرة قال: ليخرجن أهل المدينة من المدينة خير ما كانت. قيل: من يخرجهم يا أبا هريرة؟ قال: أمراء السوء

২৮৭. ইবনুল জা'আদ (৩৩৮), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৪৩৫, ৫০৪)।

২৮৮. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৪৩৫)।

২৮৯. মুহাম্মদ ইবনে আছিম আছ-ছাক্বাফী (১২১), ইবনু আবু শাইবা (১৫/৩৬), আবু নাজিম (১/২৮০)।

ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমুদয় ফিতনা সম্পর্কে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। ফিতনা সম্পর্কীয় কতক বিষয় সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি। তবে মদীনাবাসীকে কোন কারণে মদীনা হতে বের করা হবে সে সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি।<sup>২৯০</sup>

ইবনে হাজার আসক্বালানী র. আন-নুকাতুয় যুররাফ গ্রন্থে (৩/৪৭) বলেন, আমি বললাম, এ বিষয়ে আবু হুরাইরাহ রা. জানেন, উমার ইবনু শিব্বাহ তারিখুল মাদিনাহ গ্রন্থে (মুসলিম হা/২৬২) তাখরিজ করেছেন, তিনি বলেন, আবু দাউদ আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, দু'জনেই ইয়াহিয়া হতে বর্ণনা করেছেন, আবু জা'ফর আমাদের ও আবু হুরাইরার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, অবশ্যই মদীনাবাসীদেরকে তাদের কল্যাণকর বিষয় হতে বের করে দেয়া হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু হুরাইরা! কারা তাদেরকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, নিকৃষ্ট শ্রেণীর শাসক।

মুয়াবিয়া রাডিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يكون أمراء فلا يُرَدُّ عليهم قوْلهم ، يتهافنون في النار يتبع بعضهم بعضاً

এমন শাসক শ্রেণীর আবির্ভাব হবে যাদের কথার বিরোধীতা করা যাবে না।<sup>২৯১</sup> তারা পরস্পর আগুনে ঝাপ দিলেও কতিপয় তাদের অনুসরণ করবে।<sup>২৯২</sup>

১০৮. উম্মতের কতক কতকের বিরোধী হওয়া।

(خروج الأمة بعضها على بعض)

ওয়াছিলা ইবনে আসক্বা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أتزعمون أي آخركم وفاة؟! ألا إني من أولكم وفاة، وتتبعوني أفناداً يهلك بعضكم بعضاً)

২৯০. মুসনাদে আহমাদ (৫/৩৮৬), ছহীহ মুসলিম (২৮৯১)।

২৯১ অর্থাৎ যারা বাতিল-অন্যায় কথা বলবে, তাদের জঘন্য অন্যায় ও পাপাচারিতার বিরুদ্ধে কেউ কথার বলার সাহস পাবে না।

২৯২. আবু ইয়া'লার বর্ণনা: মুসনাদ: (৪/১৭৭৯), তাবারানীর বর্ণনা: আল- আওসাতু (৫৪৪৪)। আলবানী রহিমাল্লহু হাদীছটি তার ছহীহাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আছ-ছহীহাহ (১৭৯০)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন, অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো যে, আমি তোমাদের শেষে মৃত্যু বরণ করবো! জেনে রাখো, আমিই তোমাদের আগে মৃত্যু বরণ করবো। তোমাদের দলবদ্ধ<sup>২৯৩</sup> কিছু মানুষ আমার অনুসরণ করবে। যাদের কতিপয় কতকে ধ্বংস করবে।<sup>২৯৪</sup>

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

অর্থাৎ তোমরা কাফির হয়ে দীন হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না, তাহলে তোমাদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হবে।<sup>২৯৫</sup>

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن؛ حتى إذا رئت بهجته عليه، وكان ردناً للإسلام، غيرَه إلى ما شاء الله، فانسَلخ منه ونَبذَه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك

আমি এমন লোকের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করি যে, কুরআন পড়েছে, এমনকি তাকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা গেছে এবং সে ইসলামের সহায়কও ছিল। যে দিকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে পরিবর্তন করে দিবেন। তার থেকে খুলে যাবে ইসলামের খোলস। তার পূর্বের আমল সে ত্যাগ করবে। সে তার প্রতিবেশির উপর অস্ত্র ধারণ করবে এবং সে তাকে শিরকে লিপ্ত করবে রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রসূল! শিরকের লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কে বেশি মারাত্মক শিরকে লিপ্তকারী নাকি যাকে শিরকে লিপ্ত করা হয়েছে?।<sup>২৯৬</sup>

## ১০৯. বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর কাফেরদের কর্তৃত্ব।

(استيلاء الكفار على بيت المقدس)

<sup>২৯৩</sup> অর্থাৎ বিভিন্ন দল।

<sup>২৯৪</sup> মুসনাদ আহমদ (৪/১০৬)।

<sup>২৯৫</sup> ছহীহ বুখারী (৯/৬৩)।

<sup>২৯৬</sup> ইবনু হিব্বান (১/১৪৮-১৪৯), তাফসীর ইবনে কাছীরে আবু ই'য়ালার বর্ণনা: (২/২২৬), বায্যার এর বর্ণনা, (৭/২২০), ইমাম বুখারীর তারীখ গ্রন্থ: (৪/৩০১), ইবনু কাছীর বলেন, সনদটি উত্তম।

আবু য়ার রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تذاكرنا ونحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما أفضل: مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن لأن يكون للرجل مثل سيرة قوسه من الأرض حيث يرى بيت المقدس خيراً له من الدنيا وما فيها)

তিনি আমাদের মাঝে আলোচনা করেন, আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছিলাম। (আলোচনা হয় এ বিষয়ে যে,) কোন মসজিদ উত্তম নাবীর মসজিদ নাকি বাইতুল মুকাদ্দাস? অতঃপর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা চার ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। আমার মসজিদে ছালাত আদায়ের জায়গা কতই না উত্তম। অচিরেই লোকের জন্য জায়গা থাকবে ধনুকের উভয় পার্শ্বের বাঁকানো প্রান্তের মত।<sup>২৯৭</sup> এমনকি দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে সে বাইতুল মুকাদ্দাসকে তার জন্য উত্তম মনে করবে।<sup>২৯৮</sup>

## ১১০. উম্মতের কর্তৃত্ব পূর্ণতা পাবে যেমন রাত-দিন পূর্ণ হয়।

(بلوغ ملك الأمة ما بلغ الليل والنهار)

ছাওবান রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقتها ومغارها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكثرين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً

<sup>২৯৭</sup> অর্থাৎ ধনুকের উভয় পার্শ্বের বাঁকানো প্রান্ত।

<sup>২৯৮</sup> মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫০৯)। যিয়ার বর্ণনা: ফাযাইলু বাইতিল মুকাদ্দাস (১/৫২)।

আমার জন্য দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা সংকুচিত করেন।<sup>২৯৯</sup> ফলে আমি এর পূর্ব পশ্চিম সকল দিক দর্শন করি। আমার জন্য দুনিয়ার যেটুকু পরিমাণ সংকুচিত করা হয়েছে, আমার উম্মতের রাজত্ব শীঘ্রই ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করবে। আর আমাকে লাল-সাদা (সোনা-রূপা) দু'টি খনিজ ভান্ডারই প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু আমি আমার উম্মতের জন্য আমার প্রভুর নিকট আবেদন করেছি যে, তিনি যেন তাদেরকে মারাত্মক দুর্ভিক্ষে ফেলে ধ্বংস না করে দেন এবং তাদের ব্যতীত বিজাতি দুশমনদেরকে যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন যাতে তারা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস না করার সুযোগ পেতে পারে।<sup>৩০০</sup> আমার প্রভু বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি কোন ফায়ছালা করলে তা কোন ক্রমেই পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মতের জন্য কবুল করলাম যে, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করবো না, তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কোন দুশমনদেরকে তাদের উপর আধিপত্যশালী করব না যাতে তারা তোমার উম্মতকে বিনাশ করতে সুযোগ না পায়, এমনকি দুনিয়ার সকল অঞ্চল হতে তারা একজোট হয়ে এলেও। তবে তারা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে।<sup>৩০১</sup>

## ১১১. সিরিয়াবাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া।

(إذا فسد أهل الشام)

কুররা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة

সিরিয়াবাসীরা যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে তখন তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকবে না। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সদা সাহায্যে প্রাপ্ত হতে

<sup>২৯৯</sup> অর্থাৎ একত্রি ও মিলিত এমন অবস্থা।

<sup>৩০০</sup> লোকদের শাসকের রাজত্বের জায়গা।

৩০১. ছহীহ মুসলিম (৪/২২১৫)।

থাকবে যারা তাদের ধ্বংস করতে চাইবে তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।<sup>৩০২</sup>

## ১১২. খিয়ানতকারী ও মিথ্যা সাক্ষী প্রকাশ

(ظهور الخلو ف)

ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خيركم قري، ثم الذين يلوفهم، ثم الذين يلوفهم، قال عمران: لا أدري أذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن

তোমাদের জন্য আমার যুগ হচ্ছে উত্তম। অতঃপর পরবর্তীদের যুগ, অতঃপর তার পরের যুগ। ইমরান বলেন, আমি জানি না, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যুগের পরের দু'যুগ নাকি তিন যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের পরে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা আমানতের খিয়ানত করবে, তাদেরকে আমানত দেয়া হবে না। তারা সাক্ষ্য দিতে চাইবে, তাদেরকে সাক্ষী করা হবে না। তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। তাদের মাঝে গুরুগম্ভীর কথা প্রকাশ পাবে।<sup>৩০৩</sup>

## ১১৩. ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টির সময় দীনের উপর টিকে থাকা ব্যক্তির অবস্থা

(حال المتمسك بدينه عند وقوع الفساد)

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

৩০২. তিরমিযী (২৩০১)।

৩০৩. অর্থাৎ অধিক হুটপুট, ছহীহ বুখারী (৩/২২৪), ছহীহ মুসলিম (৪/১৯৬৪)।



يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر

মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যখন তার পক্ষে ধর্মের উপর ধৈর্য ধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে।<sup>৩০৪</sup>

## ১১৪. ফিতনাসমূহের ধারাবাহিকতা

(تابع الآيات إذا وقعت)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضاً

নিদর্শনসমূহ সূতায় বাধা পুতির মত। অতঃপর যদি সূতা ছিড়ে যায় তাহলে পর্যায়ক্রমে তা (পুতি) পড়তে থাকে।<sup>৩০৫</sup>

## ১১৫. মদীনা ত্যাগ করা।

(هجر المدينة المنورة)

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أحلف الله فيها خيراً منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد

৩০৪. তিরমিযী (৪/২৬)।

৩০৫. মুসনাদ আহমদ (২/২১৯)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি তার চাচাতো ভাইকে এবং নিকট আত্মীয়কে ডেকে বলবে, এসো, কোন উর্বর এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করি, এসো, কোন শস্য-শ্যামল এলাকায় গিয়ে বাস করি। কিন্তু মদিনাই তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানতো! সে সন্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি কোন ব্যক্তি মদিনার উপর বিরক্ত হয়ে চলে যায় তবে আল্লাহ তা‘আলা তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি তার স্থলবর্তী করবেন। সাবধান! মদিনা হচ্ছে হাপর তুল্য, যা নিজের মধ্যে থেকে নিকৃষ্ট জিনিস (ময়লা) বের করে দেয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ মদিনা তার বুক থেকে নিকৃষ্ট লোকদের বের করে না দিবে যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।<sup>৩০৬</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاهما إلا العوافي - يريد عوافي السباع والطيور - ثم يخرج راعيها من مزينة يريدان المدينة، يتعقان بغنمهما، فيجدانها وحشاً، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما

তোমরা উত্তম অবস্থায় মদিনাকে রেখে যাবে।<sup>৩০৭</sup> আর জীবিকা অন্বেষণে বিচরণকারী<sup>৩০৮</sup> অর্থাৎ পশু-পাখি ছাড়া আর কেউ একে আচ্ছন্ন করে নিতে পারবে না। সবশেষে যাদের মদিনাতে একত্রিত করা হবে তারা হলো মুযায়না গোত্রের দু’জন রাখাল। তারা তাদের বকরীগুলোকে হাঁক-ডাক<sup>৩০৯</sup> দিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মদিনাতে আসবে। এসে দেখবে মদিনা বন্য পশুতে<sup>৩১০</sup> ছেয়ে আছে। এরপর তারা ছানিয়াতুল-বিদা নামক স্থানে পৌঁছতেই মুখ খুবড়ে পড়ে যাবে।<sup>৩১১</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

৩০৬. ছহীহ মুসলিম (২/১০০৫)।

৩০৭ অর্থাৎ পূর্ব হতেই উত্তম অবস্থায় থাকা।

৩০৮ শব্দটি عافية এর বহুবচন, যা জীবিকা অন্বেষণ করে এমন।

৩০৯ অর্থাৎ চিৎকার করে তারা ডাকবে।

৩১০ অর্থাৎ এমন জায়গা যেখানে কেউ নেই।

৩১১. ছহীহ বুখারী (৪/৮৯ ফতহুল বারী)। ছহীহ মুসলিম (২/১০১০)।

لتركن المدينة على أحسن ما كانت، حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض  
سواري المسجد أو على المنبر، فقالوا: يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال:  
(للعواقي: الطير والسباع)

অবশ্যই মদিনাকে উত্তম অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া হবে। এমনকি তাতে প্রবেশ করবে  
কুকুর অথবা বাঘ।<sup>৩১২</sup> অতঃপর মসজিদ অথবা মিন্বরের কতিপয় খুঁটিতে<sup>৩১৩</sup> এ  
প্রাণীগুলো পেশাব করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! ঐ যুগে  
কাদের জন্য উপকারীতা থাকবে? তিনি বললেন, জীবিকা অন্বেষণকারী পাখি ও  
হিংস্র জন্তুর জন্য।<sup>৩১৪</sup>

১১৬. গানের সুরে কুরআন পাঠ করা/কুরআনকে গান বানিয়ে নেয়া।

(اتخاذ القرآن أغاني)

মহীলউ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كنا جلوساً على سطح معنا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يزيد: لا  
أعلمه إلا عبساً الغفاري، والناس يخوضون في الطاعون، فقال عبس: يا طاعون خذني ثلاثاً  
يقولها، فقال له عليهم: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتمنى  
أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله لا يرد فيستعقب)؟ فقال: إني سمعت رسول الله -  
صلى الله عليه وسلم - يقول: (بادروا بالموت ستاً: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع  
الحكم، واستخفافاً بالدم، وقطيعة الرحم، ونشناً يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل  
يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهاً)

আমরা ছাদের উপর বসা ছিলাম। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন  
সাহাবী আমাদের সাথে ছিলেন। ইয়াযিদ বলেন, আমি আবাস আল-গিফারী ছাড়া  
তাকে চিনি না। লোকেরা ত্বাউনের ব্যাপারে সমালোচনা করতে লাগলো। অতঃপর

<sup>312</sup> অর্থাৎ পশু পেশাব করবে।

<sup>313</sup> আব্দুল বার বলেন, অর্থাৎ বাঘ মসজিদের খুঁটি অথবা কাঠগড়ায় পেশাব করবে। ঐ সময় মদীনা হবে  
জনশূন্য। মানুষ মদীনা হতে বের হয়ে যাবে। ইসলামের পরিবর্তন ঘটবে। এমনকি মসজিদ সংরক্ষণে  
কোন প্রহরীও থাকবে না।

৩১৪. মুয়াত্তা মালেক (২/৮৮৮)।

আবাস বললো, হে ত্বাউন তুমি আমাকে গ্রহণ করো; কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর উলাইম তাকে বললেন, তুমি এভাবে বলছো কেন? রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে, (মৃত্যুর কারণে) আমল বন্ধ হয়ে গেলে তা রদ করা যাবে না, তাই মানুষ (মৃত্যুর সময়) অনুগ্রহ পেতে চাইবে। তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছি, টয়িছ বিষয়ে তোমরা মৃত্যুর জন্য তাড়াহুড়া করবে। নির্বোধদের নেতৃত্ব, অধিক শর্তারোপ, বিচার ফায়ছালার পরিবর্তন,<sup>৩১৫</sup> হত্যা কাভকে গুরুত্বহীন মনে করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, লোকেরা কুরআনকে বাঁশি স্বরূপ গ্রহণ করবে এবং লোকের সামনে গানের সুরে তা উপস্থাপন করবে যদিও তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কম।<sup>৩১৬</sup>

## ১১৭. পার্থিব উদ্দেশ্যে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসা।

(حلقات للدنيا في المساجد)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً، إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة

অচিরেই শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা মসজিদে বসবে গোলাকার হয়ে। তাদের নেতা হবে দুনিয়ামুখী। তোমরা তাদের মজলিশে বসবে না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।<sup>৩১৭</sup>

## ১১৮. বক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এবং আলিমদের সংখ্যা কমে যাওয়া।

(كثرة الخطباء وقلة العلماء)

<sup>৩১৫</sup> ঘুমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার দ্বারা দীন পরিবর্তন হবে।

৩১৬. মুসনাদ আহমদ (৩/৪৯৪)।

৩১৭. তিবরানীর বর্ণনা: আল-কাবির (১০/৯৮)।

আবু যার রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إنكم اليوم في زمان كثير علماءه، قليل خطبائه، من ترك عُشْر ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان كثير خطبائه، قليل علماءه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا

তোমাদের আজকের এ যুগে আলিমের সংখ্যা বেশি এবং বক্তার সংখ্যা কম। যে যা কিছু জানে তার এক দশমাংশ পরিত্যাগ করলে সে নিচে নেমে যাবে। আর এ যুগের পরে এমন যুগ আসবে তাতে বক্তার সংখ্যা হবে বেশি আলিমের সংখ্যা হবে কম। যে যা কিছু জানে তার এক দশমাংশ আঁকড়ে ধরে সে মুক্তি পাবে।<sup>৩১৮</sup>

### ১১৯. ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ সৃষ্টি হওয়া।

(اختلاف الإخوان)

মাইমুনাহ রাঈয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كيف أنتم إذا مرج الدين، وسفك الدم، وظهرت الزينة، وشرف البنيان، وظهرت الرغبة، واختلفت الإخوان، وحرقت البيت العتيق؟!

তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন দ্বীন হবে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ,<sup>৩১৯</sup> রক্তপাত ঘটবে, চাকচিক্য প্রকাশ পাবে, অট্টালিকা হবে মর্যাদার কারণ, কু-প্রবৃত্তি (মন্দ) প্রকাশ পাবে,<sup>৩২০</sup> ভাইয়ে ভাইয়ে হবে বিরোধ এবং বাইতুল আতিক পুড়িয়ে দেয়া হবে!<sup>৩২১</sup>

### ১২০. যা ইচ্ছা তাই বলে মু'মিনের সাথে মুশরিকের তর্কবিতর্ক করা।

(مجادلة المشرك للمؤمن بمثل ما يقول)

৩১৮. ইমাম বুখারী তার তারিখ গ্রন্থে (২/৩৭৪) বর্ণনা করেন।

৩১৯ দীনের ভিতর মিশ্রণ ঘটবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

৩২০ দুনিয়ার প্রতিমোহ সৃষ্টি হবে।

৩২১. البيت العتيق বলতে কা'বা ঘর বুঝানো হয়েছে। ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬০)।

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَيَأْتِي عَلَى أُمِّي زَمَانٌ تَكْثُرُ فِيهِ الْقِرَاءُ، وَتَقُلُّ الْفَقَهَاءُ، وَيَقْبُضُ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ، قَالُوا: وَمَا الْهَرَجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْقَتْلُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ زَمَانٌ يَجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْكَافِرُ الْمَشْرِكُ بِاللَّهِ الْمُؤْمِنَ بِمِثْلِ مَا يَقُولُ

অচিরেই আমার উম্মতের উপর এমন যুগ আসবে যখন ক্বারীদের (হাফেয) সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, ফক্বীহদের সংখ্যা কমে যাবে, জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, (হারজ) হত্যা কান্ড বেড়ে যাবে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো হারজ কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তোমাদের পরস্পরের মাঝে হত্যা কান্ড। অতঃপর এরপরে এমন যুগ আসবে তাতে লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছবে না। এরপরে এমন যুগ আসবে যখন মুনাফিক, কাফির ও মুশরিক আল্লাহ সম্পর্কে যা-তা বলে মু'মিনের সাথে তর্ক করবে।<sup>৩২২</sup>

## ১২১. কুরআনের মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াতের অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হওয়া।

(قَوْمٌ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ مِنَ الْقُرْآنِ)

আয়েশা রাঃদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7] قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ

৩২২. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৪৫৭)। তাবরানীর বর্ণনা: আল-আওসাতু (৩/৩১৯)। দাররাজ ব্যতীত হাদীছের সকল রাবীই বিশুদ্ধ। আবুল হাইছাম ছাড়া তার বর্ণনায় হাদীছটি হাসান। এব্যাপারে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর স্বীকৃতি রয়েছে।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, এর মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। এগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমূখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে ও ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ব্যতীত কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ব, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে (আলে ইমরান ৩:৭)।

তিনি (আয়েশা) বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে যে, যারা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ করছে, তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা (গোমরাহী) অভিহিত করেছেন, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো।<sup>৩২৩</sup>

## ১২২. রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মিথ্যারোপ প্রকাশ পাওয়া

(ظهور الكذب عليه صلى الله عليه وسلم)

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم؛  
فياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم

শেষ যুগে মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে যারা তোমাদের কাছে এমন কতিপয় হাদীছ নিয়ে আসবে যা তোমরা শুনোনি এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও কখনো

৩২৩ . বায়হাকী বলেন, অচিরেই এমন বিদ'আতী দেখা যাবে, যারা মুহকাম (বিধান সম্বলিত) আয়াত পরিত্যাগ করে মুতাশাবিহাত (অস্পষ্ট) আয়াতের অপব্যখ্যা নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করবে এবং তাদের অনুসারীরাও তাই করবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সন্মাতের উপর আমলের তাওফীক কামনা করি আর বক্রপথ অবলম্বনকারী বিদ'আতীদের অনুসরণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। দালাইলুন নবুওয়াহ (৬/৫৪৫)। অতঃপর তিনি আইয়ুব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি প্রবৃত্তি পূজারী (বিদ'আতী) সম্পর্কে এতটুকুই জানি যে, তারা কেবল মুতাশাবিহ আয়াত নিয়েই অনর্থক তর্কে লিপ্ত হয়। ছহীহ বুখারী (৬/৪২)।

শুনেনি। তোমরা তাদের থেকে নিজেরা সতর্ক থাকবে। যাতে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিতনায় না ফেলে।<sup>৩২৪</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سَلِيمَانُ يَوْشَكَ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا

সমুদ্রের মধ্যে বহু শয়তান বন্দী হয়ে আছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম এগুলোকে বন্দী করেছিলেন। শীঘ্রই এগুলো সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে এবং লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাবে।<sup>৩২৫</sup>

## ১২৩. আগুন বের হওয়া, যা মানুষকে একত্রিত করবে।

(خروج النار التي تحشر الناس)

ইবনে উমার রাডিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضر موت، تحشر الناس قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟  
قال: عليكم بالشام

অচিরেই ক্বিয়ামতের পূর্বে হাযরা মাউতের সমুদ্র হতে আগুন বের হবে, যা মানুষকে একত্রিত করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ঐ অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিবেন? তিনি বললেন, তোমাদের উচিত সিরিয়ার দিকে গমন করা।<sup>৩২৬</sup>

আনাস রাডিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أول أشرطة الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب

৩২৪. ছহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ ছহীহাহ (১/১২)।

৩২৫. ছহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ ছহীহাহ (১/১২)।

৩২৬. মুসনাদ আহমদ (২/৮), ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭১)।



ক্বিয়ামতের শর্তসমূহের প্রথম হচ্ছে আগুন বের হয়ে তা মানুষকে পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্তে তাড়িয়ে একত্রিত করবে।<sup>৩২৭</sup>

## ১২৪. আমলবিহীন বক্তব্য পেশ

(قوم يقولون ما لا يعملون)

ইবনে উমার রাঃিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار، وتوضع الأخيار، ويفتح القول، ويحزن العمل، ويقرأ بالقوم  
المنشأة، ليس فيهم أحد ينكرها قيل: وما المنشأة؟ قال: ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل

ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী বিষয় হচ্ছে খারাপ লোকদের সম্মান করা, ভাল লোকদের অসম্মান করা, কথার ছড়াছড়ি ও আমল বর্জন করা।<sup>৩২৮</sup> তিনি মুছান্নাত সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করলেন, যাদের কেউ তা অপছন্দ করবে না। রসূল কে জিজ্ঞেস করা হলো মুছান্নাত কি? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ব্যতীকেই যারা কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে।<sup>৩২৯</sup>

## ১২৫. অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রকাশ পাওয়া।

(ظهور الفحش والتفحش)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাঃিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إن الله يغيض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكون الأمين،  
ويؤمن الحائن، حتى يظهر الفحش والتفحش، وقطيعة الأرحام، وسوء الجوار

৩২৭. ছহীহ বুখারী (৯/৭৩) মু'আল্লাক হিসেবে বর্ণিত।

৩২৮ অর্থাৎ তারা এমন কথা বলবে, যা তারা নিজেরাই করে না। তারা উত্তম কথা বলবে কিন্তু আমল করবে খারাপ।

৩২৯. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৫৪)।

আল্লাহ তা‘আলা রাগান্বিত হন অশ্লীলতা<sup>৩৩০</sup> ও বেহায়াপনার কারণে। সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমানতদার খিয়ানত করবে এবং খিয়ানত কারীকে আমানতদার নিয়োগ করা হবে, যতক্ষণ না অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রকাশ পাবে,<sup>৩৩১</sup> আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে এবং মন্দ প্রতিবেশি থাকবে।<sup>৩৩২</sup>

## ১২৬. খারাপ চরিত্র প্রকাশ পাওয়া।

(سوء الأخلاق)

আব্দুল্লাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

من أشرط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش، وسوء الخلق، وسوء الجوار

ক্বিয়ামতের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, খারাপ চরিত্র ও খারাপ প্রতিবেশি প্রকাশ পাওয়া।<sup>৩৩৩</sup>

## ১২৭. গোলাম অধিপতি হবে

يملك الناس رجل من الموالي

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يذهب الليل والنهار، حتى يملك رجلٌ من الموالي يقال له: جهجاه

‘জাহজাহ’ নামক কোন এক মুক্তদাস অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান (ক্বিয়ামত) হবে না।<sup>৩৩৪</sup>

<sup>৩৩০</sup> অর্থাৎ প্রত্যেক এমন অশ্লীল যা কথা ও কর্মের মাধ্যমে ঘটে।

<sup>৩৩১</sup> অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকা।

৩৩২. মুসনাদ আহমদ (২/১৯৯)।

৩৩৩. ইবনু আবি শাইবা (৭/৫০১)।

৩৩৪. তিরমিযী (৪/৫০৪)।

১২৮. পানি পান করার মত কুরআনকে (না বুঝেই) মুখস্থ করা।

(قوم يشربون القرآن كشرب الماء)

উক্ববা ইবনে আমের রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سيخرج قوم من أمتي يشربون القرآن كشربهم الماء

অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে হতে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে যারা পানি পান করার মত কুরআনকে গলাধঃকরণ করবে।<sup>৩৩৫</sup>

১২৯. শাসক শ্রেণীর অত্যাচার

(حيف الأئمة)

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إن أخوف ما أخوفه على أمتي آخر الزمان ثلاثاً: إيماناً بالنجوم، وتكذيباً بالقدر، وحيف

السلطان

শেষ যুগে আমি আমার উম্মতের উপর তিনটি জিনিসের আশঙ্কা করছি যে, ক. তারকার মাধ্যমে ভাগ্য গনণায় বিশ্বাস। খ. ভাগ্যেকে মিথ্যা মনে করা। গ. শাসকের অত্যাচার।<sup>৩৩৬</sup>

৩৩৫. ফিরইয়াবিয়ুর বর্ণনা: ফাযায়িলুল কুরআন (২০৪)।

৩৩৬. অর্থাত্ যুলুম-অত্যাচার। ইবনু আবি আছিমের বর্ণনা: আস-সুন্নাহ (১/১৪১)। আবু ই'আলা (১৩/৪৫৫)। রুয়াইনি (২/৩০০)। আদ-দানী ফি সুনানিল ওয়ারেদা ফিল ফিতান (৩/৬১৯)। আলবানী রহিমাল্লাহু বলেন, হাদীছটি ছহীহ লি-গাইরহী। আছ-ছহীহাহ (১১২৭)।

## ১৩০. পূর্ববর্তী জাতির ব্যাধি প্রকাশ পাওয়া

(ظهور أدواء الأمم السابقة)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سيصيب أمتي داء الأمم فقالوا: يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال: الأشر، والبطر، والتكاثر،  
والتناجش في الدنيا، والتباغض، والتحاسد؛ حتى يكون البغي

আমার উম্মত দা'উল উমামে (জাতিগত ব্যাধিতে) নিপতিত হবে লোকেরা বললো, দা'উল উমাম কি? তিনি বললেন, অহমিকা,<sup>৩৩৭</sup> দাঙ্কিতা, সম্পদের প্রতিযোগিতা, দুনিয়ার মোহ, শত্রুতা ও বিদ্বেষ এমনকি তাদের মাঝে বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে।<sup>৩৩৮</sup>

## ১৩১. একের পর এক দীন (বিধানাবলী) বিনষ্ট হওয়া।

(نقض عرى الدين عروة عروة)

হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة

প্রথমেই তোমরা দীনের একাগ্রতা বিনষ্ট করবে আর সবশেষে নষ্ট করবে ছলাত।<sup>৩৩৭</sup>

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إنَّ أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة وليصلين قوم لا دين لهم

তোমরা প্রথমেই তোমাদের দীনের আমানত নষ্ট করবে আর সবশেষে অবশিষ্ট থাকবে ছলাত। এমন সম্প্রদায় অবশ্যই ছলাত আদায় করবে যাদের দ্বীনই থাকবে না।<sup>৩৪০</sup>

<sup>৩৩৭</sup> অর্থাৎ দস্ত, একপুয়ে-জেদী এবং অধিক অহংকার।

৩৩৮. মুসতাদরাক হাকিম (৪/১৬৮)।

৩৩৯. আবু নাসিম (১/২৮১), মুসতাদরাক হাকিম (৪/২৬৯)।

## ১৩২. ভূ-গর্ভে পানি শোষিত হওয়া

(غور الماء)

আব্দুল্লাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه طستاً من ماء فلا تجدونه، يزوي كل ماء إلى عنصره،  
فيكون في الشام بقية المؤمنين والماء.

অচিরেই তোমরা পানির উৎস অনুসন্ধান করবে কিন্তু তা পাবে না। সব পানিই এক জায়গায় মিলিত হবে। সিরিয়ায় অবশিষ্ট থাকবে মুমিন এবং পানি।<sup>৩৪১</sup>

## ১৩৩. এ উম্মতের শেষের লোকেরা কিভাবে ধ্বংস হবে

(بما يكون هلاك آخر الأمة)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل

এ উম্মাত প্রথমে সংশোধন হবে তপস্যা ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে আর উম্মতের ধ্বংস হবে কৃপণতা ও (বেশি) প্রত্যাশার মধ্যে দিয়ে।<sup>৩৪২</sup>

## ১৩৪. কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির জবরদস্তি।

(القحطاني)

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

৩৪০. তিবরানীর বর্ণনা: আল-কাবির (১/১৪১)।

৩৪১. ইবনু আবি শাইবা (৬/হা/৪০৯), মুসতাদরাক হাকিম (৪/হা/৫৪৯), শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু তার সপ্তম ছহীহায় হাদীছটি ছহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

৩৪২. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাতু (৭/৩৩২), শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু বলেন, হাদীছটি হাসান লি-গাইরিহী। ছহীছত তারগীব (৩/২৫৪)।

لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاة

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কাহতান গোত্র থেকে এমন এক লোক বের হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।<sup>৩৪৩</sup>

## ১৩৫. ইসলাম অপরিচিত হওয়া

(غربة الإسلام)

আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباء

ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং তা অপরিচিত অবস্থায়ই ফিরে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।<sup>৩৪৪</sup>

উতবা ইবনে গায়ওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ ورائكم أيامَ الصَّيرِ، للمتمسك فيهن يومئذٍ بما أنتم عليه أجرُ خمسين منكم قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم

তোমাদের পরবর্তীদের জন্য (কঠিন অবস্থায়) ধৈর্যধারণের যুগ আসবে। যারা তোমাদের রীতিকে আঁকড়ে ধরে বহাল থাকবে তাদের প্রতিদান হবে তোমাদের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশি। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর নাবী তারা কি তাদের (পরবর্তীদের) মধ্যে থেকেই হবে? তিনি বললেন, বরং তোমাদের মধ্যে থেকেই হবে।<sup>৩৪৫</sup>

৩৪৩. ছহীহ বুখারী (৯/৭৩)।

৩৪৪. ছহীহ মুসলিম (১/১৩০)।

৩৪৫. ইবনু নছরের বর্ণনা: আস-সুন্নাহ (৯)। তাবারানীর বর্ণনা: আল-কাবীর (১৭/১১৭, ২৮৯), আছ-ছহীহাহ (৪৯৪)।

## ১৩৬. মদীনার দিকে ইসলামের প্রত্যাবর্তন।

(عودة الإسلام إلى المدينة)

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْرُزَ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جَحْرِهَا

ঈমান মদিনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।<sup>৩৪৬</sup>

উমার ইবনে খাতাব রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَيَكُونُ فِيكُمْ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَكْذِبُونَ بِالرَّجْمِ، وَيَكْذِبُونَ بِالْأُجَالِ، وَيَكْذِبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَيَكْذِبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَكْذِبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيَكْذِبُونَ بِقَوْمٍ يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحَشُوا، فَلَنْ أَدْرَكَتْهُمْ لِأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادَ وَثَمُودَ

অচিরেই তোমাদের এ উম্মতের মধ্যে থেকে এমন দল বের হবে যারা রজম-পাথর নিক্ষেপে হত্যাকে মিথ্যা রীতি মনে করবে, দাজ্জালের আবির্ভাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয়, কবরের শাস্তি ও ক্বিয়ামতের দিন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশকে মিথ্যা মনে করবে। তারা এমন সম্প্রদায়কে মিথ্যা মনে করবে যারা দক্ষিভূত<sup>৩৪৭</sup> হওয়ার পর বের হবে আগুন হতে। অতঃপর যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে আদ ও ছামুদ জাতির মতো করে অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করবো।<sup>৩৪৮</sup>

৩৪৬. ছহীহ মুসলিম (১/১৩১)।

<sup>৩৪৭</sup> অর্থাৎ তাদেরকে পুড়ানো হবে।

৩৪৮. আব্দুর রাজ্জাক (৩/৫৮৮), আদ-দানী ফিল ফিতান (৩/৬২১), আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটির সনদ হাসান বলেছেন, কিছ্‌হাতু মাসিহীদ দাজ্জাল (৩০)।

## ১৩৭. সংস্কারকগণের আবির্ভাব

(المجددون)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

আল্লাহ তা‘আলা এ উম্মতের জন্য প্রতি একশত বছরের শিরোভাগে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি এ উম্মতের দ্বীনকে তাদের জন্য সঞ্জীবিত করবেন।<sup>৩৪৯</sup>

## ১৩৮. খিলাফত ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন।

(عودة الخلافة)

হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة

তোমাদের মাঝে নবুওয়াত থাকবে আল্লাহ যতদিন চান। অতঃপর তিনি যখন চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতির উপর খিলাফত বহাল থাকবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা যখন চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর মানুষ রাজতন্ত্রকে আঁকড়ে থাকবে।<sup>৩৫০</sup> আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন।

৩৪৯. (৩) আবু দাউদ (৪২৯১)।

<sup>350</sup> অর্থাৎ প্রজা সাধারণ যুলুম-অত্যাচারে নিপতিত হবে।



অতঃপর জবরদস্তি মূলক রাজত্ব বহাল থাকবে।<sup>৩৫১</sup> আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতির উপর খিলাফত বহাল থাকবে।<sup>৩৫২</sup>

## ১৩৯. একটি সৈন্য বাহিনীকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া

الجيش الذي يخسف به

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت، حتى يخسف بجيش منهم

সেনাবাহিনী এ কা'বা ঘরের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে না; যতক্ষণ না তাদের একদলকে জমিনে ধসিয়ে দেয়া হবে।<sup>৩৫৩</sup>

হাফছা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

لَيُؤْمَنَنَّ هَذَا الْبَيْتُ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بَبِيعَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، يَخْسِفُ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيُنَادِي أَوْلَهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ يَخْسِفُ بِهِمْ، فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يَجْرُ عَنْهُمْ

এ কা'বা ঘর ভূপাতিত করতে একটি একটি সামরিক বাহিনী উদ্যোগী হবে। তারা 'বাইদা' নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের মধ্যবর্তী দলকে ভূ-তলে ধসিয়ে দেয়া হবে। তখন অগ্রবর্তী দল পশ্চাতবর্তী দলকে ডাক দিবে। কিন্তু তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এক দূত ব্যতীত তাদের আর কেউ থাকবে না। সে গিয়ে জনপদকে খবর দিবে।<sup>৩৫৪</sup> উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يعوذ عائد بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببِيعَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خَسَفَ بِهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بَنَ كَانَ كَارَهُاً؟ قَالَ: يَخْسِفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نَبِيَّتِهِ

<sup>৩৫১</sup> অর্থাৎ তাতে থাকবে ধৃষ্টতা ও নির্যাতন।

<sup>৩৫২</sup> মুসনাদ আহমদ (৪/২৭৩)। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু বলেন, হাদীছটির সনদ হাসান। মিশকাত হা/৫৩৭৮।

<sup>৩৫৩</sup> নাসাঈ (৫/২০৬)।

<sup>৩৫৪</sup> ছহীহ মুসলিম (৪/২২০৯)।

কা'বা ঘরের দায়িত্ব গ্রহণকারী দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অতঃপর সেখানে সৈন্য পাঠানো হবে। যখন তারা বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে তাদেরকে ধ্বংসিয়ে দেয়া হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! কা'বা ঘরের ধ্বংস যে অপছন্দ করে তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে? তিনি বললেন, তার সাথে তাকেও ধ্বংসিয়ে দেয়া হবে কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তাকে তার নিয়তের উপর উঠানো হবে।<sup>৩৫৫</sup>

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش،  
حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم

অচিরেই এমন সম্প্রদায় এ ঘর তথা কা'বা ঘরের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে না, থাকবে না তার উল্লেখ যোগ্য সৈন্য সংখ্যা এবং থাকবে না তাদের কোন প্রস্তুতি। তাদের বিপক্ষে একটি সৈন্যদল পাঠানো হবে। তারা উদ্ভিদ শূন্য এক ময়দানে আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধ্বংসিয়ে দেয়া হবে।<sup>৩৫৬</sup>

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

العجب؛ إن ناساً من أمّتي يؤمنون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا  
بالبيداء خسف بهم، فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس؟ قال: نعم، فيهم  
المستبصر والنجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكاً واحداً، ويصدرون مصادر شتى؛ يبعثهم الله  
على نياتهم

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কুরাইশ বংশীয় জনৈক লোক বাইতুল্লাহ শরীফে<sup>৩৫৭</sup> আশ্রয় গ্রহণ করবে। তার কারণে আমার উম্মতের একদল লোক বাইতুল্লাহর উপর আক্রমণের ইচ্ছা করবে। তারা ময়দানে আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধ্বংসিয়ে দেয়া হবে। এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! বিভিন্ন ধরনের মানুষইতো রাস্তা দিয়ে চলে। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের মাঝে কেউতো সেচ্ছায় আগমন কারী, কেউ অপারগ, আবার কেউ পথিক মুসাফির। তারা সবাই একই সঙ্গে ধ্বংস

৩৫৫. ছহীহ মুসলিম (৪/২২০৮)।

৩৫৬. ছহীহ মুসলিম (৪/২২১০)।

<sup>357</sup> অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে এ লোকটিই ইমাম মাহদী বলে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

হয়ে যাবে। তবে বিভিন্ন মিল্লাতের অনুসারী হিসাবে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিয়তের ভিত্তিতে পুনরুত্থিত করবেন।<sup>৩৫৮</sup>

## ১৪০. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব।

(ظهور المهدي)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه عزاه السيوطي لأبي نعيم في كتاب المهدي ولم يقف شيخنا الألباني على إسناده لكنه قال بأنه صحيح عنده؛ لأنه جاء في أحاديث مفرقة وذكرها انظر الصحيحة (23094)

আমাদের মধ্যে হতে যিনি তার (ইমাম মাহদী) এর পিছনে ছালাত আদায় করবেন, তিনি হলেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম। ইমাম সূয়ুতী রহিমাল্লাহু আবু নাসিমের কিতাবুল মাহদী তথা মাহদী অধ্যায়ে তাকে (ইমাম মাহদীকে) তার বংশ সম্পর্কীয় দাবি করেন। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু তার সনদের উপর নির্ভর করেন নি।<sup>৩৫৯</sup> তবে তিনি বলেছেন যে, তার নিকট বর্ণনাটি ছহীহ। কেননা, বিভিন্ন হাদীছে এ সম্পর্কে বর্ণনা আছে, যা তিনি উল্লেখ করেছেন। দেখুন, আছ-ছহীহাহ (২৩০৯৪)।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يترى عيسى ابن مريم فيقول: أميرهم المهدي: تعال صلّ بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض تكملة الله لهذه الأمة

ঈসা ইবনু মারইয়াম আসবেন, অতঃপর তাদের আমীর (শাসক) ইমাম মাহদী বলবেন, আসুন, আমাদের নিয়ে ছালাত আদায় করুন। অতঃপর তিনি বলবেন, না।

৩৫৮. ছহীহ মুসলিম (৪/২২১০)।

৩৫৯. ইবনু ক্বাইয়ুম গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন, لا تقوم بإسناده حجة, তথা সনদটি দলীল হিসাবে সাব্যস্ত হবে না।

লোকদের কতিপয় কতিপয়ের শাসক (নির্ধারিত) হবে; যাতে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে সম্মানিত করতে পারেন।<sup>৩৬০</sup>

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ويخرج في آخر أمتي المهدي؛ يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانية - يعني حجة

আমার শেষ উম্মতের মাঝে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। আল্লাহ তা‘আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ফলে জমিন হবে শস্য-শ্যামলপূর্ণ। তিনি মানুষের মাঝে সমভাবে ধন-সম্পদ দান করবেন, বিচরণশীল পশু বৃদ্ধি পাবে এবং লোকজন হবে সম্মানিত। তিনি সাত কিংবা আট বছর দুনিয়াতে জীবন যাপন করবেন।<sup>৩৬১</sup>

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন।

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني أو: من أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً، لا تذهب - أو لا تنقضي - الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي

যদি পৃথিবী ধ্বংসের মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার রাজত্বের জন্য আল্লাহ তা'আলা সে দিনটিকেই দীর্ঘায়িত করে দিবেন। যতক্ষণ না ঐ দিনে আমার উন্মত্ত অথবা আমার আহলে বাইতের মধ্যে হতে একজন লাককে প্রেরণ করা হয়। তার নাম হবে আমার অথবা আমার পিতার নামের মতো। তিনি পৃথিবীতে ন্যায়-সুবিচার পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবেন। যেমনভাবে যুলুম-অন্যায় ও পাপাচারিতায় পৃথিবী পূর্ণ ছিল। দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না আমার আহলে বাইতের কোন আরবীয় লোক রাজত্ব করবে; তার নাম আমার নামের মতই হবে।<sup>৩৬২</sup>

উম্মে সালমা রাঈয়িল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

৩৬০. হারেছ ইবনে আবি উসামা তার مسند -এ এটা বর্ণনা করেন, সাক্ব ইবনুল ক্বাইয়ুম المنار النيف - গ্রন্থে সনদটি উল্লেখ করেন, হাদীছটির মূল ইবাবরত মুসলিমে আছে, দেখুন, আছ-ছহীহাহ (২২৪৬)।

৩৬১. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৫৭-৫৫৮)।

৩৬২. আবু দাউদ (৪২৮২)।

المهدي من عترتي من ولد فاطمة

আমার পরিজন ফাতিমার সন্তানদের বংশ হতে ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবে।<sup>৩৬৩</sup>

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

المهدي مني؛ أجلي الجهة، أقي الأنف، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً،  
يملك سبع سنين

ইমাম মাহদী আমারই বংশধর, তার কপাল প্রশস্ত,<sup>৩৬৪</sup> নাক বাঁকা।<sup>৩৬৫</sup> তিনি পৃথিবীতে পূর্ণভাবে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন, যেমনভাবে পৃথিবী পাপাচারিতা ও অত্যাচারে পূর্ণ ছিল। সাত বছর তার রাজত্ব বহাল থাকবে।<sup>৩৬৬</sup>

আবু সাঈদ ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তারা দু'জন বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده

শেষ যুগে এমন খলীফার আবির্ভাব হবে যিনি মাল বন্টন করবেন কিন্তু গণনা করবেন না।<sup>৩৬৭</sup>

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة

ইমাম মাহদী আমার পরিবার বর্গের অন্তর্ভুক্ত। কোন এক রাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে যথার্থতা দান করবেন (কার্যাবলীর পূর্ণতা দান করবেন)।<sup>৩৬৮</sup>

৩৬৩. আবু দাউদ (৪২৮৪)।

<sup>364</sup> অর্থাৎ মাথার অগ্রভাগের চুল বাঁকানো এবং কপাল প্রশস্ত।

<sup>365</sup> অর্থাৎ তার নাকের ডগা লম্বা আর পিঠের মাঝে কুঁজো। الأرنبة বলতে নাকের পার্শ্ব বুঝানো হয়েছে।

৩৬৬. আবু দাউদ হা/৪২৮৫।

৩৬৭. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৩৫)।

৩৬৮. অর্থাৎ তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করে দিবেন। মুসনাদ আহমদ (১/৮৪), ইবনু মাজাহ (৪০৭৫)। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটি ছহীহ বলেছেন, আছ-ছহীহাহ (২৩৭১)।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يكون في أمي المهدي، إن قُصرَ فسيعُ، وإلا فتسعُ، فتنعم فيه أمي نعمة لم يعموا مثلها قط،  
تؤتى أكلها، ولا تدخر منهم شيئاً، والمال يومئذ كدوس، فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي  
أعطني! فيقول: خذ

ইমাম মাহদী আমার উম্মত হতেই আবির্ভূত হবে। তিনি কমপক্ষে সাত বছর অথবা নয় বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। তার যুগে আমার উম্মত প্রচুর সম্পদের অধিকারী হবে যা আগে কখনো এরূপ হয়নি। পৃথিবী তার সর্বপ্রকার খাদ্যসম্ভার পর্যাপ্ত উৎপন্ন করবে এবং কিছুই প্রতিরোধ করে রাখবে না। সম্পদের স্তূপ গড়ে উঠবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে ইমাম মাহদী আমাকে দান করুন। তিনি বলবেন, তোমার যত প্রয়োজন নিয়ে নাও।<sup>৩৬৯</sup>

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لا تمضي الأيام والليالي حتى يلي منا أهل البيت فلي لم تلبسه الفتن ولم يلبسها. قال: قلنا: يا  
أبا العباس تعجز عنها مشيختكم ويناها شبابكم! قال: هو أمر الله يؤتیه من يشاء

দিন-রাত অতিবাহিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের যুবক শ্রেণী আহলে বাইতকে নেতৃত্ব না দিবে; যাদেরকে ফিতনা আকৃষ্ট করতে পারবে না। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আবুল আব্বাস! তোমাদের প্রবীণরা কি নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হবে আর যুবকরাই কি তা গ্রহণ করবে? তিনি বললেন, সেটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন বিষয়, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করবেন।<sup>৩৭০</sup>

৩৬৯. ইবনু মাজাহ (২/১৩৬৬)।

৩৭০. ইবনু আবি শাইবা (৭/৫১৩)।

## ১৪১. বাইতুল মুকাদ্দাসে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

(إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة)

আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على رأسي ثم قال: يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة؛ فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذٍ أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত আমার মাথার উপর রাখলেন, অতঃপর বললেন, হে ইবনে হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন অবশ্যই ভূমিকম্প, বিপদাপদ এবং ক্বিয়ামতের বড় বড় লক্ষণ গুলো ঘনিভূত হবে। আর ঐ সময় ক্বিয়ামত মানুষের নিকটবর্তী হবে আমার হাত হতে তোমার মাথা পর্যন্ত এ পরিমাণ দূরত্বে।<sup>৩৭১</sup>

## ১৪২. শেষ যুগে (বিভিন্ন এলাকায়) সৈন্যদলের আবির্ভাব।

(أجناد في آخر الزمان)

আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ستجندون أجناداً، جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن . قال عبد الله: فقامت فقلت: خير لي بـي رسول الله فقال: عليكم بالشام، فمن أبي فليلحق بيمنه، وليستق من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله

অচিরেই তোমরা সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়ামানের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবে। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য পছন্দ করুন কার সাথে থাকবো। তিনি বললেন, সিরিয়ার সৈন্যর সাথে থাকবে। যে তাদের সাথে থাকতে চাইবে না সে ইয়ামানের সৈন্যের সাথে থাকবে এবং তার

চৌবাচ্চা থেকে সে পানি পান করাবে। আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার অধিবাসীর জন্য আমার জামিনদার হবেন।<sup>৩৭২</sup>

## ১৪৩. রোমক এবং তাদের সাথে অঙ্গিকারাবদ্ধদের সন্ধি হওয়া

(هدنة مع الروم ومحالفه)

যু-মিখবার রাঙ্গিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

ستصالحون الروم صلحاً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم، فتتصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تزلوا بمرج ذي ثلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة وفي رواية: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيقتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة

অচিরেই তোমরা রোমকদের সাথে সন্ধি করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা একত্র হয়ে তোমরা একদল পশ্চাত্বর্তী শত্রুর মোকাবেলা করবে। তোমরা বিজয়ী হবে, গণীমত অর্জন করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। শেষে তোমরা টিলাযুক্ত<sup>৩৭৩</sup> একটি মাঠে যাত্রাবিরতি করবে।<sup>৩৭৪</sup> অতঃপর খৃষ্টানদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি ত্রুশ উপরে উত্তোলন করে বলবে, ত্রুশ বিজয়ী হয়েছে। এতে মুসলিমদের এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করবে। তখন রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবে।<sup>৩৭৫</sup> অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيقتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة

৩৭২. মুসনাদ আহমদ (৪/১১০, ৫/৫৩৩), আবু দাউদ (১/৩৮৮)। শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ। ফাযাইলুস শাম (১৩-১৪)।

৩৭৩ উদ্ভিদপূর্ণ প্রশস্ত ভূমি।

৩৭৪ শব্দটি ثلّ এর বহুবচন।

৩৭৫. আবু দাউদ (৪/১০৯)।



মুসলিমরা রাগের সাথে তাদের যুদ্ধাঙ্গের দিকে ধাবিত হবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আল্লাহ তাদেরকে শহীদী মৃত্যু দিয়ে সম্মানিত করবেন।<sup>৩৭৬</sup>

## ১৪৪. বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া।

(الملحمة الكبرى)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى يزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نفقاتهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً، فيفتحون قسطنطينية، فيبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون؛ إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فيبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فيزل عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم - فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانداب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় (সিরিয়ার অন্তর্গত) সেনাবাহিনী আ'মাক অথবা দাবিক নহরের কাছে অবতীর্ণ হবে।<sup>৩৭৭</sup> তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনাহ হতে এ দুনিয়ার সর্বোত্তম মানুষের একদল সৈন্য বের হবে। তারপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডয়মান হবার পর রোমীয়গণ বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, যারা আমাদের লোকদেরকে বন্দি করেছে। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। তখন মুসলিমগণ বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো সম্পর্কচ্ছেদ করবো না। পরিশেষে তাদের সাথে যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পলায়ন করবে। আল্লাহ তা'আলা কক্ষনো তাদের তাওবাহ গ্রহণ করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে

৩৭৬. আবু দাউদ (৪/১১০)।

<sup>৩৭৭</sup> অর্থাৎ আলেপ্পো নগরীর নিকটবর্তী অঞ্চল।

আর কখনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। তারাই কুস্তনত্বীনীয়াহ বিজয় করবে। তারা নিজেদের তলোয়ার যায়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ করতে থাকবে। এমতবস্থায় শয়তান তাদের মাঝে উচ্চস্বরে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে ও তোমাদের পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। একথা শুনে মুসলিমরা সেখান হতে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা সংবাদ। তারা যখন সিরিয়া পৌঁছবে তখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডয়মান হতে শুরু করা মাত্র ছলাতের সময় হবে। অতঃপর ঈসা আ. অবতরণ করবেন এবং ছলাতের ইমামতি করবেন। আল্লাহর শত্রু তাকে দেখা মাত্রই বিচলিত হবে যেমন লবন পানিতে মিশে যায়। যদি ঈসা আ. তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাকে ঈসা আ. এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন।<sup>৩৭৮</sup>

ইয়াসির ইবনে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

هاجت ربح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاء الساعة، قال: فقعد وكان متكئا، فقال: لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاهما نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام، ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاك القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتنفى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتنفى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتلون حتى يمسيوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتنفى الشرطة، فإذا كان يوم الرابع غد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال: لا يرى مثلها، وإما قال: لم ير مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجناهم فما يخلفهم حتى يخز ميتاً، فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم، فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن

الرجال قد خلفهم في ذرايهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ

একবার কুফা নগরীতে লাল ঝাঞ্জা বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হলো। এমন সময় জনৈক লোক কুফায় এসে বললো,<sup>৩৭৯</sup> হে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ সতর্ক হও, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকারী সম্পদ অবন্তিত থাকবে এবং যতক্ষণ মানুষ গনীমতের বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ না করবে। তারপর তিনি নিজ হাত দ্বারা সিরিয়ার দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহর শত্রুরা একত্রিত হবে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ করার জন্য এবং মুসলিমগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হবে। একথা শ্রবণে আমি বললাম, আল্লাহর শত্রু বলে আপনাদের উদ্দেশ্য হলো রোমীয় (খৃষ্টান) সম্প্রদায়। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। ঐ সময় মুসলিম জাতি একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সম্মুখে এগিয়ে যাবে।<sup>৩৮০</sup> বিজয় অর্জন করা ছাড়া তারা প্রত্যাবর্তন করবে না। এরপর পরস্পর তাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে যাবে। তারপর দু'পক্ষের সৈন্য জয়লাভ করা ছাড়াই ফিরে চলে যাবে। যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের যে দলটি এগিয়ে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই মৃত্যু বরণ করবে। অতঃপর পরবর্তী দিন মুসলিমগণ মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল সামনে পাঠাবে। তারা বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না। এদিনও পরস্পরের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হবে। পরিশেষে সন্ধা হয়ে যাবে। উভয়বাহিনী বিজয় লাভ করা ছাড়াই স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবে। যে দলটি সামনে ছিল তারা সরে যাবে। অতঃপর তৃতীয় দিন আবার মুসলিমগণ বিজয়ের উদ্দেশ্যে অপর একটি বাহিনী পাঠাবে। এ যুদ্ধ সন্ধা পর্যন্ত চলতে থাকবে। পরিশেষে বিজয় লাভ করা ছাড়াই উভয় বাহিনী প্রত্যাবর্তন করবে। তবে মুসলিম বাহিনীর সামনের সেনা দলটি শহীদ হয়ে যাবে। তারপর চতুর্থ দিনে অবশিষ্ট মুসলিমগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সামনে এগিয়ে যাবে। সে দিন কাফিরদের উপর আল্লাহ তা'আলা অকল্যাণ চক্র চাপিয়ে দিবেন।<sup>৩৮১</sup> তারপর এমন যুদ্ধ হবে যা জীবনে কেউ দেখবে না অথবা যা জীবনে কেউ দেখেনি। পরিশেষে তাদের শরীরের

379 অর্থাৎ মর্যাদা, আচরণ।

380 অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য অগ্রগামী একটি দল।

381 অর্থাৎ পরাজয়।

উপর পাখি উড়তে থাকবে।<sup>৩৮২</sup> পাখি তাদেরকে অতিক্রম করবে না, এমতাবস্থায় তা মাটিতে পড়ে নিহত হবে। একশ' মানুষ বিশিষ্ট একটি গোত্রে মাত্র একজন লোক বেঁচে থাকবে। এমন সময় কেমন করে গনীমতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা আনন্দোৎসব করবে এবং কেমন করে উত্তরাধিকার সম্পদ ভাগ করা হবে। এমতাবস্থায় মুসলিমগণ আরেকটি ভয়ানক বিপদের খবর শুনতে পাবে এবং এমর্মে সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওয়া হয়ে যাবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করবে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাজ্জালের খবর সংগ্রাহক দলের প্রতিটি লোকের নাম, তাদের বাপদাদার নাম এবং তাদের ঘোড়ার রং সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি। এ পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সে দিন তারাই হবে।<sup>৩৮৩</sup>

আবু দারদা রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق، من خير مدائن الشام

যুদ্ধের দিন মুসলিমদের শিবির স্থাপন করা হবে 'গূতা' নামক শহরে, যা সিরিয়ার সর্বোত্তম শহর দামিশকের পাশে অবস্থিত।<sup>৩৮৪</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا وقعت الملحمة؛ بعث الله من دمشق بعثاً من الموالي، هم أكرم العرب فرساً وأجوده سلاحاً، يؤيد الله بهم الدين

যখন বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত, তখন আল্লাহ তা'আলা মাওয়ালী দের সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাবাহিনী পাঠাবেন। তারা হবে সমগ্র আরবে সর্বাধিক দক্ষ অশ্বারোহী এবং উন্নততর সমরাত্মে সজ্জিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা দ্বীন ইসলামের সাহায্য করবেন।<sup>৩৮৫</sup>

<sup>৩৮২</sup> অর্থাৎ পার্শ্ব বা পার্শ্ববর্তী স্থান এমন।

<sup>৩৮৩</sup> ছহীহ মুসলিম (৪/২২২৩)।

<sup>৩৮৪</sup> আবু দাউদ (হা/৪২৪৯)।

<sup>৩৮৫</sup> ইবনু মাজাহ (হা/৪০৯০), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৪৮), শাইখ আলবানী রহিমাছল্লাহু বলেন, হাদীছটির সনদ হাসান ফাযাইলুস শামস (৬১)।

## ১৪৫. দাজ্জালের আবির্ভাব।

(خروج الدجال)

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذكر الدجال عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لأننا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে বলা হলে তিনি বলেন, দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে তোমাদের কতিপয়ের মাঝে বিদ্যমান ফিতনার আশঙ্কা করছি। তোমাদের কেউই তা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। দাজ্জালের ফিতনার জন্যই দুনিয়ার ছোট-বড় ফিতনার সৃষ্টি।<sup>৩৮৬</sup>

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত,

ما بعث الله من نبي إلا أئذّر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر

তিনি বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন নাবী পাঠাননি যিনি তার জাতিকে কানা মিথ্যুকটির ব্যাপারে সতর্ক করেননি। সে কানা দাজ্জাল। আর তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। তাঁর দু'চোখের মাঝখানে 'কাফির' লেখা থাকবে।<sup>৩৮৭</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض

৩৮৬. মুসনাদ আহমদ (৫/৩৮৯)।

৩৮৭. ছহীহ বুখারী (৯/১৪৮), ছহীহ মুসলিম (৪/২২৪৮)।

তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশিত হবে তখন কারো ঈমান আনয়নে কোন উপকারে আসবে না-যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি বা যারা নিজেদের ঈমান মত নেক আমল করেনি (সূরা আল-আন'আম ৬:১৫৮)। সেই তিনটি নিদর্শন হলো পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্যোদয় দাজ্জাল ও দাব্বাতুল আরয।<sup>৩৮৮</sup>

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أَن عَمْرٍو انطلق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أي رسول الله؟ فظفر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، فقال ابن صياد للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنتشهد أي رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله، فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : خلط عليك الأمر، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : إني قد خبأت لك خبيئاً، فقال ابن صياد: هو الدخ، فقال: احسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر - رضي الله عنه - : دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف - وهو اسم ابن صياد - هذا محمد، فثار ابن صياد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لو تركته بين قال سالم: قال عبد الله: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذرهم قومه، لقد أنذرهم نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইবনু সাইয়াদ এর বাড়ির দিকে গেলেন। তাঁরা তাঁকে (ইবনু সাইয়াদকে) বনু মাগালা দুর্গের<sup>৩৮৯</sup> পাশে অন্যান্য বালকের সাথে খেলাধুলারত পেলেন। তখন ইবনু সাইয়াদ বালেগ হবার নিকটবর্তী হয়েছিল। সে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন অনুভব করার পূর্বেই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রসূল? ইবনু সাইয়াদ তার দিকে দৃষ্টি করে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রসূল। অতঃপর সে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহর রসূল? তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী দেখে থাক? ইবনু সাইয়াদ বললো, আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমন করে থাকে। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ব্যাপারটি তোমার নিকট বিভ্রান্তিকর করা হয়েছে। অতঃপর নাবী তাকে বললেন, আমি একটি বিষয় তোমার হতে (আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। বলতো, সেটি কি? ইবনু সাইয়াদ বললো, তা হচ্ছে আদ-দুখখু। তখন তিনি বললেন, তুমি লাঞ্চিত হও! তুমি কখনো তোমার (জন্য নির্ধারিত সীমা) অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার গদার্ন উড়িয়ে দেই। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে সেই (মাসীহ দাজ্জাল) হয়ে থাকে,<sup>৩৯০</sup> তাহলে তাকে কাবু করার ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হবে না। আর যদি সে দাজ্জাল না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কল্যাণ নেই। রাবী সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, অতঃপর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ খেজুরের বাগানের দিকে গমন করলেন যেখানে ইবনু সাইয়াদ ছিল। ইবনু সাইয়াদ তাকে দেখে ফেলার পূর্বেই ইবনু সাইয়াদ তার কিছু কথা শুনে নিতে চাচ্ছিলেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন, যার ভিতর হতে তার গুনগুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ইবনু সাইয়াদের মা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেল যে, তিনি খেজুর গাছের কাণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে চলছেন। সে তখন ইবনু সাইয়াদকে ডেকে বললো, ও সাফ! (এটি ইবনু সাইয়াদের ডাক নাম।) এই

৩৮৯ অর্থাৎ দুর্গ বা কেল্লা।

৩৯০ অর্থাৎ যদি সে-ই হয়ে থাকে।

যে মুহাম্মাদ! তখন ইবনু সাইয়াদ লাফিয়ে উঠলো। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে (ইবনু সাইয়াদের) মা তাকে (যথাবস্থায়) থাকতে দিলে (ব্যাপারটি) স্পষ্ট হয়ে যেত। সালিম রাঈয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তার পরিবার বর্গের প্রতি (দয়ার কারণে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তিনি দাজ্জালের কথা বর্ণনা করে বলেন, আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করবো, প্রত্যেক নাবীই তার জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছে। আর অবশ্যই নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন কথা বলবো যা কোন নাবী তার জাতিকে বলেন নি। তোমরা জেনে রাখো, সে (দাজ্জাল) হচ্ছে অন্ধ অথচ আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন।<sup>৩৯১</sup>

আবু সাইদ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لقيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آمنت بالله وملائكته وكتبه، ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على الماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذباً أو كاذبين وصادقاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبس عليه دعوه

সাইয়েদের সাথে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত হলো আবু বকর ও উমার রাঈয়াল্লাহু আনহুমা উভয়েই মদিনার কতিপয় রাস্তায় ছিলেন। অতঃপর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু সাইয়েদকে বললেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল? সে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল? অতঃপর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি, তার কিতাবসমূহ ও তার ফিরিস্তাগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর তিনি বললেন, তুমি কি দেখছ? সে বললো, আমি সমুদ্রের উপর আরশ দেখতে পাচ্ছি। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তো সমুদ্রে ইবলিশের আরশ দেখতে পাচ্ছ। তুমি আর কি দেখতে পাচ্ছ? সে বললো, আমি কিছু সংখ্যক সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী অথবা কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী ও



একজন সত্যবাদীকে দেখতে পাচ্ছি। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একে ছেড়ে দাও। সে এ বিষয়ে নিজেই সন্দেহ পোষণ করছে।<sup>৩৯২</sup>

নাফি রহিমাল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة، فقال له قولاً أغضبه، فانتفخ حتى ملاً السكة، فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها، فقالت له: رحك الله ما أردت من ابن صائد، أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما يخرج من غضة يغضبها

মদিনার কোন এক রাস্তায় ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে সাইয়েদের দেখা হলে তিনি তাকে এমন কতিপয় কথা বলেন, যার ফলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। সে ক্রোধে এমন ভাবে ফুললো যে, সমস্ত রাস্তা সে জুড়ে ফেললো, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাফছা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে গেলেন। তিনি আগেই এ ঘটনার ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি ইবনু সাইয়েদ সম্পর্কে কি ইচ্ছা পোষণ করছেন? আপনি কি জানেন না যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জাল সর্ব প্রথম ক্রোধের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।<sup>৩৯৩</sup>

আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خرجنا حجاجاً أو عماراً ومعنا ابن صائد، قال: فترلنا مزلّاً فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة، قال: ففعل، قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعُسٍّ، فقال: اشرب أبا سعيد، فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، - ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال: آخذ عن يده - فقال: أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألسنت من أعلم الناس بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو كافر، وأنا مسلم، أو ليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو عقيم لا

৩৯২. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৪১)।

৩৯৩. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৪৬)।

يولد له ؟ وقد تركت ولدي بالمدينة، أوليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :-  
لا يدخل المدينة ولا مكة ؟ وقد أقبلت من المدينة، وأنا أريد مكة، قال أبو سعيد الخدري  
حتى كدت أن أعذره، ثم قال: أما والله إني لأعرفه، وأعرف مولده، وأين هو الآن؟ قال:  
قلت له: تباً لك سائر اليوم

আমরা একবার হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের সাথে ইবনু সায়েদ ছিল। তারপর কোন এক মঞ্জিলে অবতরণ করলাম। লোকেরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। কেবল সে এবং আমি থেকে গেলাম। লোকেরা ইবনু সাইয়েদের ব্যাপারে কথা বলাবলি করছে, এ কারণে আমি তার ব্যাপারে অত্যধিক ভীত ও ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ইবনু সাইয়েদ তার দ্রব্য-সামগ্রী আমার কাছে এনে রাখলো। আমি বললাম, গরম খুব বেশি মনে হচ্ছে। তুমি যদি তোমার দ্রব্য-সামগ্রী ঐ গাছের নিচে রাখতে তবে ভাল হতো। এ কথা শুনে তাই করলো। তারপর আমাদের জন্য কতগুলো বকরী নিয়ে আসা হলো। এ দেখে ইবনু সাইয়েদ সেখানে গেল এবং এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলো।<sup>৩৯৪</sup> এরপর সে আমাকে বললো, হে আবু সাঈদ! তুমি দুধ পান করে নাও। আমি বললাম, গরম খুব বেশি। দুধও গরম। আবু সাইদ আল-খুদরী রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার হাতে দুধ পান করা বা তার হাত হতে দুধ গ্রহণ করা আমি পছন্দ করিনি। এ দেখে ইবনু সাইয়েদ বললো, হে আবু সাঈদ! লোকেরা আমার ব্যাপারে আমার যেসব কথাবার্তা বলছে, এখন আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি একটি রশি নিয়ে সেটা গাছে লটকিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাই এবং তা হতে পরিত্রান লাভ করি। তারপর সে বললো, হে আবু সাঈদ! তোমাদের আনসার সম্প্রদায়ের চেয়ে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ আর কারো কাছে অজানা নেই? তুমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত নও? রসূল কি বলেনি, সে (দাজ্জাল) ব্যক্তি কাফির হবে? অথচ আমি মুসলিম। তিনি কি বলেননি যে, দাজ্জাল নিঃস্তান? তার কোন সন্তান হবে না? অথচ মদিনায় আমি আমার সন্তান রেখে এসেছি। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি? দাজ্জাল মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ আমি মদিনা হতে এসেছি এবং মক্কায যাওয়ার ইচ্ছা করছি। আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার কথায় আমি তাকে বিশ্বাস করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। অতঃপর ইবনু সাঈদ বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে চিনি, তার জন্ম স্থান চিনি এবং সে এখন কোথায় অবস্থান করছে তাও আমি

জানি। এ কথা শুনে আমি বললাম, তোমার সারাটা দিন ধ্বংস হোক, অকল্যাণ হোক। ৩৯৫

নাফি রহিমাল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ,

قال ابن عمر: لقيته مرتين، قال: فلقيته، فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو؟ قالوا والله، قال: قلت: كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالاً وولداً، فكذاك هو زعموا اليوم، قال فحدثنا ثم فارقته، قال: فلقيته لقيه أخرى وقد نفرت عينه، قال: فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري، قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك، قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، قال: فنخر كأشد نخر حمار سمعت، قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعضاً كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت، قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها، فقالت: ما تريد إليه ألم تعلم أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه

ইবনু উমার রাহিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইবনু সাইয়্যাদ এর সাথে আমার দু'বার দেখা হয়েছে। একবার দেখার পর আমি জনৈক লোককে প্রশ্ন করলাম, আপনি বলেন যে, ইবনু সাইয়্যাদই দাজ্জাল? উত্তরে সে বললো, আল্লাহর শপথ! কখনো না। আমি বললাম, তুমিতো আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহর শপথ! তোমাদের এক লোক আমাকে এ মর্মে কবর দিয়েছে যে, সে মৃত্যু বরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চাইতে সর্বাধিক বিভ্রাটী এবং সন্তান-সন্ততি সম্পন্ন না হবে। আজতো অনুরূপই হয়েছে বলে সে মন্তব্য করেছে। তারপর ইবনু সাইয়্যাদ আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করলো। এরপর আমি তার থেকে সরে গেলাম। ইবনু সাইয়্যাদের সাথে আরেকবার আমার সাক্ষাত হয়েছে। তখন তার চোখ ফোলা অবস্থায় ছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার চোখের এ কি অবস্থা, আমি কি দেখতে পাচ্ছি। সে বললো, আমি জানি না। আমি বললাম, তোমার মাথায় চোখ অথচ তুমি জানো না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার এ লাঠিতেও তিনি চোখ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। এরপর সে গাঁধার চেয়েও বিকট শব্দে চিৎকার করলো যা আমি ইতোপূর্বে শুনিনি। আমার কোন সাথী ধারণা করেছে যে, আমার সাথে থাকা লাঠি দ্বারা সজোরে আঘাত করেছি যাতে লাঠি ভেঙ্গে গেছে। আল্লাহর শপথ! এ সম্পর্কে আমি একেবারে অজ্ঞাত ছিলাম। নাফি বলেন, তারপর আব্দুল্লাহ ইবনু উমার উম্মুল

মু'মিনীন হাফছাহ এর নিকটে এলেন এবং তার কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, ইবনু সাইয়্যাদের নিকট তার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি কি জানেন না যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো প্রতি ভীষণ রাগই সর্বপ্রথম দাজ্জালকে মানুষের সম্মুখে প্রকাশ ঘটবে।<sup>৩৯৬</sup>

মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَخْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدِّجَالِ، قُلْتُ: تَخْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَمْرَ يَخْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْكَرْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহকে আল্লাহর নামে কসম করে এ কথা বলতে শুনেছি যে, ইবনু সাইয়্যাদই হলো প্রকৃতপক্ষে দাজ্জাল। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর নামে কসম করে এ কথা বলছেন? তিনি বললেন, আমি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ সম্পর্কে কসম খেতে শুনেছি। অথচ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার একথা অগ্রাহ্য করেননি।<sup>৩৯৭</sup>

ফাতিমা বিনতু কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: لَيَلْزَمَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَصْلَاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لَمْ جَمَعْتُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرُهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُمْ؛ لِأَنْ تَمِيزَ الدَّارِي كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافِقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدِّجَالِ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَحْمٍ وَجَذَامٍ، فَلَعَبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبَ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبَ كَثِيرَ الشَّعْرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قَبْلَهُ مِنْ دَبَرِهِ، مِنْ كَثَرَةِ الشَّعْرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا

৩৯৬. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৪৬)।

৩৯৭. ছহীহ বুখারী (২/২৬৭৭), ছহীহ মুসলিম (৪/২২৪৩)।

القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، قال: لما سمعت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشدّه وثاقاً، مجموعة يده إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا: وملك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية، فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهراً، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقيننا دابة أهدب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: وملك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعاً، وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة، فقال: أخبروني عن نخل بيسان؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم، قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر، قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء، قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب، قال: أخبروني عن عين زغر؟ قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها؟ قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة، ونزل يثرب، قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم، قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليهم العرب وأطاعوه، قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم، قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان عليّ كلتاها، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصديني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، - يعني المدينة - ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبنى حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه، وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام، أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو وأوماً بيده إلى المشرق، قالت: فحفظت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم

আমি এক আহবানকারীর আওয়াজ শুনে পেলাম। বস্ত্রত তিনি রসূল কর্তৃক নির্ধারিত আহবানকারী ছিলেন। তিনি এ মর্মে আহবান করছিলেন যে, ছালাতের উদ্দেশ্যে তোমরা সমবেত হয়ে যাও। এরপর আমি মসজিদের দিকে অগ্রসর হলাম এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। সম্প্রদায়ের কাতারে যে মহিলাগণ ছিলেন আমি সে কাতারেই ছিলাম। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছালাত আদায়ন্তে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় মিস্বারে বসে গেলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন জায়গায় বসে যাও। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি কি জন্য তোমাদেরকে সমবেত করেছি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক জ্ঞাত। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে কোন আশা বা ভয়ভীতির জন্য সমবেত করিনি। তবে আমি তোমাদেরকে এ জন্য জমায়েত করেছি যে, তামীম আদ-দারী প্রথমে খুঁটান ছিল। সে আমার কাছে এসে বাই‘আত গ্রহণ করেছে এবং দীন ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমার নিকট এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যদ্বারা আমার সে বর্ণনায় সত্যায়ন হয়ে যায়, যা আমি দাজ্জালের ব্যাপারে আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছিলাম। সে আমাকে বলেছে যে, একবার লাখম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকসহ সমুদ্রের একটি জাহাজে আরোহণ করেছিল। সামুদ্রিক ঝড় একমাস পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় তারা সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর তারা ছোট ছোট নৌকায় বসে ঐ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই জম্বুর ন্যায় একটি জিনিস তারা দেখতে পায়। তার পূর্ণ দেহ পশমে ভরা ছিল। পশমের কারণে তার আগা-পাছা চেনার উপায় ছিল না। লোকেরা তাকে বললো, হতভাগা, তুই কে? সে বললো আমি জাস্সা-সাহ। লোকেরা বললো, জাস্সা-সাহ আবার কি? সে বললো, ঐ যে গীর্জা দেখা যায় সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে। তামীম আদ-দারী বলেন, তার মুখে এক লোকের কথা শুনে ভয়ে শঙ্কিত হলাম যে, সে আবার শয়তানতো নয়! আমরা দ্রুত পদব্রজে গীর্জায় প্রবেশ করতেই এক দীর্ঘাকৃতির এক লোককে দেখতে পেলাম, যা ইতোপূর্বে এমন আর কখনো দেখিনি। লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় দু’ হাঁটুর মধ্যে দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো। আমরা তাকে বললাম, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বললো, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ। এখন তোমরা বলো, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বললো, আমরা আরবের অধিবাসী। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলাম। আমরা সমুদ্রকে উত্তার তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পেয়েছি।<sup>৩৯৮</sup> এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থেকে

অবশেষে আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করে এ দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা সর্বাস্থ পশমে আবৃত জন্তুকে দেখতে পেয়েছি। পশমের মাত্রাতিরিক্তের কারণে আমরা তার আগা-পাছা চিনতে পারছি না। আমরা তাকে বলেছি, তোর সর্বনাশ হোক! তুই কে? সে বলেছে, সে নাকি জাস্সা-সাহ। আমরা বললাম, জাস্সা-সাহ আবার কি? তখন সে বলেছে, ঐ যে, গীর্জা দেখা যায়, তোমরা সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে এসে গেছি। আমরা তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি; না জানি এ আবার কোন জিন ভূত কিনা? অতঃপর সে বললো, তোমরা আমাকে বাইসানের খেজুর বাগানের সংবাদ বলো। আমরা বললাম, এর কোন বিষয়টি সম্পর্কে তুই জানতে চাচ্ছিস? সে বললো, বাইসানের খেজুর বাগানে ফল আছে কিনা এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। তাকে আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে। সে দিন নিকটেই যে দিন এ গুলোতে কোন ফল ধরবে না। তারপর সে বললো, আচ্ছা, তিবরিয়্যা সমুদ্রের ব্যাপারে আমাকে সংবাদ বলো, আমরা বললাম, এর কোন বিষয় সম্পর্কে তুই আমাদের নিকট থেকে তুই জানতে চাচ্ছিস? সে বললো, এর মধ্যে পানি আছে কি? তারা বললো, হ্যাঁ, সেখানে অনেক পানি আছে। অতঃপর সে বললো, সে দিন বেশি দূরে নয় যে দিন এ সাগরে পানি থাকবে না। সে আবার বললো, ‘যুগার’ এর ঝর্ণার ব্যাপারে তোমরা আমাকে অবহিত করো। তারা বললো, এ সম্পর্কে তুই আমাদের কাছে কি জানতে চাচ্ছিস? সে বললো, এর ঝর্ণাতে পানি আছে কি? আর এ জনপদের লোকেরা তাদের ক্ষেত্রে এ ঝর্ণার পানি দেয় কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এতে অনেক পানি আছে এ জনপদের<sup>৩৯৯</sup> লোকেরা মাধ্যমেই তাদের ক্ষেত আবাদ করে। সে আবার বললো, তোমরা আমাকে উম্মীদের নাবীর ব্যাপারে খবর দাও। সে এখন কি করেছে। তারা বললো, সে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করেছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে বললো, তিনি তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? আমরা তাকে খবর দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ্ব এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সে বললো, এটা কি হয়েই গেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াই জনগনের জন্য কল্যাণকর ছিল। এখন আমি নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মাসীহ দাজ্জাল। অতি সুন্দরই আমি এখান থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যাবো। বাইরে গিয়ে আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করবো। চল্লিশ দিনের ভিতর এমন কোন জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি

৩৯৯ অর্থাৎ সিরিয়ার ঝর্ণা।

প্রবেশ না করবো। তবে মক্কা ও তাইবাহ এ দু'টি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ দু'টির কোন স্থানে প্রবেশের ইচ্ছা করবো তখন এক ফিরিস্তা উন্মুক্ত তরবারী হাতে এসে আমাকে বাধা দিবে। এ দু'টি স্থানের সকল রাস্তায় ফিরিস্তাগণের পাহারা থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছড়ি দ্বারা মিস্বারে আঘাত করে বললেন, এ হচ্ছে তাইবাহ, এ হচ্ছে তাইবাহ। অর্থাৎ তাইবাহ হচ্ছে মদীনাহ। সাবধান! আমি কি তোমাদেরকে ইতোপূর্বে তোমাদেরকে বলিনি? তখন লোকেরা বললো, হ্যাঁ, আপনি বলেছেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তামীম আদ-দারীর কথাটি আমার খুব ভাল লেগেছে। যেহেতু তা সঙ্গতিপূর্ণ আমার ঐ বর্ণনার যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল, মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে আগে বলেছি। জেনে রাখো, উল্লেখিত দ্বীপ সিরিয়া অথবা ইয়ামান সাগরের পার্শ্বস্থ সাগরের মাঝে অবস্থিত। বরং পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত, পূর্ব দিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এসময় তিনি নিজ হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমা বিনতু কায়স বলেন, এ হাদীছ আমি রসূল থেকে সংরক্ষণ করেছি।<sup>৪০০</sup>

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً بين ظهري الناس المسيح الدجال، فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال، تضرب لنته بين منكبيه، رجل الشعر، يقطر رأسه ماء، واضعاً يديه على منكبي رجلين، وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم، ثم رأيت رجلاً وراءه، جعداً قططاً، أعور العين اليمنى، كأشبهه من رأيت بابين قطن، واضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال

একদা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ টেঁড়া নন। সাবধান! মাসীহ দাজ্জালের ডান চক্ষু টেঁড়া। তার চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত। আমি একরাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বা ঘরের নিকটে দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম।<sup>৪০১</sup> তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রং এর লোক দেখে

৪০০. ছহীহ মুসলিম ৪/২২৬২

৪০১ অর্থাৎ তার চুল।



থাক তার থেকেও তিনি অধিক সুন্দর লোক ছিলেন তিনি। তার মাথার সোজা চুল, তার দু'স্কন্ধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা হতে পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। তিনি দু'জন লোকের স্কন্ধে হাত রেখে কা'বা তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? তারা জবাব দিলেন, তিনি হলেন, মাসীহ ইবনে মারইয়াম। তারপর তার পিছনে অন্য একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কৌকড়ানো, ডান চক্ষু টেঁড়া, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইবনু কাতানের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'স্কন্ধে ভর দিয়ে কা'বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হলো মাসীহ দাজ্জাল।<sup>৪০২</sup>

রিবঈ ইবনু হিরাম্‌শ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه قرأ من ماء، وقرأ من نار، فأما الذي ترون أنه نار ماء، وأما الذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار، فإنه سيجده ماء، قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول

হুযাইফাহ ও আবু মাস'উদ রাঈয়াল্লাহু আনহুমা একত্রে হলে হুযাইফাহ বললেন, দাজ্জালের সঙ্গে যা কিছু থাকবে, এ সমন্ধে আমি তার চেয়ে অবশ্যই ভাল জানি। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে থাকবে পানির নহর ও আগুনের কুন্ড। অতঃপর তোমরা যেটাকে দেখবে আগুন, মূলত সেটা পানি আর যেটাকে দেখবে পানি সেটা আসলে আগুন। যে কেউ এর সাক্ষাত পাবে, সে যেটাকে আগুন দেখবে তা যেন পান করে, তাহলেই সে পানি পাবে। আবু মাসউদ আল-বাদরী রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি।<sup>৪০৩</sup>

মুসলিমের অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

وفي رواية لمسلم : (وإن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب) .

৪০২. ছহীহ বুখারী (৪/২০২)। ছহীহ মুসলিম (১/১৫৫)।

৪০৩. ছহীহ বুখারী (৯/৭৫)। ছহীহ মুসলিম (৪/২২৫০)।

মুসলিমের অন্য রেওয়ায়েতে আছে,<sup>৪০৪</sup> দাজ্জালের চোখ হবে লেপা। তার চোখের উপর নখের মতো পুরু চামড়া থাকবে<sup>৪০৫</sup> এবং উভয় চোখের মাঝখানে কাফির লেখা থাকবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মু'মিন ব্যক্তি এ লেখা পাঠ করতে পারবে।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন এক সাহাবী সূত্রে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِن مِّن بَعْدِكُمْ أَوْ إِن مِّن وَّرَائِكُمُ الْكَذَّابُ الْمُضِلُّ، وَإِن رَّأْسُهُ مِّن وَّرَائِهِ حَبْكٌ حَبْكٌ ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَمَنْ قَالَ: كَذَبْتَ لَسْتُ رَبَّنَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَبَّنَا، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أَنْبَا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ

তোমাদের পরে অথবা তোমাদের পরবর্তী সময়ে পথভ্রষ্ট মিথ্যাকের আবির্ভাব হবে। আর তার মাথা থাকবে তার পিছনে বেষ্টিত।<sup>৪০৬</sup> আর অবশ্যই সে বলবে, আমি তোমাদের প্রভু। যে (তার কথা শুনে) বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ; আল্লাহই আমাদের প্রভু। আমরা তারই উপর ভরসা করি এবং আমরা তারই অভিযুক্ত। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তোমার থেকে। অতঃপর তার উপর প্রয়োগ করার মত দাজ্জালের কোন পস্থা থাকবে না।<sup>৪০৭</sup>

উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত,

أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ عِنْدَهُ فَقَالَ: عَيْنُهُ خَضِرَاءُ كَالزَّجَاجَةِ، فَنَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

তার কাছে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন, তার চোখ হবে কাচের মত সচ্ছ সবুজ। তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।<sup>৪০৮</sup>

হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

৪০৪ ছহীহ মুসলিম (৪/২২৪৭)

৪০৫ অর্থাৎ কপালে পুরু গোশত থাকবে গোটা কপাল হবে কালো।

৪০৬ অর্থাৎ তার মাথা হবে বিক্ষিপ্ত এবং মাথার হবে অধিক কৌঁকড়ানো।

৪০৭. মুসনাদ আহমদ (৪/২০), (৫/২৭২)।

৪০৮. মুসনাদ আহমদ (৫/১২৪)।

الدجال أعور العين اليسرى، جُفَال الشَّعْر، معه جنة ونار؛ فناره جنة وجنته نار

দাজ্জালের বাম চোখ কানা, তার থাকবে কোঁকড়ানো চুল<sup>৪০৯</sup> এবং তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। তার জান্নাত হচ্ছে জাহান্নাম আর জাহান্নাম হচ্ছে জান্নাত।<sup>৪১০</sup>

নাওয়াস ইবনে সাম'আন রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب، ققط، عينه طائفة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يميناً وعاث شمالاً، يا عباد الله فاثبتوا، قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، قلنا: يا رسول الله وما إسرعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً وأسبغه ضروعاً وأمدّه خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم شيء مما موافقهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتنبعه كنوزها كيغاسيب النحل، ثم يدعو رجلاً ممتلاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوهم فيقبل، ويتهلل وجهه يضحك، فيبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجرد ريش نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن

409 অর্থাৎ অনেক।

৪১০. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৪৮)।

وجوههم، ويحدثهم بدر جاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، وبعث الله ياجوج ومأجوج، وهم من كل حذب ينسلون، فيمر أولاهم على بحيرة طرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النعف في رقابهم، فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاء زهمهم وننتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيراً كأعناق البخت، فتحملهم فتنطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنتبشمرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصاة من الرمانة ويستظلون بقحفها، وبيارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা সৃষ্টি হলো যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ও পার্শ্বেই বিদ্যমান। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে চলে গেলাম। তারপর আবার আমরা তার নিকট ফিরে এলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জালের ভীতি চিহ্ন দেখে প্রশ্ন করেন, তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় উত্থাপন করেছেন যে, আমাদের ধারণা হচ্ছিল যে, হয়তো সে খেজুর বাগানের পার্শ্বেই উপস্থিত আছে। তিনি বললেন, তোমাদের ক্ষেত্রে দাজ্জাল ছাড়াও আমার আরো কিছু আশংকা রয়েছে। যদি সে আমার জীবদ্দশাতেই তোমাদের মাঝে আসে তাহলে আমিই তার পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো। আর সে যদি আমার অবর্তমানে আবির্ভূত হয়, তাহলে তোমরাই তার প্রতিপক্ষ হবে। আর আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার সহায়

হবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কুণ্ঠিত (কৌকড়া) চুল বিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক,<sup>৪১১</sup> সে হবে আব্দুল উযযা ইবনু কাতানের অনুরূপ। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার দেখা পায় তাহলে যেন সে প্রাথমিক গুলো তিলাওয়াত করে। তিনি বললেন, সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন এলাকা হতে আত্ম প্রকাশ করবে।<sup>৪১২</sup> তারপর সে ডানে-বামে ফিতনা ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে, আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কতদিন দুনিয়ায় থাকবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে একমাসের সমান, একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমানের দিনের মতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কি ধারণা যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, তাতে একদিনের ছালাত আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না, তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নেবে এবং (তদানুযায়ী ছালাত আদায় করবে)। আমরা আবার প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি বললেন, তার চলার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের অনুরূপ; তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দলের দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট হতে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদ তার পিছনে পিছনে চলে আসবে। তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃশ্ব অবস্থায় পাবে। তারপর সে অন্য জাতির নিকট গিয়ে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে তখন আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের আহ্বান করবে। তারপর সে জমিনকে ফসল উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দিবে এবং তারপর বিকেলে তাদের পশুপালগুলো<sup>৪১৩</sup> পূর্বের চেয়ে উঁচু কুঁচবিশিষ্ট,<sup>৪১৪</sup> দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট,<sup>৪১৫</sup> মাংসবহুল নিতম্ববিশিষ্ট হবে।<sup>৪১৬</sup> তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দলের দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট হতে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদ তার

৪১১. অর্থাৎ কৌকড়ানো চুল।

৪১২. অর্থাৎ রাস্তা হতে বের হবে।

৪১৩. অর্থাৎ বিচরণশীল পশুপাল।

৪১৪. তথা উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট প্রাণী।

৪১৫. অধিক দুগ্ধদানকারী পশু।

৪১৬. অর্থাৎ সব কিছুতে পরিপূর্ণ।

পিছনে পিছনে চলে আসবে। তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃশ্ব অবস্থায় পাবে। তারপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভিতরের খনিজ ভান্ডার বের করে দে। তারপর সে সেখান হতে ফিরে আসবে এবং সেখানকার ধনভান্ডার তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছির অনুসরণ করে। তারপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহ্বান করবে। সে তলোয়ারের আঘাতে তাকে দু'টুকরা করে ফেলবে।<sup>৪১৭</sup> তারপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। এমতবস্থায় এ দিকে দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে হলুদ রংয়ের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায়<sup>৪১৮</sup> দু'জন ফিরিত্তার ভর করে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। তিনি তার মাথা নিচু করলে ফোঁটায় ফোঁটায় এবং উঁচু করলেও মনিমুক্তার ন্যায় ঘাম পড়তে থাকবে। তার নিঃশ্বাস যাকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তার শ্বাসবায়ু দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছবে। তারপর তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করবেন এবং তাকে 'লুদ'<sup>৪১৯</sup> এর নগর দ্বার প্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নিকট অহী প্রেরণ করবেন যে, “আমার বান্দাদেরকে ত্বরূপে পাহাড়ে সরিয়ে নাও। কেননা, আমি এমন একদল বান্দা প্রেরণ করছি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই”<sup>৪২০</sup> তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হলো, “তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে” (সূরা আশ্বিয়া-৯৬) তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তারারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। এদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে অতিক্রম কালে বলবে, নিশ্চয়ই এ জলাশয়ে কোন সময় পানি ছিল। তারপর বাইতুল মাকদিসের পাহাড়ে পৌঁছার পর তাদের অভিযান সমাপ্ত হবে। তারা পরস্পর বলবে, আমরা তো দুনিয়ায় বসবাসকারীদের ধ্বংস করেছি, এবার চল আকাশে বসবাসকারীদের ধ্বংস করি। তারা এই বলে আকাশের দিকে তাদের নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সমূহ রক্তে রঞ্জিত করে ফেরত দিবেন। তারপর ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম তার সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা খাদ্যভাবে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বেন যে, তখন তাদের জন্য একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের একশত দীনারের চাইতে বেশি উত্তম মনে হবে। তিনি বলেন, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা আল্লাহ

---

৪১৭. অর্থাৎ দু'ভাগে বিভক্ত।

৪১৮. অর্থাৎ তুলার তৈরি অথবা জাফরান রংয়ের দু'টি কাপড়।

৪১৯. ফিলিস্তিনের একটি শহর।

৪২০. অর্থাৎ শক্তি-সামর্থ্য ও ক্ষমতা নেই।

তা'আলার দিকে রজু হয়ে দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের (ইয়াজ্জ ও মাজ্জ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারী রূপে 'নাগাফ'<sup>৪২১</sup> নামক কীটের উৎপত্তি করবেন। তারপর তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে।<sup>৪২২</sup> তখন ঈসা আলাইহিস সালাম তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় হতে) নেমে আসবেন। সেখানে তিনি এমন এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পাঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে থাকবে না।<sup>৪২৩</sup> তারপর তিনি সাথীদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন।<sup>৪২৪</sup> সেই পাখি ওদের লাশগুলো তুলে নিয়ে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। এদের পরিত্যক্ত তীর, ধনুক ও তুণীরগুলো মুসলমান সাত বছর পর্যন্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘর-বাড়ী, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে<sup>৪২৫</sup> এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়ে মুছে আয়নার মত ঝক ঝকে হয়ে উঠবে।<sup>৪২৬</sup> তারপর জমিনকে বলা হবে, তোর ফল ও ফসল সমূহ বের করে দে। তখন এরূপ পরিস্থিতি হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম পর্যাপ্ত হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।<sup>৪২৭</sup> দুধেও<sup>৪২৮</sup> এরূপ বারাকাত হবে যে, বিরাট একটি দলের জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভির দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে। এমতবস্থায় কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন যা সকল ঈমানদারের আত্মা ছিনিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট থাকবে শুধু দুশ্চরিত্রের লোক যারা গাঁধার মতো প্রকাশ্যে নারী সম্মুখে লিপ্ত হবে। তারপর তাদের উপর ক্রিয়ামত সংঘটিত হবে।<sup>৪২৯</sup>

৪২১. অর্থাৎ এমন কীট যা উটের মাঝে থাকে।

৪২২. তথা নিহত হয়েছে এমন অবস্থা বুঝায়।

৪২৩. গলিত মাংসের বিরজিকর পাঁচা গন্ধ।

৪২৪. অর্থাৎ উট জাতীয় প্রাণী।

৪২৫. মাটি, পালক ও পশমের তৈরি বাড়ি-ঘর। এখানে নগরবাসী ও বেদুঈনদের বাড়ি-ঘর উদ্দেশ্যে।

৪২৬. অর্থাৎ আয়নার মত স্পষ্ট।

৪২৭. অর্থাৎ গভীর গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।

৪২৮. অর্থাৎ দুধ।

৪২৯. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৫১)।

উবাদা ইবনে সামেত রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أنه حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إني قد حدثكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير، أفحج، جعد، أعور مطموس العين، ليس بناتنة ولا حجرا، فإن ألبس عليكم؛ فاعلموا أن ربكم ليس بأعور

তিনি লোকদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে বহুবার বর্ণনা করেছি, কারণ আমি আশঙ্কা করছি, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা? নিশ্চয়ই মাসীহ দাজ্জাল হবে বেঁটে, মুরগীর পা বিশিষ্ট ও কুণ্ঠিত কেশধারী, এক চোখ বিশিষ্ট আলোহীন এক চোখধারী যা বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার কোঠরাগতও নয়। যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে জেনে রাখো, তোমাদের রব কানা নন।<sup>৪৩০</sup>

মু'আয ইবনে জাবাল রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال: إن هذا خلق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد يعني معاذ بن جبل

বাইতুল মাকদিসে বসতি স্থাপন ইয়াসরিবের বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং ইয়াসরিবের বিপর্যয় সংঘাতের কারণ হবে। যুদ্ধের ফলে কুসতুনতীনিয়া বিজিত হবে এবং কুসতুনতীনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের আলামত। অতঃপর রসূল যার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার উরুতে বা কাঁধে নিজের হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বলেন, এটা নিশ্চিত সত্য, যেমন তুমি এখানে উপস্থিত, যেমন তুমি এখানে বসা আছো। অর্থাৎ তিনি মু'আয ইবনে জাবাল রাঈয়াল্লাহু আনহু কে লক্ষ্য করে বলেন।<sup>৪৩১</sup>

আবু তুফাইল রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كنت بالكوفة فقيل: خرج الدجال، قال: فأتينا حذيفة بن أسيد وهو يحدث فقلت: هذا الدجال قد خرج، قال: اجلس، فجلست، فأتى علي العريف، فقال: هذا الدجال قد خرج،

৪৩০. আবু দাউদ (৪/১১৬)।

৪৩১. আবু দাউদ (৪/১১০)।



وأهل الكوفة يطاعونهم، قال: اجلس، فجلس، فنودي إنما كذبة صباغ، قال: فقلنا: يا أبا سريحة ما أجلسنا إلا لأمر فحدثنا، قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالحذف، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس، وخفة من الدين، وسوء ذات بين

আমি কুফায় ছিলাম। অতঃপর বলা হলো, দাজ্জাল বের হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা হুয়াইফাহ ইবনে আসীদ এর নিকট আসলাম; তিনি হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দাজ্জাল কি বের হয়েছে? তিনি বললেন, তুমি বসো, অতঃপর আমি বসলাম। তারপর আরিরফ এসে বললো, এ দাজ্জাল কি বের হয়েছে? আর কুফাবাসী তার আনুগত্য করছে। তিনি বললেন, তুমি বসো, অতঃপর সে বসলো। অতঃপর তাকে ডেকে বলা হলো, এটা একটা আকর্ষণীয় কথা। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আবু সুরাইহা আপনি কি আমাদের এ বিষয়ের জন্য বসিয়ে রেখেছেন, অতঃপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করলেন, তিনি বলেন, যদি তোমাদের যুগে দাজ্জাল বের হতো, তাহলে শিশুরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করতো। কিন্তু দাজ্জাল কতিপয় মানুষের মাঝে আগমণ করবে, তখন দীনে সংশয় সৃষ্টি হবে এবং খারাবী প্রকাশ পাবে।<sup>৪৩২</sup>

আবু বকর সিদ্দিক রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল বলেছেন,

الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم آجنان المطرقة

দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাসান অঞ্চল থেকে বের হবে। এমনসব জাতি তার অনুসরণ করবে যাদের মুখাবয়ব হবে ঢালের মত চ্যাপ্টা ও মাংসল।<sup>৪৩৩</sup>

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالة

আসবাহান এর সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে, তাদের শরীরে থাকবে কালো চাদর।<sup>৪৩৪</sup>

আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

৪৩২. কঙ্কর, আটি ও অনুরূপ জিনিস মানুষের দিকে নিক্ষেপ করা। মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৭৪)। তিরমিযী (৪/৫০৯)।

৪৩৩. ছহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪০৭২, সুনানে তিরমিযী হা/২২৩৭, মুসনাদে আহমাদ।

৪৩৪. অর্থাৎ একপ্রকার চাদর। ছহীহ মুসলিম হা/২৯৪৪।

خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرنا، فكان من قوله أن قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء، وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين يديكم فأنادي بكم فأتوا، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، فيبعث ميمناً ويعيث شمالاً، يا عباد الله فاثبتوا، فإنني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول: أنا نبي، ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم، ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة وناراً، فنادى جنة، وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله، وليقرأ فواتح الكهف، فتكون عليه برداً وسلاماً كما كانت النار على إبراهيم، وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرايت إن بعثت لك أباك وأملك أتشهد أي ربك؟ فيقول: نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه، فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها، وينشرها بالمنشار حتى يلقي شقتين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا، فإنني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له رباً غيри، فيبعثه الله، ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم قال أبو سعيد: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة وقال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب، حتى مضى لسبيله. قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلك، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمدده خواصر وأدره ضروراً، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطنه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته، حتى يترل عند الطرب الأحر عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكبر خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص

، فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم بيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقري ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح، ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف مُحَلَّى وساج ، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هارباً، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي، فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة، إلا الغرقدة؛ فإنها من شجرهم، لا تنطق، إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وإن أيامه أربعون سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي، فقليل له: يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة، كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فيكون عيسى ابن مريم عليه السلام في أمتي حكماً عادلاً وإماماً مقسطاً، يدق الصليب، ويذبح الخنزير، ويضع الجزية، ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتزعم حمة كل ذات حمة، حتى يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قریش ملكها، وتكون الأرض كفأثر الفضة، تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات، قالوا: يا رسول الله وما يرخس الفرس؟ قال: لا تركب حرب أبداً، قيل له: فما يغلي الثور؟ قال: تحرق الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر

السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نبتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله، فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نبتها كله فلا تثبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت، إلا ما شاء الله، قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام

তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া তাঁর দীর্ঘ ভাষণের অধিকাংশ ছিল দাজ্জাল প্রসঙ্গে। তিনি আমাদেরকে দাজ্জাল প্রসঙ্গে সতর্ক করেন। তার সম্পর্কে তিনি তার ভাষণে বলেন, আল্লাহ আদমের বংশধর সৃষ্টি করার পর থেকে দাজ্জালের ফিতনা পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে না। আল্লাহ এমন কোন নাবী পাঠাননি যিনি তার উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আর আমি সর্বশেষ নাবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মাত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবে। আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হবো। আর যদি সে আমার পরে আবির্ভূত হয়, তবে প্রত্যেক মুসলিমকে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার প্রতিনিধি। নিশ্চয়ই সে সিরিয়া ও ইরাকের 'খাল্লা' নামক স্থান থেকে বের হবে। অতঃপর সে তার ডানে ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দীনের উপর অবিচল থাকবে। কেননা আমি এখনই তোমাদের নিকট এমনসব নিকৃষ্ট অবস্থা বর্ণনা করবো যা আমার পূর্বে কোন নাবীই তার উম্মাতের নিকট বলেননি। সে তার দাবীর সূচনায় বলবে, আমি নাবী। অথচ আমার পরে কোন নাবী নেই। অতঃপর সে দাবী করবে, আমি তোমাদের রব। অথচ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না। সে হবে অন্ধ। অথচ তোমাদের রব মোটেই অন্ধ নন। তার দু'চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফির'। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই এ লেখাটি পড়তে সক্ষম হবে। দাজ্জালের অনাসৃষ্টির মাঝে একটি এই যে, তার সাথে থাকবে জ্ঞানাত ওজাহান্নাম। তবে তার জাহান্নাম হবে জ্ঞানাত আর জ্ঞানাত হবে জাহান্নাম। যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের বিপদে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহর সাহায্যে প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে। তাহলে তার জন্য সেই জাহান্নাম হবে শীতল আরামদায়ক; ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর বেলায় যেরূপ হয়েছিল। দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে এক বেদুঈনকে বলবে, আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে জীবিত করে তুলতে পারি তবে তুমি এই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই আমি তোমার রব? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন দাজ্জালের

নির্দেশে দু'টি শয়তান তার পিতা-মাতার অবয়ব ধারণ করে হাযির হবে। এবং বলবে, হে বৎস তার আনুগত্য করো। সে-ই তোমার রব। দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে হত্যা করবে। অতঃপর করাত দ্বারা তাকে ফেড়ে দুটুকরা করে ছুঁড়ে মারবে। অতঃপর সে বলবে, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ্য করো, আমি এক এখনই জীবিত করবো। তারপরও কেউ বলবে কি যে, আমি ব্যতীত তার অন্য কেউ রব আছে? এরপর আল্লাহ তা'আলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন দাজ্জাল খবীস তাকে বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। আর তুইতো আল্লাহর দুষমন। তুইতো দাজ্জাল। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোর সম্পর্কে প্রত্যেকভাবে বুঝতে পারছি যে, তুই-ই দাজ্জাল। (আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ) আল-মুহারিবী উবাদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আস-সওয়াফ (দ্বাইফ বা দুর্বল) (আতিয়্যাহ বিন সা'দ) তিনি সত্যবাদী তবে হাদীছ বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জান্নাতেই সেই ব্যক্তির সর্বাধিক মর্যাদা হবে। রাবী বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা ধারণা করতাম যে, এ ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব, এমনকি তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। মুহারিবী রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর আমরা আবু রাফে বর্ণিত, হাদীছে ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে একটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, ফলে তাদের গবাদী পশু সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আরেকটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে সত্য বলে মেনে নেবে। সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দিলে জমিন শস্য উৎপাদন করবে। জমিন পর্যাপ্ত ফসলাদি, ঘাসপাতা ও তৃণলতা উদগত করবে, এমনকি তাদের গবাদী পশু সেদিন সন্ধ্যায় মোটা তাজা ও উদর পূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে। অবস্থা এই হবে যে, সে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে এবং তার পদানত হবে মক্কা ও মদীনা ব্যতীত। এ দু'শহরের প্রবেশ দ্বারে উন্মুক্ত অবস্থায় তরবারীসহ সশস্ত্র অবস্থায় ফিরিস্তা মোতায়েন থাকবেন। শেষে সে একটি ক্ষুদ্র লাল পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষ ভাগ। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মুনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে যোগ দিবে। এভাবে মদীনা তার ভিতরকার নিকৃষ্ট ময়লা বিদূরিত করবে, যেমনিভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে। সেদিনের না হবে 'নাজাতের দিন'। আবুল আকর এর কন্যা উম্মু শুরাইক বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আরবের লোকেরা তৎকালে কোথায় থাকবে? তিনি বলেন, তৎকালে তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। তাদের অধিকাংশ ঈমানদার বান্দা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসে

অবস্থান করবে। তাদের ইমাম হবেন একজন নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এমতবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করবেন। ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম সেই সকাল বেলা অবতরণ করবেন। তখন ইমাম পিছন দিকে সরে আসবেন যাতে ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে লোকদের ছালাতের ইমামতি করতে পারেন। ঈসা আলাইহিস সালাম তার দু'হাত ইমামের কাঁধের উপর রেখে বলবেন, আপনি অগ্রবর্তী হয়ে ছালাতের ইমামতি করুন। কেননা, এ ছালাত আপনার জন্যই কায়িম (গুরু) হয়েছে। অতএব তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করবেন। তিনি ছালাত হতে অবসর হলে ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে এবং দরজার পিছনে দাজ্জাল অবস্থারত থাকবে। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহুদী কারুকার্য খচিত<sup>৪৩৫</sup> ও খাপবদ্ধ তরবারীসহ।<sup>৪৩৬</sup> দাজ্জাল ঈসা কে দেখামাত্র পানিতে লবণ বিগলিত হওয়ার ন্যায় বিগলিত হতে থাকবে এবং ভেগে পলায়ন করতে থাকবে। তখন ঈসা বলবেন, তোর উপর আমার একটা আঘাত আছে, যা থেকে তোর কোন বাঁচার উপায় নেই। তিনি লুদ্দ এর পূর্ব ফটকে তার নাগাল পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের পরাজিত করবেন। আল্লাহর সৃষ্টি যে কোন পাথর, গাছপালা, দেয়াল, অথবা প্রাণী, যার আড়ালেই কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে বাকশক্তি দান করবেন এবং সে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর মুসলিম বান্দা! এই যে, এক ইহুদী এদিকে এসো, তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ নামক গাছ কথা বলবে না। কারণ সেটা ইহুদীদের গাছ। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাজ্জাল চল্লিশ বছর বিপর্যয় ছড়াবে। তার এক বছর হবে অর্ধবছরের সমান, এক বছর হবে এক মাসের সমান, এক মাস হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্টকাল অগ্নিস্কুলিঙ্গ বায়ুমন্ডলে উড়ে যাওয়ার মত দ্রুত অতিক্রান্ত হবে। তোমাদের কেউ সকালবেলা মদীনার একফটকে পৌঁছতে সক্ষম হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এতো ক্ষুদ্র দিনে আমরা কিভাবে ছালাত আদায় করবো? তোমরা অনুমান করে ছালাতের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে ছালাতের সময় নির্ধারণ করে থাকো এবং এভাবে ছালাত আদায় করবে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনিক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, এমনভাবে শুকর হত্যা করবেন যে, তার একটিও অবশিষ্ট থাকবে

---

৪৩৫. অর্থাৎ রৌপ্য।

৪৩৬. এক ধরণের সবুজ চাদর।

না। সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তিনি জিয়ইয়া মওকুফ করবেন, যাকাত আদায় বন্ধ করবেন এবং না বকরী ও উটের উপর যাকাত ধার্য করা হবে। লোকদের মাঝে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে।<sup>৪৩৭</sup> প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী বিষ শূন্য হয়ে যাবে। এমনকি দুধ পোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখে ঢুকিয়ে দিবে কিন্তু তা তার কোন ক্ষতি করবে না। এক ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে, তবুও প্রাণীটি তার কোন ক্ষতি করবে না। নেকড়ে বাঘ মেষ পালের সাথে এবস্থান করবে যেন তা তার পাহাড়ারত কুকুর। পানিতে মাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার মত পৃথিবী শান্ত হয়ে যাবে। সকলের কালেমা এক হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সারসরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরাইশদের রাজত্বের অবসান হবে। পৃথিবী রূপার পাত্রের ন্যায় সচ্ছ হয়ে যাবে।<sup>৪৩৮</sup> তাতে এমনসব ফলমূল উৎপন্ন হবে যেমন আদম আলাইহিস সালাম এর যুগে উৎপাদিত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আঙ্গুরের খোকার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য অপেক্ষা করবে এবং সকলকে তা পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে উচ্চ মূল্যের এবং ঘোড়া সল্পমূল্যে বিক্রয় হবে। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! ঘোড়া সস্তা হবে কেন? তিনি বললেন, যুদ্ধের জন্য কখনো কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, গরু অতিমূল্যবান হবে কেন? তিনি বললেন, সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে। দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তখন মানুষ চরমভাবে অন্নকষ্ট ভোগ করবে। প্রথম বছর আল্লাহ তা'আলা আসমানকে তিনভাগে একভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং জমিনকে নির্দেশ দিলে তা এক তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিলে, তা দু' তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং জমিনকে হুকুম দিলে তাও দু'তৃতীয়াংশ কম ফসল উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিলে তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। ফলে এক ফোঁটা বৃষ্টি বর্ষিত হবে না। আর তিনি জমিনকে নির্দেশ দিলে তা শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখবে। ফলে জমিনে কোন ঘাস জন্মাবে না, কোন সবজি অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এসময় লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বললেন, যারা তাহলিল, (লা ইলাহা

৪৩৭. অর্থাৎ বিদ্বেষ পূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৪৩৮. অর্থাৎ দস্তুরখানা, কেউ বলেন, পাত্র বলতে গামলা বুঝানো হয়েছে।

ইল্লাল্লাহ),তাকবির (আল্লাহ্ আকবার), তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বলতে থাকবে তাদের খাদ্যনালীতে প্রবাহিত করা হবে।<sup>৪৩৯</sup>

মিহজান ইবনে আদরা রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

خطب الناس فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ فقال له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدًا فينظر المدينة، فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد، ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكًا مصلتًا، فيأتي سبخة الجرف، فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের সামনে ভাষণ দিলেন, অতঃপর বললেন, খালাছের (মুক্ত হওয়ার) দিন কি? খালাছের দিন কি? খালাছের দিন কি? এ কথা তিনি তিনবার বললেন, অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, খালাছের দিন কি? তিনি বললেন, দাজ্জাল এসে উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করবে। অতঃপর সে মদিনার দিকে দৃষ্টি দিবে। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের বলবে, তোমরা কি সাদা অট্টালিকা দেখতে পাও? এটাই আহমদের মসজিদ। অতঃপর সে মদিনায় আসবে, সেখানে প্রত্যেক গর্তে সে পাবে কোষমুক্ত তরবারী, তারপর সে তৃণভূমিতে এসে তার তারু স্থাপন করবে। অতঃপর মদিনা অঞ্চল তিনবার প্রকম্পিত হবে। অতঃপর মদিনা হতে মুনাফিক ও ফাসিক নারী-পুরুষ উভয়ে বের হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে ইয়াওমুল খালাছ (মুক্ত হওয়ার দিন)।<sup>৪৪০</sup>

ইবনে আব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেন,

أعور، هيجان أزهر، كأن رأسه أصيلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فإما هلك الهلك؛  
فإن ربكم تعالى ليس بأعور

৪৩৯. ইবনু মাজাহ (২/১৩৫৯)।

৪৪০. মুসনাদ আহমদ (৪/৩৩৮)। অর্থাত্ স্থলকায় বিরাট সাপের মত।



দাজ্জাল হচ্ছে শ্বেত বর্ণের ত্রুটিযুক্ত কানা প্রাণী। তার মাথা যেন শিকড়ের মত;<sup>৪৪১</sup> সে মানুষের মধ্যে আব্দুল ইয্যা ইবনে কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। ধ্বংসকারীরা তাকে ধ্বংস করবে। তোমাদের রব অন্ধ নন।<sup>৪৪২</sup>

হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

لَيَأْتِينَ عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ يُتَمَنُّونَ فِيهِ الدَّجَالُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيِّ وَامِي! مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنَ الْعَنَاءِ أَوْ الضَّعْفِ

অবশ্যই আমার উম্মতের উপর এমন একটি যুগ অতিবাহিত হবে ঐ সময় লোকেরা দাজ্জালের সাক্ষাত কামনা করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লা- হর রসূল! আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! সে সময় কি ঘটবে? তিনি বললেন, লোকেরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে।<sup>৪৪৩</sup>

ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَمِعَ بِالْدَّجَالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ الرَّجُلَ لَيَأْتِيَهُ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ؛ فَيُتْبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبَهَاتِ

কেউ দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনে সে যেন তার থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহর কসম! যে কোন ব্যক্তি তার নিকট এলে সে অবশ্যই মনে করবে যে, সে ঈমানদার। অতঃপর সে তার দ্বারা তার মধ্যে জাগরিত সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের অনুসরণ করবে।<sup>৪৪৪</sup> হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَا يُخْرِجُ الدَّجَالُ حَتَّى لَا يَكُونَ غَائِبٌ أَحَبُّ إِلَى الْمُؤْمِنِ خُرُوجًا مِنْهُ، وَمَا خُرُوجُهُ بِأَسْرَرٍ  
لِلْمُؤْمِنِ مِنْ حَصَاةٍ يَرْفَعُهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا عِلْمُ أَدْنَاهُمْ وَأَقْصَاهُمْ إِلَّا سَوَاءٌ

৪৪১. অর্থাৎ সাদা। অর্থাৎ স্থূলকায় বিরাট সাপের মত।

৪৪২. মুসনাদ আহমদ (১/২৪০)।

৪৪৩. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাতু (৪/৩০৯)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছহীহাহ (৩০৯০)।

৪৪৪. (৩) আবু দাউদ (৪/১১৬), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। মিশকাত (৩/১৫১৫)।

দাজ্জাল বের হবে না যতক্ষণ না মু'মিনের নিকট তার বের হওয়ার চেয়ে গায়িব (মৃত্যু) প্রিয় হবে। ভূমি হতে উঁচু প্রস্তর খন্ডের চেয়ে তার বের হওয়া মু'মিনের জন্য অধিক ক্ষতিকারক।<sup>৪৪৫</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أنه ذكر عنده الدجال فقال: تفترقون أيها الناس لخروجه ثلاث فرق: فرقة تتبعه، وفرقة تلاحق بأرض آبائها بمنابت الشيخ، وفرقة تأخذ شط هذا الفرات فيقاتلهم ويقاتلونه، حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام، فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على فارس أشقر أو فارس أبلق، فيقتلون لا يرجع منهم بشر

দাজ্জাল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর তিনি বললেন, হে লোকজন, সে বের হওয়ার কারণে তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল তার অনুসরণ করবে। দ্বিতীয় দল তাদের পূর্ব পুরুষদের জন্ম স্থানের এলাকায় মিলিত হবে। শেষ দলটি ফোঁরাত নদীর উপকূলে অবস্থান গ্রহণ করবে। দাজ্জালের সাথে তাদের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এমনকি সিরিয়া এলাকায় মু'মিনদের সমাবেশ ঘটবে। মু'মিনগণ তার সামনে কেশ বিশিষ্ট অথবা সাদা-কালো ঘোড়াওয়ালাকে পাঠাবে। তারা তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তাদের কেউ ফিরে আসবে না।<sup>৪৪৬</sup>

iv:kd ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لما فتحت اصطخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج، قال: فلقبهم الصعب بن جثامة، فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر

ইসতাখরা যখন বিজিত হলো তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, সাবধান! দাজ্জাল বের হয়েছে। রাবী বলেন, ছা'ব ইবনু জাছামাহ তাদের সাথে সাক্ষাত করলো, অতঃপর সে বললো, তোমরা যা বলছো তা যদি হতো অবশ্যই আমি এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করতাম যে, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

৪৪৫. ইবনু আবি শাইবা (১৫/১৪৮)।

৪৪৬. তাবারানীতে উল্লেখ আছে এবং হাকিমের নিকট یرجع إليهم بشيء তথা কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না।

ইবনু আবি শাইবা (৭/৫১০), তাবারানীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৯/৩৫৪)।

সাল্লামকে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল বের হবে না যতক্ষণ না মানুষ তার আলোচনাকে উপেক্ষা করবে এবং জাতি সমাবেশে তার আলোচনা থেকে বিরত থাকবে।<sup>৪৪৭</sup>

ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوهم، حتى يقاتل آخرهم  
المسيح الدجال

আমার উম্মতের মধ্যে হতে একটি দল সদা হক্কের পক্ষে যুদ্ধ করবে। তাদের বিরোধীতাকারীদের উপর তারা বিজয় লাভ করবে। পরিশেষে তারা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।<sup>৪৪৮</sup>

## ১৪৬. ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ।

(نزل عيسى - صلى الله عليه وسلم)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من أدرك عيسى منكم فليقرئه مني السلام

তোমাদের মধ্যে যে ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাক্ষাত লাভ করবে সে যেন আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম পৌঁছে দেয়।<sup>৪৪৯</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجاً أو معتمراً أو لثنتينهما

৪৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদের বর্ণনা: যাওয়ায়েদ আলাল মুসনাদ (৪/৭১)।

৪৪৮. মুসনাদ আহমদ (৪/৪২৯, ৪৩৭), আবু দাউদ (১/৩৮৮-৩৮৯), শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। আছ-ছহীহাহ (১৯৫৯)।

৪৪৯. হাকিম (৪/৫৮৭), আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, মুসনাদে এ হাদীছের শাহেদ রয়েছে। মুসনাদ (২/৩৯৪)।

সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! মারইয়াম পুত্র ঈসা নিশ্চিত রাওহা উপত্যকায় হাজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়ের তালবিয়াহ পাঠ করবেন।<sup>৪৫০</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى ، وإنه نازل ، فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، بين ممرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون

আমার ও তার অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম এর মাঝে কোন নাবী নেই। আর তিনি তো অবতরণ করবেন। তোমরা তাকে দেখে এভাবে চিনতে পারবে যে, তিনি মাঝারী উচ্চতার, লাল-সাদা ও গেরুয়া রঙের মাঝামাঝি<sup>৪৫১</sup> অর্থাৎ দুধে আলতা তার দেহের রং হবে এবং এবং তার মাথার চুল ভিজা না থাকলেও মনে হবে চুল হতে যেন বিন্দু বিন্দু পানি টপকাচ্ছে। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, গুকের নিধন করবেন ও জিযিয়া রহিত করবেন। তিনি তার যুগে ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম বিলুপ্ত করবেন এবং মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যু বরণ করবেন এবং মুসলিমরা তার জানাযা পড়বে।<sup>৪৫২</sup>

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فيزل عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم - فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة

ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইতে থাকবে এবং অবশেষে ঈসা ইবনু মারইয়াম আ. অবতরণ করবেন। মুসলিমদের আমীর বলবেন, আসুন ছালাতে আমাদের ইমামতি করুন! তিনি

৪৫০. ছহীহ মুসলিম (২/৯১৫)।

৪৫১ অর্থাৎ হালকা হলুদ রং মিশ্রিত দু'টি পোশাক পরিহিত অবস্থায় ঈসা আ. অবতরণ করবেন।

৪৫২. আবু দাউদ (৪/১১৭)।

বলবেন, না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিযুক্ত হবেন। এ হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ উম্মতের সম্মান।<sup>৪৫৩</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيَكُمُ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মাঝে মারইয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্যে থেকেই হবে।<sup>৪৫৪</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَاللَّهُ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَيَكْسِرُونَ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخَزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجُزْيَةَ، وَلَيَتْرَكَنَّ الْقَلَاصَ، فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشُّحْنَاءُ، وَالتَّبَاغُضُ، وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম! ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকরূপে আসবেন এবং ক্রুশ চূর্ণ করবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযয়াহ তথা কর রহিত করবেন। মোটা তাজা উটগুলো<sup>৪৫৫</sup> বন্ধন করে দেয়া হবে কিন্তু নেয়ার জন্য কেউ চেষ্টা করবে না। পরস্পর শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না এবং সম্পদ গ্রহণের জন্য মানুষকে ডাকা হবে কিন্তু তা কেউ গ্রহণ করবে না।<sup>৪৫৬</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَ أَنْ يَنْزَلَ فَيَكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخَزِيرَ، وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةَ خَيْرًا

৪৫৩. ছহীহ মুসলিম (১/১৩৭)।

৪৫৪. ছহীহ বুখারী (৪/২০৫), ছহীহ মুসলিম (১/১৩৬)।

<sup>৪৫৫</sup> শব্দটি قُلُوص এর বহুবচন। আর তা হলো যুবতীর ন্যায় কমবয়সী উট।

৪৫৬. ছহীহ মুসলিম (১/১৩৬)।

من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} [النساء: 159]

সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচারকরূপে মারইয়ামের পুত্র ঈসা অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ত্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিয়াহ রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না। এমনকি তখন একটি সিজদাই দুনিয়া তার মাঝে নিহিত সব কিছুর চাইতে উত্তম হবে। অতঃপর আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি তোমরা চাও তাহলে কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করতে পার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} [النساء: 159]

কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না এবং শী'আমত দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে (সূরা আন নিসা ৪:১৫৯)।<sup>৪৫৭</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُزَلَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الْخَزِيرَ، وَيَمْحُو الصَّلِيبَ، وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ، وَيُعْطَى الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَ، وَيَضَعُ الْخَرَجَ، وَيُزَلُّ الرُّوحَاءُ فَيُحْجَجُ مِنْهَا أَوْ يَعْتَمُرُ أَوْ يَجْمَعُهُمَا قَالَ: وَتَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}

ঈসা ইবনু মারইয়াম আসবেন, অতঃপর তিনি শুকর হত্যা করবেন, ত্রুশ নিশ্চিহ্ন করবেন, মানুষ ছালাত আদায়ের জন্য তার কাছে সমবেত হবে, মাল দেয়া হবে কিন্তু তা গ্রহণ করা হবে না। তিনি খারাজ রেখে দিবেন আর তিনি শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন। অতঃপর তিনি হাজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়টি পালন করবেন। রাবী বলেন, আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

{وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}

কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না এবং শী‘আমত দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে (সূরা আন নিসা ৪:১৫৯)।<sup>৪৫৮</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في  
النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لبنت، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض، حتى يمر  
الرجل على الأسد ولا يضره، ويطاء على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض

দাজ্জাল পরাভূত হবার (পৃথিবীতে) বসবাসকারী লোকদের জন্য সুসংবাদ! (পৃথিবীতে) বসবাসকারী লোকদের জন্য সুসংবাদ! আকাশকে আল্লাহ তা‘আলা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি বর্ষণের অনুমতি দিবেন আর জমিনকে অনুমতি দিবেন শস্য ফলানোর জন্য। যদি তোমার বীজ সাফা পাহাড়ে বপণ করো তবুও তা অবশ্যই গজিয়ে উঠবে। আর কৃপণতা, হিংসা ও বিদ্বেষ এসব থাকবে না। এমনকি কোন লোক সিংহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সে তার ক্ষতি করবে না। সাপ তার ক্ষতি করবে না। কৃপণতা, হিংসা ও বিদ্বেষ এসব কিছুই থাকবে না।<sup>৪৫৯</sup>

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত,

في قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ السَّاعَةَ} قال: نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامة

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ السَّاعَةَ অর্থাৎ তার নিকটেই ক্বিয়ামতের জ্ঞান এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ ঘটবে।<sup>৪৬০</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

৪৫৮. মুসনাদ আহমদ (২/২৯০)।

৪৫৯. رواه أبو بكر الأنباري في حديثه والنقاش في فوائد العراقيين আবু বকর আনবারী তার হাদীছ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেন। নুকাশা ফি ফাওয়ায়িদিল ইরাকিয়িন (৪৪)।

৪৬০. ইবনু হিব্বান (১৫/২২৯)।

أحدثكم ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصادق المصدق، حدثنا رسول الله أبو القاسم الصادق المصدق: إن الأعور الدجال -مسيح الضلالة- يخرج من قبل المشرق، في زمان اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله من الأرض في أربعين يوماً، الله أعلم ما مقدارها، الله أعلم ما مقدارها (مرتين) ، ويترل الله عيسى بن مريم فيؤمهم فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله الدجال، وأظهر المؤمنين

তোমাদের নিকট একটি হাদীছ পেশ করবো, যা আমি সাদিক-মাসদূক (সত্যবাদী) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে শুনেছি, আবুল কাশেম সাদিক-মাসদূক রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কানা দাজ্জাল হচ্ছে পথভ্রষ্ট। মানুষের বিভিন্ন দলাদলি ও মতোভেদের সময় সে বের হবে হবে পূর্ব দিগন্ত হতে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে সে চল্লিশ দিনে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, ঐ সময়ের পরিমাণ কত? কথাটি তিনি দু'বার বললেন। ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করে লোকদের নিয়ে ছালাতের ইমামতি করবেন।<sup>৪৬১</sup> তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠাবেন, তখন বলবেন, سمع الله لمن حمده অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তার কথা শুনে। আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের ধ্বংস করক এবং মু'মিনদের বিজয় হোক।<sup>৪৬২</sup>

## ১৪৭. ইয়া'জুজ-মা'জুজের আবির্ভাব।

(خروج يأجوج ومأجوج)

নাওয়াস ইবনে সাম'আন রাহিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشأهم وأترستهم سبع سنين

<sup>461</sup> অর্থাৎ তিনি তাদেরকে ইমামতির নির্দেশ দিবেন।

৪৬২. ইবনু হিব্বান (১৫/২২৩)।



মুসলিমগণ অচিরেই ইয়া'জুজ-মা'জুজের তীর-ধনুক, বর্শাফলক এবং ঢালসমূহ সাত বছর ধরে ভস্মীভূত করবে।<sup>১৬৩</sup>

যায়নব বিনতে জাহাশ রাঈয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

استيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - من النوم محمراً وجهه يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق ياصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث .

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তিম চেহারা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে বলতে লাগলেন, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিশ্চয়ের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়া'জুজ-মা'জুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার শাহাদত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নব বিনতে জাহাশ রাঈয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বলেন, হ্যাঁ যখন পাপকাজ অতিমাত্রায় বেড়ে যাবে।<sup>১৬৪</sup> ইবনে আব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

ورأى غلماناً يزور بعضهم على بعض فقال: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج

তিনি কিছু বালককে দেখলেন, যারা পরস্পর লাফালাফি করছে, অতঃপর তিনি বললেন, এভাবে ইয়া'জুজ-মা'জুজ বের হবে।<sup>১৬৫</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: أرجعوا فسنحفره غداً، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم، وأراد الله أن يبعثهم

১৬৩. ইবনু মাজাহ (২/১৩৫৯)।

১৬৪. অর্থৎ ফাসেকি ও পাপাচারিতা। ছহীহ বুখারী (৯/হা/২০)।

১৬৫. আলী ইবনুল জা'আদ তার মুসনাদে হাদীছটি বর্ণনা করেন হা/২৫০।

على الناس، حفروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا  
فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى واستثنوا، فيعودون إليه، وهو كهينته حين تركوه،  
فيحفرونه ويخرجون على الناس، فينشفون الماء، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون  
بسهمهم إلى السماء، فترجع عليها الدم الذي اجفظاً، فيقولون: قهرنا أهل الأرض، وعلونا  
أهل السماء، فبيعت الله نغماً في أقفائهم فيقتلهم بها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم  
:- والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم

ইয়া'জুজ-মা'জুজ প্রতিদিন সুড়ঙ্গ পথ খনন করতে থাকে। এমনকি তারা যখন সূর্যের আলোক রশ্মি দেখার মতো অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন তাদের নেতা বলে, তোমরা ফিরে চলো, আগামী কাল এসে আমরা খনন কাজ শেষ করবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাতের মধ্যে সেই প্রাচীরকে আগের চেয়ে মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। যখন তাদের আবির্ভাবের সময় হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে মানবকুলের মধ্যে পাঠাতে চাইবেন, তখন তারা খনন কাজ করতে থাকবে। শেষে যখন তারা সূর্য রশ্মি দেখার মতো অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাদের নেতা বলবে, এবার ফিরে চলো, ইনশাআল্লাহ আগামী কাল অবশিষ্ট খনন কাজ সম্পন্ন করবো। তারা ইনশাআল্লাহ শব্দ ব্যবহার করবে। সেদিন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীর তাদের রেখে যাওয়া ক্ষীণ অবস্থায় থেকে যাবে। এ অবস্থায় তারা খনন কাজ শেষ করে লোকালয়ে বের হয়ে আসবে এবং সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করবে। মানুষ তাদের ভয়ে পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিবে। তারা আকাশ পানে তারা তীর নিক্ষেপ করবে। রক্তে রঞ্জিত হয়ে তা তাদের দিকে ফিরে আসবে।<sup>৪৬৬</sup> তখন তারা বলবে, আমরা পৃথিবীবাসীকে চরমভাবে পরাভূত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপরও বিজয়ী হয়েছি। অতঃপর তাদের ঘাড়ে এক ধরনের কীট সৃষ্টি করবেন। কীটগুলো তাদের হত্যা করবে। রসূল বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! ভূপৃষ্ঠের গবাদীপশুগুলো সে গুলোর গোশত খেয়ে মোটাতাজা হয়ে মাংসল হবে।<sup>৪৬৭</sup>

আবু সাঈদ খুদরী রাঈয়াআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تفتح يأجوج ومأجوج، فيخرجون كما قال الله تعالى: {وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ} [الأنبياء: 96]  
فيعمون الأرض، وينحاز منهم المسلمون، حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم، ويضمون

<sup>৪৬৬</sup> অর্থাৎ সম্পূর্ণ তীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে সংরক্ষিত অবস্থায় মানুষের দিকে ফিরে আসবে।

৪৬৭. ইবনু মাজাহ (৪০৮০)।

إليهم مواشيهم، حتى إهم ليمرون بالنهر فيشربونه، حتى ما يذرون فيه شيئاً، فيمر آخرهم على أثرهم، فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماء، ويظهرون على الأرض، فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، ولننازلنا أهل السماء، حتى إن أحدهم ليهز حريته إلى السماء، فترجع مخضبة بالدم، فيقولون: قد قتلنا أهل السماء، فبينما هم كذلك، إذ بعث الله دواب كنعف الجراد، فيأخذ بأعناقهم، فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضاً، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حساً، فيقولون: من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا؟ فيترل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه، فيجدهم موتى، فيناديهم ألا أبشروا، فقد هلك عدوكم، فيخرج الناس، ويخلون سبيل مواشيهم، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم، فتشكر عليها، كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قطة

ইয়া'জুজ-মা'জুজকে ছেড়ে দেয়া হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি হতে বের হবে ছুটে আসবে” (সূরা আল আশিয়া ৯৬)। তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিমগণ তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট মুসলিমগণ তাদের শহর ও দুর্গে আশ্রয় নিবে। সেখানে তারা তাদের গবাদী পশুও সাথে করে নিয়ে যাবে। ইয়া'জুজ-মা'জুজের অবস্থা এই হবে যে, তাদের লোকগুলো একটি নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে, একফোটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর এদের দলের অবশিষ্টরা তাদের অনুসরণ করবে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বলবে, এখানে হয়তো কখনো পানি ছিল। পৃথিবীতে তার আধিপত্য বিস্তার করবে। অতঃপর তাদের কেউ বলবে, আমরা পৃথিবীবাসদের থেকে অবসর হয়েছি। এবার আমরা আসমানবাসীদের সাথে লড়াই। শেষে এদের কেউ আসমানের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করবে। তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা আসমানবাসীদেরকেও হত্যা করেছি। তাদের এ অবস্থা থাকতে আল্লাহ তা'আলা টিভি বাহিনী পাঠাবেন এবং সেগুলো ঘাড়ে প্রবেশ করার ফলে এরা সকলে ধ্বংস হয়ে একে অপরের উপর পড়ে মরে থাকবে। মুসলমানগণ সকালবেলা উঠে তাদের বিভৎস চিৎকার শুনতে না পেয়ে বলবে, এমন কে আছে যে, তার নিজের জীবন বিক্রয় করবে এবং ইয়া'জুজ-মা'জুজেরা কি করছে তা দেখে আসবে? তখন তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ইয়া'জুজ-মা'জুজ কর্তৃক নিহত হওয়ার পূর্ণ বুকি নিয়ে বের হয়ে এসে তাদেরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মুসলিমদেরকে ডেকে বলবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে। লোকজন তার ডাক শুনে বের হয়ে আসবে এবং তাদের গবাদী পশু চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে। সেগুলোর চারণ ভূমিতে ইয়া'জুজ-

মা'জুজের গোশত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। পশুগুলো তাদের গোশত খেয়ে বেশ মোটা-তাজা হবে, যেমন ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা-তাজা হয়।<sup>৪৬৮</sup>

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج

ইয়া'জু-মা'জুজ বের হওয়ার পরও বাইতুল্লাহর হজ্জ ও উমরা পালিত, হবে।<sup>৪৬৯</sup>

### ১৪৮. জনপদের উপর অতিবৃষ্টি হওয়া।

(مطر لا تكن منه بيوت المدر)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى يطر الناس مطراً لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ জনপদের উপর অতিবৃষ্টি না হবে, এমনকি তাতে কোন নগরবাসীর ঘর-বাড়ি বৃষ্টি হতে মুক্ত থাকবে না।<sup>৪৭০</sup>

৪৬৮. ইবনু মাজাহ (হা/৪০৭৯)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। (হা/১৭৯৩)।

৪৬৯. ছহীহ বুখারী (২/৫৭৮)।

৪৭০. অর্থাৎ ইয়া'জুজ ও মা'জুজ বের হওয়ার পর এমনটা ঘটবে। আর ঈসা আ. এর সময় বৃষ্টি হওয়ায় জমিন শস্য-শ্যামল উদ্ভিদে পূর্ণ হবে, মানুষ সাচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে। যেমন মুসলিমে নুওয়াস রা. এর হাদীছে এব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ আহমদ (২/২৬২)।

## ১৪৯. জম্ব বের হওয়া ।

(خروج الدابة)

আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون فيكم، حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين

এমন জম্ব বের হবে যা কাফিরদের নাকের ডগায় দাগ দেবে। অতঃপর তোমাদের মাঝে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে। এমনকি কোন লোক উট কেনার পর তাকে জিঞ্জের করা হবে তুমি এটা কার কাছ থেকে কিনেছ? জবাবে সে বলবে, আমি এক দাগ ওয়ালার কাছে থেকে তা কিনেছি।<sup>৪৭১</sup>

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبها فلأخرى على إثرها قريباً

নিঃসন্দেহে ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত হলো পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া অথবা মানব জাতির উপর পূর্বাংহে ‘দাব্বাতুল আরদ’ নামক একটি জম্বর আত্ম প্রকাশ। এ দু’টির যে কোন একটি আগে এবং অপরটি পরপরই প্রকাশিত হবে।<sup>৪৭২</sup>

হুয়াইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تخرج الدابة مرتين قبل يوم القيامة، حتى يضرب فيها رجال، ثم تخرج الثالثة عند أعظم مساجدكم، فتأتي القوم وهم مجتمعون عند رجل، فتقول: ما يجمعكم عند عدو الله؟ فيبتدرون، فتسم الكافر، حتى إن الرجلين ليتبايعان فيقول هذا: خذ يا مؤمن، ويقول هذا: خذ يا كافر

৪৭১. মুসনাদ আহমদ (৫/২৬৮) ।

৪৭২. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৬০) ।

ক্বিয়ামতের পূর্বে দু'বার জম্ম বের হবে, এতে কতিপয় লোক আঘাত প্রাপ্ত হবে, অতঃপর তোমাদের বড় মাসজিদের কাছে তৃতীয় বার জম্ম বের হবে। তারপর জম্মটি একজন লোকের নিকট সমবেত জনগণের কাছে আসবে, অতঃপর সে বলবে, আল্লাহর শত্রুর কাছে তোমাদেরকে কে সমবেত করেছে? তারপর লোকেরা ছুটে পালাবে। অতঃপর জম্মটি কাফির লোকের (নাকের ডগায়) চিহ্ন দিবে। এমনকি দু'জন লোক কেনা-বেচায় মগ্ন থাকবে। অতঃপর বলবে, হে মু'মিন! তুমি এটা গ্রহণ করো, হে কাফির! তুমি এটা নাও।<sup>৪৭৩</sup>

## ১৫০. পৃথিবী থেকে কুরআন উঠিয়ে নেওয়া।

(رفع القرآن من الأرض)

ইবনে মাসউদ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَيَنْتَزِعَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ يَنْتَزِعُ وَقَدْ أُثْبِتَ فِي مَصَاحِفِنَا؟! قَالَ: يَسْرَى عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِ عَبْدٍ وَلَا مَصْحَفٍ مِنْهُ شَيْءٌ وَيَصْبِحُ النَّاسُ فُقَرَاءَ كَالْبَهَائِمِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {وَلَكِنَّ شَيْئًا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا} [الإسراء: 86]

অবশ্যই এ কুরআন তোমাদের মাঝে থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আব্দুর রহমান! কিভাবে তা উঠিয়ে নেয়া অথচ আমরা মাসহাফে সংরক্ষণ করেছি? তিনি বললেন, কোন এক রাতে তা উঠিয়ে নেয়া হবে অতঃপর কোন বান্দার অন্তরে এবং মাসহাবে তার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। আর মানুষ সকাল করবে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় চতুষ্পদ জন্তুর মত। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ পাঠ করেন,

وَلَكِنَّ شَيْئًا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا} [الإسراء: 86]

আর আমি ইচ্ছা করলে তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি তা অবশ্যই নিয়ে নিতে পারতাম; অতঃপর তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন কর্মবিধায়ক পেতে না (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৮৬)।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

وليصلين قوم لا دين لهم ولينتزعن القرآن من بين أظهركم قالوا: يا أبا عبد الرحمن ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلاً فيذهب به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء

অবশ্যই লোকজন ছালাত আদায় করবে তবে তাদের মাঝে দীন থাকবে না। আর অবশ্যই তোমাদের মাঝ থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আব্দুর রহমান! আমরা কি কুরআন পাঠ করি না? তা কি আমাদের মাসহাফে সংরক্ষণ করিনি? তিনি বললেন, কোন এক রাতে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। লোকদের অন্তর হতে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর জমিনে কুরআনের কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না।<sup>৪৭৪</sup>

হুয়াইফাহ ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها! فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً

ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপর কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়,<sup>৪৭৫</sup> শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না সিয়াম, ছালাত, যাকাত ও কুরবানী কী। একরাতে মহান আল্লাহর জমিন থেকে তার কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলিমদের) কতক দল বৃদ্ধ অবশিষ্ট থাকবে। আর তার বলবে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তথা আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই একথার অনুসারী দেখতে পেয়েছি। তাই আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো। তাবিঈ সিলা রহিমাছল্লাহ ও হুয়াইফাহ

৪৭৪. আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনা: আল-মুছল্লাফ (৩/৩৬২)। তাবারনীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৯/১৪১)।

৪৭৫ অর্থাত্ পোশাকের কারুকার্য।

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কালিমা বলায় তাদের কি উপকার হবে? অথচ তারা জানে না সিয়াম, ছালাত, যাকাত ও কুরবানী এসব কী। সিল্লা বিন যুফার রহিমাহুল্লাহ কথ্যাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয় বারের পর তার দিক মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে সিল্লা! এ কালিমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে কথ্যাটি তিনবার বললেন।<sup>৪৭৬</sup>

## ১৫১. ধোঁয়া বের হওয়া।

### الدخان

হুয়াইফাহ ইবনে আসীদ আল-গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابّة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم -، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم

একদিন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছো? উত্তরে তারা বললেন, আমরা ক্বিয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবেন না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ আলামত দেখবে। তারপর তিনি ধুম্রু, দাজ্জাল, দাব্বা, পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদয় হওয়া, মারইয়াম পুত্র ঈসা এর অবতরণ, ইয়া'জুজ-মা'জুজের বের হওয়া এবং তিনবার ভূখন্ড ধ্বসে যাওয়া তথা পূর্ব দিকে ভূখন্ড ধ্বস, পশ্চিম দিকে ভূখন্ড ধ্বস, এবং আরব উপদ্বীপে ভূখন্ড ধ্বসের

৪৭৬. ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, শেষ যুগে মানুষের জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি কোন একরাতে কুরআনের মাছহাফ মুছে দেয়া হবে এবং মানুষের স্মৃতিপটে থাকা কুরআন ভুলিয়ে দেয়া হবে। জ্ঞানহীনভাবে মানুষ জীবন যাপন করবে। ঐ সময় অতিবুদ্ধ ও অক্ষম লোকেরা মানুষকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমার দা‘ওয়াত দিবে। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এ কালেমা পাঠ করবে। ফলে তারা এর মাধ্যমে পরকালে উপকৃত হবে। যদিও তাদের সং আমল এবং উপকারী জ্ঞান না থাকে। ইবনু মাজাহ (২/১৩৪৪)।



কথা বর্ণনা করলেন। এ আলামত সমূহের পর ইয়ামান হতে এক অগ্নুৎপাত প্রকাশিত হবে, যা মানুষদেরকে হাশরের মাঠ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।<sup>৪৭৭</sup> অন্য রেওয়াজে আছে, এক প্রকার বাতাস মানুষকে সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।<sup>৪৭৮</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بادروا بالأعمال ستاً طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة  
أحدكم أو أمر العامة

ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই তোমরা নেক আমলে দ্রুততা অবলম্বন করো। তা হলো, ১. পশ্চিম আকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, ২. ধোঁয়া উঠিত হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া, ৪. দাব্বাহ (অদ্ভুত জন্তুর আবির্ভাব হওয়া), ৫. খাস বিষয় (কারো এককভাবে মৃত্যু), ৬. আম বিষয় (সার্বজনীন বিপদ বা ক্বিয়ামত)।<sup>৪৭৯</sup>

## ১৫২. কুরাইশদের ধ্বংস হওয়া

(هلاك قريش)

আয়েশা রাঈয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: يا عائشة قومك أسرع أمتي بي  
لحاقاً، قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله جعلني الله فداك، لقد دخلت وأنت تقول كلاماً  
ذعري، قال: وما هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقاً، قال: نعم، قالت: ومم  
ذاك؟ قال تستحلهم المنايا، وتنفس عليهم أمتهم، قالت: فقلت: فكيف الناس بعد ذلك أو  
عند ذلك؟ قال: دبي؛ يأكل شداذه ضعافه، حتى تقوم عليهم الساعة

রসূল একবার আমার ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগলেন, হে আয়িশা! তোমার কওম আমার উম্মাতের সাথে দ্রুত মিলিত হবে। অতঃপর তিনি (আয়িশা রাঈয়াল্লাহু

৪৭৭. ছহীহ মুসলিম (৪/২২২৫)।

৪৭৮. ছহীহ মুসলিম (৪/২২২৬)।

৪৭৯. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৬৭)।

আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য ফিদইয়া নির্ধারণ করেছেন। আপনি ঘরে প্রবেশ করে এমন কথা বলতে ছিলেন, যা আমাকে আতঙ্কিত করেছে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তা কি? আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন আপনি বলেছেন, আমার কওম আপনার উম্মাতেরসাথে দ্রুতমিলিত হবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আয়িশা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন, মৃত্যু তাদের নিকট পছন্দনীয় হওয়া। উম্মাতের লোকেরা তাদের নিয়ে হিংসা করবে। তিনি বলেন, আমার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর মানুষের অবস্থা কি হবে? অথবা ঐ সময় কি হবে? তিনি বললেন, এক শ্রেণীর পঙ্গপাল তাদের দুর্বলদের খেয়ে ফেলবে। এমতবস্থায় ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।<sup>৪৮০</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أسرع قبائل العرب فناءً قريش، ويوشك أن تمر المرأة بالثعل فتقول: إن هذا نعل قرشي

আরব গোত্র সমূহের মধ্যে কুরাইশ গোত্র দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। আর অচিরেই কোন মহিলা জুতার পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় বলবে, এ জুতা কুরাইশদের।<sup>৪৮১</sup>

### ১৫৩. (ঠাণ্ডা) বাতাসের মাধ্যমে মু'মিনের প্রাণ হরণ।

(ريح تقبض كل مؤمن)

আইয়াশ ইবনে আবু রবি'আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن

আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের পূর্বে বাতাস প্রবাহিত হবে যা প্রত্যেক মু'মিনের প্রাণ হরণ করবে।<sup>৪৮২</sup>

৪৮০. অর্থাৎ ছোট ছোট পঙ্গপাল। মুসনাদ আহমদ (৬/৮১)।

৪৮১. মুসনাদ আহমদ (২/৩৩৬)।

৪৮২. মুসনাদ আহমদ (৩/৪২০)।

## ১৫৪. বাইতুল্লাহ শরীফে হাজ্জ না হওয়া

(لا يحج البيت)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বাইতুল্লায় হাজ্জ না হবে।<sup>৫৪৩</sup>

## ১৫৫. শেষ যুগে কা'বা ঘরে আক্রমণ হওয়া

(هدم الكعبة في آخر الزمان)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعو له

আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) এর (দুর্বল) লোকেরা দু'বার কা'বা ঘর আক্রমণ করবে। কা'বা ঘরকে তারা ভূষণ হীন করবে এবং এর চাদর খুলে ফেলবে। আমি যেন দেখছি কা'বা ঘরে অনাবৃত চুল ও বাঁকা পা বিশিষ্ট লোক অগ্রভাগ লোহার দন্ড ও কুঁঠার নিয়ে কা'বা ঘরে আঘাত হানছে।<sup>৪৮৪</sup>

আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يباع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً، وهم الذين يستخرجون كثره

৪৮৩. ছহীহ বুখারী (২/১৮৩)।

৪৮৪. অর্থাৎ বক্রতা সম্পন্ন দু'পা। মুসনাদ আহমদ (২/২২০)।

রুকুনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে কোন লোকের জন্য কেনা-বেচা করা হবে। আর বাইতুল্লাহর অধিবাসী ছাড়া কখনোই তাতে হজ্জ করা বৈধ মনে করবে না, যখন লোকেরা তাতে হজ্জ করা বৈধ মনে করবে, তখন কেউ কা'বা ঘরের ধ্বংস কামনা করবে না। অতঃপর আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) এর দু'ই ছোট বাজারের (দুর্বল) লোকজন কা'বা ঘরের ধ্বংস সাধন করবে, এরপর আর কখনোই কা'বা ঘর আবাদ হবে না। আর তারাই এর খনিজ সম্পদ বের করে নিবে।<sup>৪৮৫</sup>

আবু হুরাইরাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يُخْرَبُ الكعبة ذو السويقتين من الحبشة

আবিসিনিয়ার দু'ই ছোট বাজারের (দুর্বল) লোকেরা কা'বা ঘরের ধ্বংস সাধন করবে।<sup>৪৮৬</sup>

ইবনে আব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহুমা হতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً

আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কাল বর্ণের বাঁকা পা বিশিষ্ট লোকেরা (কা'বা ঘরের) একটি একটি করে পাথর খুলে এর মূল উৎপাটন করে দিচ্ছে।<sup>৪৮৭</sup>

## ১৫৬. পৃথিবীতে শিরকের বিস্তার লাভ হওয়া

(عودة الشرك إلى الأرض)

আনাস রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله

৪৮৫. মুসনাদ আহমদ (২/২৯১)।

৪৮৬. ছহীহ বুখারী (২/১৮৩), ছহীহ মুসলিম (৪/২২৩২)।

৪৮৭. ছহীহ বুখারী (২/১৮৩)।

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার কোন লোক থাকবে।<sup>৪৮৮</sup>

আব্দুর রহমান ইবনে শামাসাহ আল-মাহদী রাডিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، فيبينما هم على ذلك، أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله رجلاً كريح المسك؛ مسها مس الحرير، فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة

তিনি বলেন, একদা আমি মাসলামাহ ইবনে মুখাল্লাদ রাডিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ রাডিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ক্বিয়ামত কেবল নিকৃষ্ট লোকদের উপরই সংঘটিত হবে, ওরা জাহিল সম্প্রদায়ের লোকদের চেয়েও নিকৃষ্টতর হবে। তারা আল্লাহর কাছে যে বস্তুর জন্যই দু'আ করবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তারা যখন এ আলোচনায় ছিলেন এমন সময় উকবাহ ইবনু আমির রাডিয়াল্লাহু আনহু সেখানে এলেন। তখন মাসলামাহ বললেন, হে উকবা! শুনুন, আব্দুল্লাহ কি বলছে? তখন উকবা রাডিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনিই তা ভাল জানেন। তবে আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের একটি দল অত্যন্ত কঠিন হবে। যারা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়বে। তারা তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়। এভাবে চলতে চলতে তাদের নিকট ক্বিয়ামত এসে যাবে, তবে তারা এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আব্দুল্লাহ বলেন, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ একটি বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করবেন, সে বায়ু প্রবাহটি হবে কস্তুরীর সুঘ্রাণের ন্যায় এবং তার পরশ হবে রেশমের পরশের মত। সে বায়ু এমন একটি লোককেও বাকি রাখবে না যার অন্তরে একটি শস্য দানা পরিমাণ ঈমান

থাকবে। তাদের সকলকে তা কবজ করে নিবে। তারপর কেবল নিকৃষ্টতম লোক গুলোই অবশিষ্ট থাকবে এবং তাদের উপরই ক্বিয়ামত কায়িম হবে।<sup>৪৮৯</sup>

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [الصف: 9] أن ذلك تاماً قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله رجلاً طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم

আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাত ও দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ না লাত ও উয্যা দেবতার পূজা আবার শুরু করা হয়। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন- তিনিই তার রসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ, সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করে না”। (সূরা আত-তওবা ৯:৩৩)। এ আয়াত নাযিলের পর আমিতো মনে করেছিলাম যে, এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। রসূল বললেন, তা অবশ্যই হবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। অতঃপর তিনি এক মনোরম বাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে। পরিশেষে যাদের মাঝে কোন প্রকার কল্যাণ নেই তারাই শুধু বেঁচে থাকবে। অতঃপর তারা আবার পূর্বপুরুষদের ধর্মের (শিরকের) দিকে ফিরে যাবে।<sup>৪৯০</sup>

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة: طاعية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية

৪৮৯. ছহীহ মুসলিম (৩/১৫২৪)।

৪৯০. ছহীহ মুসলিম (৪/২২৩০)।

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ ‘যুলখালাসাহর’ পাশে দাওস গোত্রীয় মহিলাদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। ‘যুলখালাসাহ হচ্ছে দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলী যুগে তারা এর ইবাদত করতো।’<sup>৪৯১</sup>

## মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত/অপ্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ  
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. আল্লাহ ও রসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন -সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি  
- ড. নাঈফ ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল
৪. ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
৫. আত তাওহীদ লিন্নাশিয়াহ ওয়াল মুবতাদিঈন (প্রাথমিক তাওহীদ শিক্ষা)  
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ
৬. আল ওয়াছ্বাইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) -শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া
৭. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী
৮. আক্বীদাতুত তাওহীদ (তাওহীদি বিশ্বাস ও তার পরিপন্থী বিষয়)  
-ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৯. ছহীহ আক্বীদার দিশারী - ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১০. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১১. শারহ মাসাইলিল জাহিলিয়াহ - ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১২. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’-বন্ধুত্ব ও শত্রুতা-ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১৩. আল-আক্বীদা আত-ত্বাহবীয়া- ইমাম আবু জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বাহবী
১৪. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহবীয়া প্রথম খণ্ড - ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী
১৫. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড - ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী
১৬. নাবী -রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজীরী
১৭. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজীরী
১৮. খিলাফাত ও বাই‘আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজীরী
১৯. আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়াহ (শারঈ রাজনীতি)- সংকলনে সাজ্জাদ সালাদীন
২০. দল/সংগঠন, ইমারত ও বাই‘আত- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
২১. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন
২২. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন
২৩. উসূলে হাদীছ (হাদীছের মূলনীতি) - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী



